শ্রীচৈতন্য পদ্যাবলী
শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
থেকে পদ্যগুলির বিষয়ভিত্তিক সংকলন

শ্রীচৈতন্য পদ্যাবলী

১ম খণ্ড

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

থেকে বিষয়ভিত্তিক পদ্য সংকলন

রূপ-রঘুনাথ বাণী পাবলিকেশন্স্

শ্রীচৈতন্য পদ্যাবলী

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত থেকে বিষয়ভিত্তিক পদ্য সংকলন

প্রকাশক — রূপ-রঘুনাথ বাণী পাবলিকেশন্স্।
প্রথম সংস্করণ — ২রা মার্চ, গৌরপূর্ণিমা ২০১৭।

সংকলন ও সম্পাদন — পদ্মমুখ নিমাই দাস
ruparaghunathavani@gmail.com
(যে কোন মন্তব্য বা সংশোধন সাদরে আহ্বান করা হচ্ছে)

রূপায়ন — শ্যাম রসিক দাস / ঈশ্বর বিশ্বম্ভর দাস
প্রচ্ছদ অংকন — পরম্ শান্তিম দাস
টাইপিং — লোকানন্দ কৃষ্ণ দাস, ঈশ্বর বিশ্বম্ভর দাস
প্রুফ সংশোধন — সত্যগোবিন্দ দাস, রঞ্জন রাসেশ্বর দাস, শ্রীদাম কৃষ্ণ দাস, ব্রজেশ্বর মাধব দাস, স্বরাট নিমাই দাস, বলভদ্র গৌর দাস, শুভ বিজয় দাস
মুদ্রণ — নন্দলাল কিশোর দাস
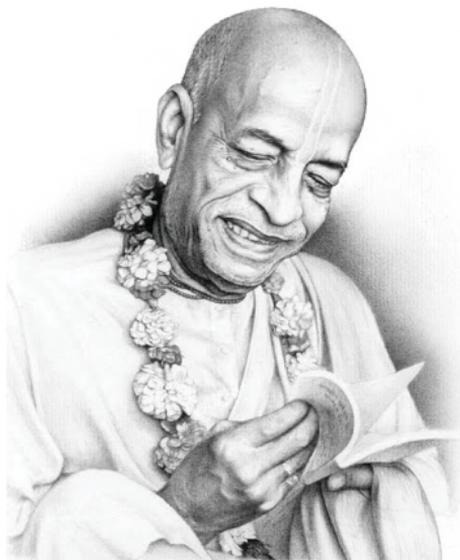
উৎসর্গ

সমস্ত জগৎ-জীবের প্রতি অত্যন্ত করুণাপরবশ হয়ে যিনি তাঁর সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল তাৎপর্যের দ্বারা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অমিয় শিক্ষামৃত সবার কাছে সহজলভ্য করেছেন, আমার পরমারাধ্য পরমগুরুদেব

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের

শ্রীকরকমল-যুগলে **'শ্রীচৈতন্য পদ্যাবলী'** নামক গ্রন্থ সাদরে উৎসর্গীকৃত হল।

ভূমিকা

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥
চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে ॥

চৈঃ চঃ আদি ২.১১৭-১১৮

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত, প্রদর্শিত ও প্রচারিত ভাবধারায় সিদ্ধান্তের আদৌ প্রয়োজন আছে কি ? যদি থাকে তবে তার কারণ কি ? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ । অবশ্যই আছে । আর তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের চিত্তকে কৃষ্ণপাদপদ্মে দৃঢ়নিবিষ্ট করা, এবং ভগবদ্ভক্তিমার্গে আমাদের দৃঢ় নিষ্ঠা প্রদান করা -ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী, (শ্রীমদ্ভাগবত ১.২.১৮) । আমাদের ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয় পরম্পরা আচার্য শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ তাঁর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ এই তিন প্রকার ভক্তের আলোচনায় দুটি মাপকের ভিত্তিতে তাদের বিভাজন করেছেন। শ্রদ্ধা এবং শাস্ত্রযুক্তি । তাই শ্রদ্ধার সাথে সাথে শাস্ত্র-যুক্তির উপস্থিতির দ্বারাও নির্ণয় করা হয় সেই ভক্তটি কোন স্তরের ।

এখন, প্রশ্ন হচ্ছে শাস্ত্র-যুক্তি মানে কোন শাস্ত্র ? সেভাবে বলতে গেলে শাস্ত্রের ত কোন অন্ত নেই, যা শ্রীল সূত গোস্বামীর প্রতি নৈমিষারণ্যের ঋষিদের উক্তির দ্বারা প্রমাণিত হয়, ভূরীণি

ভূরিকর্মাণি... (শ্রীমদ্ভাগবত ১.১.১১)। তাই সেই শৌণকাদি ঋষিরা শ্রীল সূত গোস্বামীর কাছে প্রার্থনা করেছেন, তিনি যেন সমস্ত শাস্ত্র থেকে সারবাক্য সংগ্রহ করে তা তাঁদের কাছে বর্ণনা করেন। আর এই প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীল সূত গোস্বামী তাঁদের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করেছিলেন। তাই এই শ্রীমদ্ভাগবত বাস্তবিকই সমস্ত শাস্ত্রের সারাতিসার।(শ্রীমদ্ভাগবত ১.৩.৪১)

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। আর তাই আমাদের বঙ্গভাষী ভক্তদের সৌভাগ্য বর্ধনার্থে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতকেও আরও মন্থন করে তারও সার সরল বাংলায় প্রদান করেছেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে। শুধু তাই নয়, আমাদের পূর্বতন আচার্যবৃন্দ যেমন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের অভিমত অনুযায়ী এমনকি শ্রীমদ্ভাগবতেও যে তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়নি, তা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর আরও বলতেন যে, একদিন বিদেশী ভক্তরা কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করার জন্য বাংলা ভাষা আয়ত্ত করবেন। তাঁর এই ভবিষ্যদ্বানী আজ সত্যি হলেও, দুঃখজনকভাবে এমন প্রতীত হয় যে, আমাদের বঙ্গভাষী ভক্তরাই এই বিশেষ কৃপাসৌভাগ্য থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করছেন। তাই বঙ্গভাষী ভক্তদেরকে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পাঠে আকৃষ্ট করার নিমিত্তে এবং যারা ইতিমধ্যে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত নিয়মিত পাঠ করছেন তাদেরকে আরও সহজে এর সিদ্ধান্তরত্নগুলি সযত্নে সংরক্ষণ করতে, তথা গুরু-গৌরাঙ্গ-

গৌড়ীয় প্রীতিবিধানার্থে এই গ্রন্থটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস । এতে এই সিদ্ধান্তগুলি বিষয়ভিত্তিকভাবে সংকলন করার প্রয়াস করা হয়েছে । এখানে মূলত বাংলা পদ্যগুলির উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, এবং সেই সাথে অল্প কিছু সংস্কৃত শ্লোকও দেওয়া হয়েছে।

তাই ভক্তরা এই পদ্যগুলি নিয়মিত পাঠ এবং মুখস্থ করার প্রয়াস করতে পারেন, যা তাদেরকে গৌরকীর্তনরসে আরও অধিক মগ্ন হতে এবং অবশ্যই গৌরবাণী প্রচারেও সহায়তা করবে ।

এই 'শ্রীচৈতন্য পদ্যাবলী' ১ম খণ্ড কেবল শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত থেকেই সংকলন করা হয়েছে । শ্রী গুরু-গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয়ের কৃপাদৃষ্টিতে পরবর্তীতে শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য মঙ্গল, প্রেম-বিবর্ত, গৌড়ীয় গীতি গ্রন্থসমূহ প্রভৃতি থেকে এর ২য় খণ্ড প্রকাশেরও মনোবাসনা পোষণ করছি ।

এই গ্রন্থটির প্রকাশনায় যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সকলের প্রতি বিশেষত শ্রী বিদ্বান গৌরাঙ্গ দাস, শ্রী সনাতন গোপাল দাস, শ্রী শ্যাম রসিক দাস, শ্রী লোকানন্দ কৃষ্ণ দাস, শ্রী ব্রজেশ্বর মাধব দাস, শ্রী শ্রীদাম কৃষ্ণ দাস এবং শ্রী ঈশ্বর বিশ্বম্ভর দাস, প্রভুদের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি ।

কণ্ঠেতে রাখহ ভাই চৈতন্য পদ্যাবলী ।
শিরেতে ধরহ গৌর-ভক্ত পদধূলী ॥
মধুর চৈতন্যলীলা কর আস্বাদন ।
পদ্মমুখ বাঞ্ছে তব উচ্ছিষ্ট চর্বণ ॥

সংকলন, সম্পাদন ও সংশোধনে গুরু-গৌরাঙ্গ-গৌড়ীয় পদরজ আকাঙ্ক্ষী
– পদ্মমুখ নিমাই দাস

শ্রীমদ্ভাগবত আদি অন্য শাস্ত্রসমূহ যেমন বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের বিকাশ ঘটে, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে সেরকম হয়নি । এর অধিকাংশ পদ্যাবলী স্বয়ং গ্রন্থকর্তা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর বয়ানে প্রকাশ পায় । তার মধ্যে বিভিন্ন লীলায় বক্তা ও শ্রোতার উপস্থিতি বিদ্যমান, যেমন মহাপ্রভু ও রামানন্দ রায়ের মধ্যে আলোচনা, শ্রীল সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষা (সনাতন শিক্ষা), শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর শিক্ষা (রূপ শিক্ষা) প্রভৃতি । পাঠকদের সুবিধার্থে, যেসকল পদ্যগুলি কোন বক্তা তাঁর শ্রোতার প্রতি বলেছেন, সেসকল পদ্যগুলির বাংলা অনুবাদের শেষে তৃতীয় বন্ধনীর ভেতর সেগুলির বক্তা, শ্রোতা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁদের পটভূমিও প্রদান করা হয়েছে ।

সূচীপত্র

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২.১ ও ৩১.

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

আমি শ্রীগুরুদেবের পাদপদ্মে, এবং পরম্পরা ধারায় গুরুবর্গ, সমস্ত বৈষ্ণব, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, সগণ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ও শ্রীজীব গোস্বামী, অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু এবং পরিজন সহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু, শ্রীবাস ঠাকুর প্রমুখ ভক্তবৃন্দ সহিত ললিতা বিশাখাদি যুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

প্রথম অধ্যায়

মঙ্গলাচরণ

ষড়তত্ত্ব

চৈঃ চঃ আদি ১.১

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥

আমি দীক্ষা ও শিক্ষা ভেদে গুরুবর্গের, পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তবৃন্দের (শ্রীবাস আদি), পরমেশ্বর ভগবানের অবতারগণের (শ্রীঅদ্বৈত আচার্য আদি), পরমেশ্বর ভগবানের প্রকাশসমূহের (শ্রীনিত্যানন্দ আদি), পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিসমূহের (শ্রীগদাধর আদি) এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পরমেশ্বর ভগবানের বন্দনা করি ।

সূর্য ও চন্দ্রের উদয়

চৈঃ চঃ আদি ১.২

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে একই সময়ে অতি বিস্ময়করভাবে সূর্য ও চন্দ্রের মতো যাঁরা উদিত হয়েছেন, সেই পরম মঙ্গলপ্রদাতা এবং অজ্ঞান ও অন্ধকারনাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি ।

পরম সত্যের ত্রিবিধ প্রতীতি

চৈঃ চঃ আদি ১.৩

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

উপনিষদে যাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাঁর (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি । যোগশাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন, তিনিও তাঁরই (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশ-বৈভব । তত্ত্ববিচারে যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলা হয়, তিনিও স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্ন

স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছু নেই।

চৈতন্যাবতারের বাহ্য কারণ

চৈঃ চঃ আদি ১.৪

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

পূর্বে বহুকাল পর্যন্ত যা অর্পিত হয়নি এবং উন্নত ও উজ্জ্বল রসময়ী নিজের ভক্তিসম্পদ দান করার জন্য যিনি করুণাবশত কলিযুগে অবতীর্ণ হয়েছেন, যিনি স্বর্ণ থেকেও সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত, সেই শচীনন্দন শ্রীহরি সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হোন।

রাধা-কৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপ

চৈঃ চঃ আদি ১.৫

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-স্বরূপা; সুতরাং শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। এই জন্য শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন। শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি।

চৈতন্যাবতারের গুহ্য কারণ

চৈঃ চঃ আদি ১.৬

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥

শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কি রকম, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কি রকম এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখই বা কি রকম -এই সমস্ত বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন।

নিত্যানন্দ-বলরাম তত্ত্ব

চৈঃ চঃ আদি ১.৭

সঙ্কর্ষণঃ কারণতোয়শায়ী
গর্ভোদশায়ী চ পয়োব্ধিশায়ী ।
শেষশ্চ যস্যাংশকলাঃ স নিত্যা-
নন্দাখ্যরামঃ শরণং মমাস্তু ॥

সঙ্কর্ষণ, কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু ও অনন্তদেব যাঁর অংশ ও কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দ নামক বলরাম আমার আশ্রয় হোন ।

বৈকুণ্ঠলোকে সঙ্কর্ষণ

চৈঃ চঃ আদি ১.৮

মায়াতীতে ব্যাপিবৈকুণ্ঠলোকে
পূর্ণৈশ্বর্যে শ্রীচতুর্ব্যূহমধ্যে ।
রূপং যস্যোদ্ভাতি সঙ্কর্ষণাখ্যং
তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

মায়াতীত, সর্বব্যাপক বৈকুণ্ঠলোকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ —এই পূর্ণ ঐশ্বর্য সমন্বিত চতুর্ব্যূহের মধ্যে যিনি সঙ্কর্ষণরূপে বিরাজমান, সেই নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলরামের শ্রীচরণ-কমলে আমি প্রপত্তি করি ।

কারণোদকশায়ী বিষ্ণু

চৈঃ চঃ আদি ১.৯

মায়াভর্তাজাণ্ডসংঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শেতে সাক্ষাৎ কারণাম্ভোধিমধ্যে।
যস্যৈকাংশঃ শ্রীপুমানাদিদেব-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

ব্রহ্মাণ্ডসমূহের আশ্রয়রূপ এবং মায়াশক্তির অধীশ্বর কারণ-সমুদ্রে শায়িত আদিপুরুষ কারণোদকশায়ী বিষ্ণু যাঁর এক অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-রূপী বলরামের শ্রীচরণ-কমলে আমি প্রপত্তি করি।

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু

চৈঃ চঃ আদি ১.১০

যস্যাংশাংশঃ শ্রীল-গর্ভোদশায়ী
যন্নাভ্যব্জং লোকসংঘাতনালম্।
লোকস্রষ্টুঃ সূতিকাধামধাতু-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

যাঁর নাভিপদ্মের নাল লোকস্রষ্টা ব্রহ্মার সূতিকাধাম ও লোকসমূহের বিশ্রামস্থান, সেই গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু যাঁর অংশের অংশ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ-রামকে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু

চৈঃ চঃ আদি ১.১১

যস্যাংশাংশাংশঃ পরাত্মাখিলানাং
পোষ্টা বিষ্ণুর্ভাতি দুগ্ধাব্ধিশায়ী ।
ক্ষৌণীভর্তা যৎকলা সোঽপ্যনন্ত-
স্তং শ্রীনিত্যানন্দরামং প্রপদ্যে ॥

যাঁর অংশাতি-অংশের অংশ হচ্ছেন ক্ষীরসমুদ্রে শায়িত ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, সেই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজমান পরমাত্মা ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তা এবং পৃথিবী ধারণকারী শেষনাগ হচ্ছেন যাঁর কলা, সেই শ্রীনিত্যানন্দরূপী বলরামের শ্রীচরণ-কমলে আমি প্রপত্তি করি ।

অদ্বৈত তত্ত্ব

চৈঃ চঃ আদি ১.১২

মহাবিষ্ণুর্জগৎকর্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরঃ ॥

যে মহাবিষ্ণু মায়াশক্তির দ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা । শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ঈশ্বর তাঁরই অবতার ।

ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষক; ভক্তাবতার

চৈঃ চঃ আদি ১.১৩

অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্যং ভক্তিশংসনাৎ ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্যমাশ্রয়ে ॥

ভগবান শ্রীহরি থেকে অভিন্ন তত্ত্ব বলে তাঁর নাম অদ্বৈত এবং ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দেন বলে তিনি আচার্য নামে খ্যাত, সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি ।

পঞ্চতত্ত্ব

চৈঃ চঃ আদি ১.১৪

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥

ভক্তরূপ, ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্ত ও ভক্তশক্তি -এই পঞ্চতত্ত্বাত্মক শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতি নিবেদন করি ।

সম্বন্ধাধিদেব প্রণাম

চৈঃ চঃ আদি ১.১৫

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী
মৎসর্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥

আমি পঙ্গু ও মন্দমতি; যাঁরা আমার একমাত্র গতি, যাঁদের

পাদপদ্ম আমার সর্বস্বধন, সেই পরম কৃপালু রাধা-মদনমোহন জয়যুক্ত হোন।

অভিধেয়াধিদেব প্রণাম

চৈঃ চঃ আদি ১.১৬

দীব্যদ্‌বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদরত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্‌রাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি॥

জ্যোতির্ময় শোভাবিশিষ্ট বৃন্দাবনের অরণ্যে কল্পবৃক্ষতলে রত্ন-মন্দিরস্থ সিংহাসনের উপরে উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দ তাঁদের অন্তরঙ্গ পার্ষদবৃন্দ (সখীগণ) কর্তৃক সেবিত হচ্ছেন। আমি তাঁদের স্মরণ করি।

প্রয়োজনাধিদেব প্রণাম

চৈঃ চঃ আদি ১.১৭

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥

রাসনৃত্য রসের প্রবর্তক বংশীবট-তটস্থিত পরম সুন্দর শ্রীগোপীনাথ বেণুধ্বনি দ্বারা গোপীগণকে আকর্ষণ করেন। তিনি আমাদের মঙ্গল বিধান করুন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন

চৈঃ চঃ আদি ১.৯৬

তত্ত্ববস্তু—কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেমরূপ ।
নাম-সংকীর্তন—সর্ব আনন্দস্বরূপ ॥

পরম তত্ত্ববস্তু হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমজনিত ভক্তি লাভ হয় তাঁর দিব্য নাম-সংকীর্তন করার মাধ্যমে । আর এই নাম-সংকীর্তন হচ্ছে সমস্ত আনন্দের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আনন্দ ।

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৭৮

হয় ।'ভগবান্—'সম্বন্ধ', ভক্তি—'অভিধেয়
প্রেমা—'প্রয়োজন', বেদে তিনবস্তু কয় ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন —পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন 'সম্বন্ধ', ভগবদ্ভক্তি—'অভিধেয়', এবং ভগবৎ-প্রেম লাভ হল জীবনের পরম 'প্রয়োজন' । এই তিনটি তত্ত্ব বেদে বর্ণিত হয়েছে ।

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১২৫

অভিধেয়-নাম 'ভক্তি', 'প্রেম'—প্রয়োজন ।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥

কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ ভক্তিকে বলা হয় 'অভিধেয়' এবং কৃষ্ণ প্রাপ্তিতে 'প্রেম' নামে একটি বিচিত্র ব্যাপার রয়েছে, তার নাম 'প্রয়োজন'। প্রেম পুরুষার্থের শিরোমণি স্বরূপ একটি মহা সম্পদ। [সনাতন শিক্ষা]

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১৪৩

বেদশাস্ত্রে কহে সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি, প্রেম —তিন মহাধন ॥

বৈদিক শাস্ত্রে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন এই তিনটি বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে । সেখানে শ্রীকৃষ্ণকে পরম আকর্ষক, শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে পরম কর্তব্য এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমকে জীবনের পরম প্রয়োজন বলে বর্ণনা করা হয়েছে । তাই কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি এবং কৃষ্ণপ্রেম এই তিনটি মহা সম্পদ ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সম্বন্ধ তত্ত্ব

জীবের স্বরূপ

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১০৮

জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা-শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ' ॥

জীব তার স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। সে কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, তাই সে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণের ভেদ ও অভেদ প্রকাশ।

[সনাতন শিক্ষা]

জীবের দুঃখের মূল কারণ

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১১৭

কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জীব অনাদিকাল ধরে জড়া-প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই মায়া তাকে এই জড় জগতে নানা প্রকার দুঃখ প্রদান করছে। [সনাতন শিক্ষা]

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.২৪

'কৃষ্ণ-নিত্যদাস'—জীব তাহা ভুলি' গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥

'জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস'—এই সত্য বিস্মৃত হওয়াতেই মায়া জীবকে নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ ও বিমোহিত করে ত্রিগুণ শৃঙ্খলে গলদেশে আবদ্ধ করলেন। [সনাতন শিক্ষা]

পরিণতি

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১১৮

কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

এই জড় জগতে জীব কখনও স্বর্গলোকে উন্নীত হয়ে জাগতিক সুখ ভোগ করে এবং কখনও নরকে অধঃপতিত হয়ে দুঃখ ভোগ করে, ঠিক যেমন রাজা অপরাধীকে নদীর জলে চুবিয়ে এবং তারপর অল্পক্ষণের জন্য জল থেকে তুলে দণ্ডদান করেন।

[সনাতন শিক্ষা]

সমাধান

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১২০

সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য় ॥

কৃষ্ণ-বহির্মুখতা থেকেই যে জীবের পতন হয়, সেই কথা সাধু ও শাস্ত্রের কৃপায় জানা যায়; এবং তা জেনে যে জীব পুনরায় কৃষ্ণোন্মুখ হয়, সে নিস্তার লাভ করে এবং মায়া তাকে তার কবলমুক্ত করে। [সনাতন শিক্ষা]

ভগবানের অহৈতুকী কৃপা

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১২২

মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ ॥

মায়ার প্রভাবে আচ্ছন্ন বদ্ধ জীব তার নিজের চেষ্টায় কৃষ্ণস্মৃতি জাগরিত করতে পারে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে জীবকে বেদ এবং পুরাণ আদি শাস্ত্রগ্রন্থাবলী দান করেছেন।

[সনাতন শিক্ষা]

ভগবানের নাম ও ধাম

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১৫৫

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' পর নাম।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম ॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁর আর এক নাম 'গোবিন্দ' । তিনি সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ এবং গোলোক তাঁর নিত্যধাম। [সনাতন শিক্ষা]

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া অন্ধকার।

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৩১

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥

শ্রীকৃষ্ণকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং মায়াকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। সূর্যকিরণের প্রকাশ হলে যেমন আর সেখানে অন্ধকার থাকতে পারে না, তেমনই কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন মায়ার অন্ধকার তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে দূর হয়ে যায়। [সনাতন শিক্ষা]

কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.২৬৫

কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব সার।
ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব আর।।

কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ হচ্ছে, কৃষ্ণতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, ভগবৎ-প্রেমতত্ত্ব, ভাবতত্ত্ব, রসতত্ত্ব এবং ভগবানের লীলাতত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া।

ষট্‌তত্ত্ব

চৈঃ চঃ আদি ১.৩২

কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ।
কৃষ্ণ এই ছয়রূপে করেন বিলাস॥

শ্রীকৃষ্ণ, গুরুদেব, ভক্ত, শক্তি, অবতার ও অংশ-প্রকাশ,—এই ছয়টি রূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর লীলাবিলাস করেন। এই ছয়টি তত্ত্বই এক।

পঞ্চতত্ত্ব

চৈঃ চঃ আদি ৭.৫

পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ॥

পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু, কেন না চিন্ময় স্তরে সব কিছুই পরম। কিন্তু তাহলেও চিন্ময় স্তরে বৈচিত্র্য রয়েছে এবং এই চিৎ-বৈচিত্র্য আস্বাদন করার জন্য তার বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য নিরূপণ করতে হয়।

সাধ্য-সাধন তত্ত্ব

চৈঃ চঃ মধ্য ২০. ১০২-১০৩

(মহাপ্রভুর কাছে সনাতন গোস্বামীর প্রশ্ন)

'কে আমি', 'কেনে আমায় জারে তাপত্রয়'।
ইহা নাহি জানি—'কেমনে হিত হয়'।।
'সাধ্য'-'সাধন'-তত্ত্ব পুছিতে না জানি।
কৃপা করি' সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি ॥''

আমি কে ? কেন জড় জগতের তিনটি তাপ আমাকে নিরন্তর দুঃখ দেয়? আমি যদি তা না জানি, তাহলে কিভাবে আমার যথার্থ মঙ্গল সাধিত হবে। জীবনের চরম উদ্দেশ্য এবং তা সাধন করার পন্থা সম্বন্ধে যে কিভাবে প্রশ্ন করতে হয় তা আমি জানি না। কৃপা করে আপনি সেই সমস্ত তত্ত্ব আমাকে উপদেশ দিন।

সিদ্ধান্তের প্রয়োজন কি?

চৈঃ চঃ আদি ২.১১৭-১১৮

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হইতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥

চৈতন্য-মহিমা জানি এ সব সিদ্ধান্তে।
চিত্ত দৃঢ় হঞা লাগে মহিমা-জ্ঞান হৈতে ॥

আলস্যবশত পাঠক যেন এই সমস্ত সিদ্ধান্তের আলোচনা শ্রবণ করার ব্যাপারে কখনও অবহেলা না করে। কারণ, এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে মন সুদৃঢ়ভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠে। এই সমস্ত সিদ্ধান্ত অধ্যয়ন করার মাধ্যমে আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা জানতে পেরেছি। কেবলমাত্র তাঁর মহিমা জানার মাধ্যমে তাঁর প্রতি অনুরাগ আরও গভীর এবং দৃঢ় হয়।

ভক্তিসিদ্ধান্ত সমুদ্র

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.১

সঞ্চার্য রামাভিধ-ভক্তমেঘে
স্বভক্তিসিদ্ধান্তচয়ামৃতানি।
গৌরাব্ধিরেতৈরমুনা বিতীর্ণৈ-
স্তজ্জ্ব-রত্নালয়তাং প্রযাতি ॥

সিদ্ধান্তরূপ অমৃত-সমুদ্রের মতো শ্রীগৌরাঙ্গ রামানন্দ নামক ভক্ত মেঘে স্বভক্তি সিদ্ধান্তের অমৃত সঞ্চার করে তার দ্বারা বিস্তীর্ণ সেই ভক্তিসিদ্ধান্ত কর্তৃক পুনরায় স্বয়ং ভক্তিতত্ত্বজ্ঞতা-রূপ সমুদ্রতা লাভ করলেন।

- শ্রীগৌরাঙ্গ — ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ-রূপ সমুদ্র;
- রামানন্দ— মেঘ;
- ভক্তি সিদ্ধান্ত — অমৃত (জল)।

জড়-জগত—মনুষ্য জীবন

মনুষ্য জীবন ব্যর্থ

চৈঃ চঃ আদি ১৩.১২৩

পাইয়া মানুষ জন্ম, যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।
পাইয়া অমৃতধুনী, পিয়ে বিষগর্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥

মনুষ্যজন্ম পাওয়া সত্ত্বেও যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বন না করে, তার জন্ম ব্যর্থ হয় । অমৃতধুনী হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির অমৃতধারা । মনুষ্যজন্ম পাওয়া সত্ত্বেও সেই অমৃত পান না করে জড় সুখরূপ বিষগর্তের জল যে পান করে, তার পক্ষে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই, বরং তাঁর জন্য মরাই ভাল ।

ভাল ও মন্দের ধারণা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.১৭৬

'দ্বৈতে' ভদ্রাভদ্র-জ্ঞান, সব—'মনোধর্ম' ।
'এই ভাল, এই মন্দ',—এই সব 'ভ্রম' ॥

জড় জগতে, ভাল এবং মন্দের ধারণা, তা মনোধর্ম-প্রসূত । তাই 'এটি ভাল, এবং এটি মন্দ' এই ধারণাটি ভ্রান্ত ।

[সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

পরম সত্যের ত্রিবিধ প্রকাশ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছু নেই

চৈঃ চঃ আদি ১.৩ ও ২.৫

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ ॥

উপনিষদে যাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাঁর (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি । যোগশাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন, তিনিও তাঁরই (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশ-বৈভব । তত্ত্ববিচারে যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলা হয়, তিনিও স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ । এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছু নেই ।

চৈঃ চঃ আদি ২.১০

প্রকাশবিশেষে তেঁহ ধরে তিন নাম ।
ব্রহ্ম, পরমাত্মা আর স্বয়ং-ভগবান্ ॥

তাঁর বিভিন্ন প্রকাশ অনুসারে তিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান — এই তিন নামে পরিচিত হন ।

চৈঃ চঃ আদি ২.৬৫

অদ্বয়জ্ঞান তত্ত্ববস্তু কৃষ্ণের স্বরূপ ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—তিন তাঁর রূপ ॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এক ও অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব । তিনি নিজেকে ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান — এই তিনটি রূপে প্রকাশিত করেন ।

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১৫৭

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, — তিন সাধনের বশে ।

ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান, — ত্রিবিধ প্রকাশে ॥

“পরম তত্ত্বকে জানার তিনটি পন্থা হচ্ছে জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি। এই তিনটি পন্থার মাধ্যমে পরম-তত্ত্ব যথাক্রমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে উপলব্ধ হন ।” [সনাতন শিক্ষা]

পরমেশ্বর ভগবানের পরম পদ

সমস্ত জীবের পরম কারণ ও আশ্রয়

চৈঃ চঃ আদি ২.৩৭

পৃথ্বী যৈছে ঘটকুলের কারণ আশ্রয়।
জীবের নিদান তুমি, তুমি সর্বাশ্রয় ॥

পৃথিবী যেমন মাটি দিয়ে তৈরি সমস্ত পাত্রের মূল কারণ ও আশ্রয়, তুমিও হচ্ছ সমস্ত জীবের পরম কারণ ও আশ্রয়।

মূল-জগৎকারণ

চৈঃ চঃ আদি ৫.৬০-৬১

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল-জগৎকারণ।
প্রকৃতি—কারণ যৈছে অজাগলস্তন ॥

শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাবে প্রকৃতি গৌণ কারণ হয়, ঠিক যেমন অগ্নির শক্তির প্রভাবে লোহা আগুনের মতো হয়ে যায়। অতএব, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন জগৎ সৃষ্টির মূল কারণ। প্রকৃতি অনেকটা ছাগলের গলস্তনের মতো। কেন না তা থেকে কখনও দুধ পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণই সৃষ্টিকর্তা; মায়া কেবল সাহায্যকারী

চৈঃ চঃ আদি ৫.৬৩-৬৪

ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্তা—পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ—কর্তা, মায়া তাঁর করেন সহায়।
ঘটের কারণ—চক্র-দণ্ডাদি উপায়॥

মাটির তৈরি ঘটের কারণ যেমন কুম্ভকার, তেমনই জড় জগতের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন প্রথম পুরুষাবতার (কারণার্ণবশায়ী বিষ্ণু)। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা এবং মায়া কেবল সৃষ্টিকার্যে তাঁকে সাহায্য করেন, ঠিক যেমন কুম্ভকারের চক্র এবং অন্য সমস্ত যন্ত্র ঘট তৈরির ব্যাপারে কুম্ভকারকে সাহায্য করে।

ঈশ্বরের শক্তিতেই প্রকৃতির সৃষ্টি কার্য

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.২৬১

ঈশ্বরের শক্ত্যে সৃষ্টি করয়ে প্রকৃতি।
লৌহ যেন অগ্নিশক্ত্যে পায় দাহ-শক্তি।।

ঈশ্বরের শক্তির দ্বারা প্রকৃতি সৃষ্টি করে; ঠিক যেমন লোহার দাহিকা শক্তি নেই, কিন্তু অগ্নির প্রভাবে উত্তপ্ত হয়ে লোহা দাহিকা শক্তি লাভ করে। [সনাতন শিক্ষা]

ভগবানের বাক্য ত্রুটিহীন

চৈঃ চঃ আদি ৭.১০৭

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করণাপাটব, এই জড় ত্রুটিগুলি পরমেশ্বর ভগবানের বাক্যে থাকে না ।

ভগবানের অচিন্ত্যশক্তি

চৈঃ চঃ আদি ৭.১২৭

প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয় ।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥

চিন্তামণির মতো একটি প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি থাকতে পারে, তাহলে পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত্য–শক্তিতে বিশ্বাস না করার কি আছে?

স্বতন্ত্র এবং ইচ্ছাময়

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.২৯

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময় ।
জগৎ নাচাও, যারে যৈছে ইচ্ছা হয় ॥

হে প্রভু, তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর । তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করতে

পার। তোমার ইচ্ছা অনুসারে তুমি সারা জগতকে নাচাও।

কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য গুণাবলী

সমস্ত অবতারের অবতারী

চৈঃ চঃ আদি ২.৭০

অবতার সব—পুরুষের কলা, অংশ।
স্বয়ং-ভগবান্ কৃষ্ণ সর্ব-অবতংস॥

ভগবানের সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন পুরুষাবতারদের অংশ ও কলা, কিন্তু আদি পুরুষ হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি স্বয়ং ভগবান এবং সমস্ত অবতারের অবতারী।

চৈঃ চঃ আদি ৫.৪

সর্ব-অবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত অবতারের অবতারী। শ্রীবলরাম হচ্ছেন তাঁর দ্বিতীয় দেহ।

সবকিছুর আশ্রয় ও পরম ধাম

চৈঃ চঃ আদি ২.৯৪

কৃষ্ণ এক সর্বাশ্রয়, কৃষ্ণ সর্বধাম।
কৃষ্ণের শরীরে সর্ব-বিশ্বের বিশ্রাম ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সবকিছুর আশ্রয় ও পরম ধাম। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁর শরীরে বিশ্রাম করে।

চৈঃ চঃ আদি ২.১০৬

স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ, কৃষ্ণ সর্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রে কয় ॥

এইভাবেই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদিপুরুষ স্বয়ং ভগবান এবং সব কিছুর পরম আশ্রয়। সমস্ত শাস্ত্রে তাঁকে পরম ঈশ্বর বলে স্বীকার করা হয়েছে।

অনন্তশেষও কৃষ্ণগুণগান করে অন্ত পান না

চৈঃ চঃ আদি ৫.১২০-১২১

সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গা'ন, অন্ত নাহি পা'ন ॥

সেই অনন্তশেষ হচ্ছেন ভগবানের ভক্ত-অবতার। ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না। সহস্র বদনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন, কিন্তু এভাবেই নিরন্তর কীর্তন করেও তিনি ভগবানের মহিমার অন্ত পান না ।

কৃষ্ণের অবতরণের সময় সমস্ত অংশ তাঁর মধ্যে মিলিত হন

চৈঃ চঃ আদি ৫. ১৩১

কৃষ্ণ যবে অবতরে সর্বাংশ-আশ্রয় ।
সর্বাংশ আসি' তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥

সমস্ত অংশের আশ্রয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতরণ করেন, তখন তাঁর সমস্ত অংশ তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন ।

একলে ঈশ্বর

চৈঃ চঃ আদি ৫.১৪২

একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য ।
যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে করে নৃত্য ॥

একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর এবং অন্য সকলেই তাঁর সেবক । তিনি যেভাবে নির্দেশ দেন, তাঁরা সেভাবেই নৃত্য করেন।

সমস্ত রসের উৎস

চৈঃ চঃ আদি ৭.৭

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর ।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর ॥

সমস্ত রসের উৎস শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান । তিনি অদ্বিতীয়, অর্থাৎ কেউই তাঁর থেকে মহৎ নয় অথবা সমকক্ষও নয়, কিন্তু তবুও তিনি নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে আবির্ভূত হন ।

সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৪৭

ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ,—শাস্ত্রের প্রমাণ ॥

'ব্রহ্ম' শব্দে পূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানকে নির্দেশ করা হয়, তিনি হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ । এইটি সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের প্রমাণ ।

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.১৩৪-১৩৫

পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান ।
সর্ব-অবতারী, সর্ব কারণ প্রধান ।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ, আর অনন্ত অবতার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহাঁ—সবার আধার ॥

রামানন্দ রায় তখন কৃষ্ণতত্ত্ব বর্ণনা করতে শুরু করলেন ।

তিনি বললেন—“শ্রীকৃষ্ণ, পরম ঈশ্বর, স্বয়ং ভগবান। তিনি সর্ব অবতারের অবতারী এবং সর্ব কারণের পরম কারণ। অনন্ত বৈকুণ্ঠ, অনন্ত অবতার এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ।” *[মহাপ্রভুর প্রতি রামানন্দ রায়]*

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তের রামভক্তি পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে রামভজন পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভজন করতে বললেন। তিনি তখন কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করে মুরারি গুপ্তের কাছে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি বললেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১৩৯

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়।
বিশুদ্ধ-নির্মল-প্রেম, সর্বরসময়॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান—সকলের অংশী, সবকিছুর আশ্রয়, এবং তাঁর প্রতি প্রেম বিশুদ্ধ নির্মল ও সর্ব রসময়।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১৪০

সকল-সদ্‌গুণবৃন্দ-রত্ন-রত্নাকর।
বিদগ্ধ, চতুর, ধীর, রসিক-শেখর॥

তিনি সমস্ত অপ্রাকৃত গুণের আধার, তিনি সমস্ত রত্নের আকর, তিনি বিদগ্ধ, চতুর, ধীর এবং রসিক-শেখর।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১৪১

মধুর-চরিত্র কৃষ্ণের মধুর-বিলাস।
চাতুর্য-বৈদগ্ধ্য করে যাঁর লীলারস॥

তাঁর চরিত্র অত্যন্ত মধুর এবং তাঁর লীলা-বিলাস অত্যন্ত মধুর। তাঁর চাতুর্য এবং বৈদগ্ধের দ্বারা তিনি তাঁর লীলারস আস্বাদন করেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১৪২

সেই কৃষ্ণ ভজ তুমি, হও কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ বিনা অন্য-উপাসনা মনে নাহি লয়॥

তুমি সেই কৃষ্ণের ভজনা কর এবং সেই কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য আর কারোর উপাসনায় মন লাগে না।

সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১৪৬

মুখ্য-গৌণ-বৃত্তি, কিংবা অন্বয়-ব্যতিরেকে।
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে॥

মুখ্য অথবা গৌণ বৃত্তি অনুসারে, কিংবা অন্বয় অথবা ব্যতিরেক দর্শনে শ্রীকৃষ্ণকেই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। [সনাতন শিক্ষা]

পরমেশ্বর ভগবানের নাম ও ধাম

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১৫৫

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, 'গোবিন্দ' পর নাম।
সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ যাঁর গোলোক—নিত্যধাম॥

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, তাঁর আর এক নাম 'গোবিন্দ'। তিনি সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ এবং গোলোক তাঁর নিত্যধাম। [সনাতন শিক্ষা]

পুরুষাবতারদেরও অধীশ্বর

চৈঃ চঃ মধ্য ২১.৩৯-৪০

মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকস্বামী।
এই তিন—স্থূল-সূক্ষ্ম-সর্ব-অন্তর্যামী॥
এই তিন—সর্বাশ্রয়, জগৎ-ঈশ্বর।
এহো সব কলা-অংশ, কৃষ্ণ—অধীশ্বর॥

মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ এবং ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু হচ্ছেন স্থূল ও সূক্ষ্ম সবকিছুর অন্তর্যামী। মহাবিষ্ণু, পদ্মনাভ, ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু যদিও সমগ্র জগতের আশ্রয় এবং নিয়ন্তা, তথাপি তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের অংশ কলা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সকলেরও অধীশ্বর।

[সনাতন শিক্ষা]

নরলীলাই সর্বোত্তম

চৈঃ চঃ মধ্য ২১.১০১

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ ॥

শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলার মধ্যে তাঁর নরলীলা সর্বোত্তম। তাঁর নরবপু তাঁর স্বরূপ। এই রূপে তিনি একজন গোপবালক। তাঁর হাতে বংশী, তিনি নবকিশোর ও নটবর, এই সবই তাঁর নরলীলার অনুরূপ। [সনাতন শিক্ষা]

শ্রীচৈতন্যই শ্রীকৃষ্ণ

চৈঃ চঃ আদি ২.৯

'নন্দসুত' বলি' যাঁরে ভাগবতে গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্যগোসাঞি ॥

নন্দ মহারাজের পুত্ররূপে শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁর বর্ণনা করা হয়েছে সেই শ্রীকৃষ্ণ এখন শ্রীচৈতন্য (মহাপ্রভু) গোঁসাইরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

চৈঃ চঃ আদি ২.২২

সেইত' গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই ॥

সেই গোবিন্দ স্বয়ং চৈতন্য গোসাঞিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর মতো এমন দয়ালু আর কেউ নেই।

চৈঃ চঃ আদি ৪.২২২

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ব্রজেন্দ্রকুমার।
রসময়-মূর্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রকুমার শ্রীকৃষ্ণ, যিনি হচ্ছেন সমস্ত রসের মূর্ত প্রকাশ। তিনি হচ্ছেন শৃঙ্গার রসের মূর্ত বিগ্রহ।

চৈঃ চঃ আদি ৪.২৭১-২৭২

পিতামাতা, গুরুগণ, আগে অবতারি' ।
রাধিকার ভাব-বর্ণ অঙ্গীকার করি' ॥
নবদ্বীপে শচীগর্ভ-শুদ্ধদুগ্ধসিন্ধু ।
তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাঁর পিতা-মাতা ও গুরুজনদের অবতরণ করালেন। তার পরে শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব ও অঙ্গকান্তি অবলম্বন করে তিনি নিজে শচীমাতার গর্ভরূপ শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু থেকে পূর্ণচন্দ্রের মতো নবদ্বীপে প্রকাশিত হলেন ।

চৈঃ চঃ আদি ৫.৬

সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ।
সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥

সেই আদিপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র রূপে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে শ্রীবলরাম আবির্ভূত হয়েছেন ।

চৈঃ চঃ আদি ৬.৮৩-৮৪

এক কৃষ্ণ—সর্বসেব্য, জগৎ-ঈশ্বর ।
আর যত সব,—তাঁর সেবকানুচর ॥
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ—চৈতন্য-ঈশ্বর ।
অতএব আর সব,—তাঁহার কিঙ্কর ॥

শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত জগতের একমাত্র ঈশ্বর, তিনি সকলের সেব্য। বাস্তবিকপক্ষে, অন্য সকলেই তাঁর দাসানুদাস। সেই কৃষ্ণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। অতএব আর সকলেই তাঁর কিঙ্কর।

চৈঃ চঃ আদি ৭.৯

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে তাঁর নিত্য পার্ষদদের সঙ্গে নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর পার্ষদগণও তারই মতো মহিমান্বিত।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.৫

জয় গৌরদেহ কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ।
কৃপা করি' দেহ' প্রভু, নিজ-পদ-দান ॥

গৌরদেহ অবলম্বনকারী স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জয়! হে প্রভু, কৃপা করে আপনি আমাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় দান করুন।

চৈঃ চঃ আদি ৮.৯

কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥

যদি কেউ শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান বলে না মানে, তবে সে একটি দৈত্য । তেমনই, যে শ্রীচৈতন্যদেবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলে মানতে না চায়, তাকেও একটি দৈত্য বলেই জানতে হবে ।

কার্যই কারণের পরিচয়

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.২৭৯-২৮০

লোহাকে যাবৎ স্পর্শি' হেম নাহি করে ।
তাবৎ স্পর্শমণি কেহ চিনিতে না পারে ।।
ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দেখি সর্বজন ।
প্রভুকে জানিল — 'সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন' ।।

স্পর্শমণি যতক্ষণ পর্যন্ত না তার স্পর্শের প্রভাবে লোহাকে সোনায় পরিণত করে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ স্পর্শমণিকে চিনতে পারে না । সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা দর্শন করে সকলেই বুঝতে পারলেন যে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ।

চৈতন্য মহাপ্রভু —স্পর্শমণি; সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতা লাভ —লোহার সোনাতে রুপান্তরিত হওয়া ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া

বিচার করুন

চৈঃ চঃ আদি ৮.১৫

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥

তুমি যদি সত্যি সত্যি যুক্তি তর্কের প্রতি আসক্ত হও, তা হলে দয়া করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দয়ার কথা বিচার কর। তা বিচার করলে দেখবে যে, তা কি অপূর্ব দয়া এবং তার ফলে তোমার চিত্ত চমৎকৃত হবে।

শ্রীচৈতন্য দয়ার বৈশিষ্ট্য

চৈঃ চঃ মধ্য ১০.১১৯ + (শ্রী চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৮.১০)

হেলোদ্ধূনিত-খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীলদামোদয়া
শাম্যচ্ছাস্ত্রবিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মাদয়া।
শশ্বদ্ভক্তিবিনোদয়া স-মদয়া মাধুর্যমর্যাদয়া
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

"হে দয়ার সমুদ্র, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু! যা সমস্ত জড় অনুতাপ হেলায় দূর করে, যার প্রভাবে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যার উদয়ে সমস্ত শাস্ত্র-বিবাদ শেষ হয়, যা রসোবর্ষণ দ্বারা চিত্তে উন্মত্ততা বিধান করে, যা ভগবদ্ভক্তি উদ্দীপ্ত করে, মাধুর্য-মর্যাদার

দ্বারা আপনার সেই পরম মঙ্গলময় দয়া আমার প্রতি উদিত হোক।” [পুরীধামে আগমনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে শরণাগতি করে স্বরূপ দামোদরের উক্তি]

অনভিজ্ঞ শিশুর সিদ্ধান্ত-সাগর অতিক্রম

চৈঃ চঃ আদি ২.১

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে বালোঽপি যদনুগ্রহাৎ ।
তরেন্নানামতগ্রাহব্যাপ্তং সিদ্ধান্তসাগরম্ ॥

আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি, যাঁরা কৃপার প্রভাবে এমন কি অনভিজ্ঞ শিশুও বিবিধ মতবাদরূপী কুমীরে পরিপূর্ণ সিদ্ধান্ত-সাগর অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে ।

অবোধ শিশুরও শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয়

চৈঃ চঃ আদি ৪.১

শ্রীচৈতন্যপ্রসাদেন তদ্রূপস্য বিনির্ণয়ম্ ।
বালোঽপি কুরুতে শাস্ত্রং দৃষ্ট্বা ব্রজবিলাসিনঃ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় একটি অবোধ শিশুও শাস্ত্রীয় দর্শন অনুসারে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বস্বরূপ নির্ণয় করতে পারে ।

ব্রহ্মা আদি দেবতারাও সীমা খুঁজে পান না

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.৭৬

চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মাদি দেব যার নাহি পায় সীমা॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অহৈতুকী কৃপার এমনই মহিমা, ব্রহ্মা আদি দেবতারাও যাঁর সীমা খুঁজে পান না।

[শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র পুরীদাসের বয়স ছিল মাত্র সাত এবং তখনও তাঁর অধ্যয়ন শুরু হয়নি। মহাপ্রভু একদিন তাঁকে বললেন, "পড়, পুরীদাস।" তৎক্ষণাৎ সেই বালক পুরীদাস একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করলেন, যা শুনে উপস্থিত সকলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। এই হচ্ছে চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার মহিমা।]

কুকুরও অনায়াসে মহাসাগর সাঁতার কেটে পার হতে পারে

চৈঃ চঃ আদি ৯.১

তং শ্রীমৎকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বন্দে জগদ্গুরুম্ ।
যস্যানুকম্পয়া শ্বাপি মহাব্ধিং সন্তরেৎ সুখম্॥

যাঁর কৃপা লাভ করে একটি কুকুরও অনায়াসে মহাসাগর সাঁতার কেটে পার হতে পারে, সেই জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

অভূতপূর্ব দান

চৈঃ চঃ মধ্য ২৩.১

চিরাদদত্তং নিজ-গুপ্তবিত্তং
স্বপ্রেম-নামামৃতমত্যুদারঃ ।
আপামরং যো বিততার গৌরঃ
কৃষ্ণো জনেভ্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

তাঁর প্রেম-নাম অমৃত-রূপ গুপ্ত বিত্ত, যা এর আগে আর কাউকে দেওয়া হয়নি, তাই অতি উদার স্বভাব যে গৌরসুন্দর সবচাইতে নিম্নস্তরের মানুষদের পর্যন্ত বিতরণ করেছিলেন, তাঁকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি ।

কৃপা-রজ্জুর দ্বারা গৃহান্ধকুপ থেকে রঘুনাথ দাসকে উদ্ধার

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.১

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপা
দুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্ ।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥

যিনি কৃপারূপ রজ্জুর দ্বারা গৃহান্ধকূপ থেকে কৌশলে রঘুনাথ দাসকে উদ্ধার করে স্বরূপ দামোদরের কাছে অর্পণ করে তাকে অন্তরঙ্গ ভক্ত করেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে

আমি প্রপন্ন হই।

জগতের প্রতি সদয় হয়েই গৌর-নিতাইয়ের অবির্ভাব

চৈঃ চঃ আদি ১.৮৫-৮৬, ১০২

ব্রজে যে বিহরে পূর্বে কৃষ্ণ-বলরাম।
কোটি সূর্যচন্দ্র জিনি দোঁহার নিজ ধাম॥
সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়।
গৌড়দেশে পূর্ব-শৈলে করিলা উদয়॥
এই চন্দ্র সূর্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয়॥

শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম, যাঁরা পূর্বে বৃন্দাবনে লীলাবিলাস করেছিলেন এবং যাঁদের ধাম কোটি কোটি সূর্য এবং চন্দ্রের থেকেও উজ্জ্বল, তাঁরা এই জগতের প্রতি সদয় হয়ে গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছেন। এই দুই সূর্য ও চন্দ্র জগতের মানুষের প্রতি অত্যন্ত সদয়। সকলের মঙ্গলের জন্য তাঁরা গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে উদিত হয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য দয়ার জন্য বিনম্র নিবেদন

চৈঃ চঃ মধ্য ১.২০১-২০২

সত্য এক বাত কহোঁ, শুন, দয়াময়।
মো-বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয়॥

মোরে দয়া করি’ কর স্বদয়া সফল ।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥

হে দয়াময়! একটি সত্য কথা আমরা বলছি, দয়া করে তুমি তা শ্রবণ কর। আমরা ছাড়া এই জগতে আর দয়ার পাত্র কেউ নেই। আমরা সব চাইতে অধঃপতিত; তাই আমাদের দয়া করে তুমি তোমার দয়া সফল কর । সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার দয়ার বল দর্শন করুক ।

[রামকেলীতে মহাপ্রভুর সাথে রূপ-সনাতনের প্রথম সাক্ষাৎ]

কুষ্ঠরোগী বাসুদেব বিপ্রের প্রতি দয়া

চৈঃ চঃ মধ্য ৭.১

ধন্যং তং নৌমি চৈতন্যং বাসুদেবং দয়ার্দ্রঃধী ।
নষ্টকুষ্ঠং রূপপুষ্টং ভক্তিতুষ্টং চকার যঃ ॥

যিনি অত্যন্ত দয়াপরবশ হয়ে ‘বাসুদেব’ নামক ভক্তকে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত করে সুন্দররূপে পুষ্ট করে ভক্তিতুষ্ট করেছিলেন, সেই মহা যশস্বী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি প্রণতি নিবেদন করি ।

শ্রীচৈতন্য দয়া-গুণ – জীবে অনুপস্থিত

চৈঃ চঃ মধ্য ৭. ১৪৪-১৪৫

বহু স্তুতি করি’ কহে, – শুন, দয়াময় ।
জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতে এই হয় ॥

মোরে দেখি’ মোর গন্ধে পলায় পামর ।
হেন-মোরে স্পর্শ’ তুমি, স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥

বাসুদেব বিপ্র বললেন– “হে দয়াময়, জীবের এই গুণ থাকা সম্ভব নয় । এই গুণ কেবল তোমার মধ্যেই দেখা যায় । আমাকে দেখে আমার শরীরের দুর্গন্ধে অত্যন্ত পাপী মানুষেরা পর্যন্ত পালিয়ে যায়। আর তুমি আমাকে স্পর্শ করলে । এমনই স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবানের কার্যকলাপ ।”

গৌরকৃপা বলেই গৌরলীলা বর্ণন সম্ভব

চৈঃ চঃ আদি ১৩.১

স প্রসীদতু চৈতন্যদেবো যস্য প্রসাদতঃ ।
তল্লীলাবর্ণনে যোগ্যঃ সদ্যঃ স্যাদধমোঽপ্যয়ম্ ॥

যাঁরা কৃপার প্রভাবে অত্যন্ত অধঃপতিত জনও তাঁর লীলা বর্ণনে সমর্থ হয়, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা আমি প্রার্থনা করি ।

মহানদীর ন্যায় সমগ্র বিশ্বকে প্লাবনকারী গৌরকৃপা

চৈঃ চঃ আদি ১৬.১

কৃপাসুধা-সরিদ্যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি ।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥

যাঁর অমৃতময় করুণা এক মহানদীর মতো সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত

করেছে এবং নদীর মতো নিম্নগামী হয়ে যাঁর করুণা দরিদ্র ও অধঃপতিতদের প্রতি বিশেষভাবে প্রসারিত হয়েছে, আমি সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভজনা করি ।

মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ের প্রভাব

চৈঃ চঃ আদি ৩.১

শ্রীচৈতন্যপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্যতঃ ।
সংগৃহ্ণাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীন্ ॥

আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি । তাঁর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ের প্রভাবে একজন মূর্খও শাস্ত্ররূপ আকর থেকে পরমতত্ত্বের সিদ্ধান্তরূপ অত্যন্ত মূল্যবান মণি-রত্নসমূহ সংগ্রহ করতে পারে ।

গৌর কৃপার ফল – যবনদেরও সচ্চরিত্র লাভ

চৈঃ চঃ আদি ১৭.১

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥

যাঁর প্রসাদে যবনেরাও সচ্চরিত্র হয়ে কৃষ্ণনাম জপ করে, সেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অলৌকিক লীলাপরায়ণ শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি ।

গৌর কৃপার ফল –
নীচ ব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তক হতে পারেন

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১

বন্দেঽনন্তাদ্ভুতৈশ্বর্যং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুম্ ।
নীচোঽপি যৎপ্রসাদাৎ স্যাদ্ভক্তিশাস্ত্রপ্রবর্তকঃ॥

যাঁর প্রসাদে নীচ ব্যক্তিও ভক্তিশাস্ত্র প্রবর্তক হতে পারেন, সেই অনন্ত অদ্ভুত ঐশ্বর্য বিশিষ্ট শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি ।

গৌর কৃপার ফল –
কলিকালেও অতিগূঢ় ভক্তির প্রকাশ

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.১

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্ ।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥

যাঁর দ্বারা কলিকালেও অতিগূঢ় ভক্তি প্রকাশিত হয়েছে, সেই করুণার্ণব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ।

গৌর কৃপার ফল –
পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন, মূকের শাস্ত্র-আবৃত্তি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১.১

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্তয়েচ্ছ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

যাঁর কৃপা পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করতে শক্তি দেয় এবং মূককে শ্রুতি শাস্ত্র আবৃত্তি করার যোগ্যতা প্রদান করে, সেই ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ।

চৈঃ চঃ মধ্য ১.১

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥

অজ্ঞ ব্যক্তিও যাঁর প্রসাদে অচিরেই সর্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমার উপর তাঁর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করুন।

নির্বিচারে প্রেমদান

চৈঃ চঃ আদি ৭.২৩

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান ।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥

ভগবৎ-প্রেম বিতরণ করার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদেরা কে যোগ্য কে অযোগ্য সেই কথা বিচার না করে, স্থান-অস্থানের বিচার না করে, যেখানে যাকে পেয়েছেন, তাঁকেই ভগবৎ-প্রেম দান করেছেন ।

চৈঃ চঃ আদি ৯.২৯

মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র ।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র ॥

কে তা চাইল আর কে চাইল না, কে তা গ্রহণে সমর্থ বা অসমর্থ, সে সমস্ত বিবেচনা না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিবৃক্ষের ফল বিতরণ করলেন ।

দৃষ্টান্ত–

চৈঃ চঃ আদি ৮.২০

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা ।
জগাই মাধাই পর্যন্ত – অন্যের কা কথা ॥

এই কৃষ্ণপ্রেম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেখানে সেখানে দান করেছেন। এমন কি জগাই-মাধাইয়ের মতো সব চাইতে অধঃপতিত মানুষদেরও তিনি তা দান করেছেন । সুতরাং যারা পুণ্যবান এবং পারমার্থিক মার্গে নিষ্ঠাপরায়ণ, তাদের কথা আর কি বলব ?

এই প্রেম-মহাজাল কে এড়াতে পারে ?

চৈঃ চঃ আদি ৭.৩৭

অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে ।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সকলের অপরাধ ক্ষমা করলেন এবং তারা সকলে ভগবৎ প্রেমামৃতের সমুদ্রে নিমজ্জিত হল । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অভিনব প্রেমরূপী জাল কে এড়াতে পারে ?

আর কোন নিস্তার নেই

চৈঃ চঃ আদি ৮.৩২

স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র পরমেশ্বর ভগবান, তিনি অত্যন্ত উদার। তাঁর ভজনা না করলে উদ্ধার পাওয়া যায় না।

দাতা-শিরোমণি

চৈঃ চঃ মধ্য ২.৮১

আপনে করি' আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে,
প্রেমচিন্তামণির প্রভু ধনী।
নাহি জানে স্থানাস্থান, যারে তারে কৈল দান,
মহাপ্রভু – দাতা-শিরোমণি॥

স্বয়ং সেই ভগবৎ-প্রেম আস্বাদন করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তদের সেই পন্থা শিক্ষাদান করলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন ভগবৎ-প্রেমরূপ চিন্তামণি-ধনে ধনী মহাবদান্য অবতার। যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাকে তাকে সেই সম্পদ দান করেছেন। তাই তিনি হচ্ছেন দাতা-শিরোমণি।

এমন দয়ালু অবতার, এমন দাতা আর নেই

চৈঃ চঃ মধ্য ২.৮২

এই গুপ্ত ভাব-সিন্ধু, ব্রহ্মা না পায় এক বিন্দু,
হেন ধন বিলাইল সংসারে ।
ঐছে দয়ালু অবতার, ঐছে দাতা নাহি আর,
গুণ কেহ নারে বর্ণিবারে ॥

ব্রহ্মা পর্যন্ত এই গুপ্ত ভাব-সমুদ্রের এক বিন্দুও আস্বাদন করতে পারেন না, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই সম্পদ সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করেছেন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে দয়ালু অবতার আর নেই। এমন দাতাও নেই। তাঁর অপ্রাকৃত গুণাবলীর বর্ণনা কে করতে পারে?

গৌরভক্তের সঙ্গলাভ – গৌর কৃপারই প্রভাব

চৈঃ চঃ মধ্য ২.৮৩

কহিলে কেহ না বুঝয়ে, কহিবার কথা নহে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ ।
চৈতন্যের কৃপা যাঁরে, সেই সে বুঝিতে পারে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥

এটি সর্বসমক্ষে বলার মতো কথা নয়, কেন না তা বলা হলেও কেউ তা বুঝতে পারবে না। এমনই অদ্ভুত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা। যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর দাসানুদাসের সঙ্গ

লাভ করেছেন, তিনি এই তত্ত্ব বুঝতে পারেন।

দূর থেকেও দর্শন করলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬.১২১

এমন কৃপালু নাহি শুনি ত্রিভুবনে।
কৃষ্ণপ্রেমা হয় যাঁর দূর দরশনে॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো এমন কৃপালু কারও কথা আমরা ত্রিভুবনে শুনিনি, দূর থেকেও যাঁকে দর্শন করলে এইভাবে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।
[বৃন্দাবন যাত্রাকালে চিত্রপলা নদীর তীরে মহাপ্রভুর দর্শনে লোকসকলের কৃষ্ণপ্রেম লাভ]

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.২৬৮

শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥

ত্রিজগতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো কৃপালু, বদান্য এবং ভক্তবৎসল আর কেউ নেই।

দণ্ডের মাধ্যমে কৃপা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২.১৪৩

মহাপ্রভু – কৃপাসিন্ধু, কে পারে বুঝিতে ?
প্রিয় ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম বুঝাইতে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করুণার সিন্ধু । তাঁকে কে বুঝতে পারে ? তাঁর প্রিয় ভক্তকে দণ্ড দান করে তিনি জনসাধারণকে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন ।

চৈতন্যাবতারে প্রেমামৃত বন্যা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.২৫৪-২৫৫

চৈতন্যাবতারে বহে প্রেমামৃত-বন্যা ।
সব জীব প্রেমে ভাসে, পৃথিবী হৈল ধন্যা ॥
এ-বন্যায় যে না ভাসে, সেই জীব ছার ।
কোটিকল্পে কভু তার নাহিক নিস্তার ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতরণের ফলে এই জগতে কৃষ্ণপ্রেম রূপ অমৃতের প্লাবন বইল, সেই প্রেমবন্যায় সমস্ত জীব ভাসতে লাগল এবং সারা পৃথিবী ধন্য হল । এই বন্যায় যে না ভাসে সে অত্যন্ত দুর্ভাগা । কোটি কল্পেও তার নিস্তার হবে না ।

[হরিদাস ঠাকুরের প্রতি মায়াদেবী]

ভক্তের অনুগ্রহকারক

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০.১

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥

ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত যেকোন বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহকারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি ।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তির লক্ষণ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.৪১

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইহাঁরে ।
চৈতন্যচন্দ্রের 'বাতুল' কে রাখিতে পারে?

এর প্রতি চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হয়েছে । চৈতন্যচন্দ্রের প্রেমে যে পাগল হয়েছে, তাকে কে ধরে রাখতে পারে ?

[রঘুনাথ দাস গোস্বামী সম্পর্কে তাঁর পিতা]

অদ্ভুত-দয়ালু – অদ্ভুত-বদান্য

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭.৬৮

অদ্ভুত-দয়ালু চৈতন্য – অদ্ভুত-বদান্য !
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে নাহি শুনি অন্য ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অদ্ভুত দয়ালু এবং অদ্ভুত বদান্য । তাঁর মতো দয়ালু দাতার কথা এই জগতে আমরা আর কখনও শুনিনি ।

কৃপাচক্র

চৈঃ চঃ মধ্য ৯.১

নানামতগ্রাহগ্রস্তান্ দাক্ষিণাত্যজনদ্বিপান্ ।
কৃপারিণা বিমুচ্যৈতান্ গৌরশ্চক্রে স বৈষ্ণবান্ ॥

বৌদ্ধ, জৈন, মায়াবাদ আদি বহুবিধ মতরূপ কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত গজেন্দ্ররূপ দাক্ষিণাত্যবাসীদের তাঁর কৃপাচক্র দ্বারা উদ্ধার করে শ্রীগৌরচন্দ্র তাদের বৈষ্ণবে পরিণত করেছিলেন ।

কুমীর—বৌদ্ধ, জৈন, মায়াবাদ আদি বহুবিধ মত; গজেন্দ্র—দাক্ষিণাত্যবাসী; চক্র—শ্রীগৌরচন্দ্রের কৃপা

অগতির গতি, পরমার্থহীন ব্যক্তির মহৎ-অর্থসাধক

চৈঃ চঃ আদি ৭.১

অগত্যেকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্ ।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥

অগতি বা অকিঞ্চনের গতি, পরমার্থহীন ব্যক্তির মহৎ-অর্থসাধক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে প্রণতি নিবেদন করে, তাঁর প্রেমভক্তির বদান্যতা বর্ণনা করছি।

শ্রীচৈতন্য স্মরণপ্রভাব

চৈঃ চঃ আদি ১৪.১

**কথঞ্চন স্মৃতে যস্মিন্ দুষ্করং সুকরং ভবেৎ ।
বিস্মৃতে বিপরীতং স্যাৎ শ্রীচৈতন্যং নমামি তম্ ॥**

যাঁকে কোন না কোনভাবে স্মরণ করলে অত্যন্ত কঠিন কাজও সহজসাধ্য হয় এবং যাঁকে ভুলে গেলে ঠিক তার উল্টো হয়, অর্থাৎ অত্যন্ত সহজ কাজও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি ।

চৈতন্যচরণে পুষ্প অর্পণের ফল

চৈঃ চঃ আদি ১৫.১

**কুমনাঃ সুমনস্তং হি যাতি যস্য পদাব্জয়োঃ ।
সুমনোঽর্পণমাত্রেণ তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥**

যাঁর পাদপদ্মের সুমনঃ (চামেলি বা মালতী ফুল) অর্পণ করা মাত্র জড় ইন্দ্রিয়তর্পণ পরায়ণ ঘোর বিষয়ীও ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি ভজনা করি ।

বিচ্ছেদরূপী অনাবৃষ্টি থেকে দর্শনরূপ বর্ষণদ্বারা উদ্ধার

চৈঃ চঃ মধ্য ১০.১

**তং বন্দে গৌরজলদং স্বস্য যো দর্শনামৃতৈঃ ।
বিচ্ছেদাবগ্রহম্লান-ভক্তশস্যান্যজীবয়ৎ ॥**

যিনি তাঁর দর্শনরূপ অমৃত বর্ষণ করে বিচ্ছেদরূপ অনাবৃষ্টিজনিত মলিন ভক্ত-শস্যদের জীবন দান করেছিলেন, সেই গৌররূপ মেঘকে আমি বন্দনা করি ।

অনাবৃষ্টি—গৌর-বিরহ; বর্ষণ—গৌর-দর্শন; শস্য—বিরহ-কাতর ভক্তগণ; মেঘ—শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

চৈতন্য-বৈদ্য

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.১

বৈগুণ্যকীটকলিতঃ পৈশুন্য-ব্রণপীড়িতঃ ।
দৈন্যার্ণবে নিমগ্নোঽহং চৈতন্য-বৈদ্যমাশ্রয়ে ॥

জড় কার্যকলাপ-রূপ কীটের দ্বারা দংশিত, হিংসারূপ ব্রণের দ্বারা পীড়িত এবং দৈন্য সমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে আমি চৈতন্যরূপ বৈদ্যকে আশ্রয় করি ।

কৃষ্ণকৃপা

নিষ্কপট দয়া লাভের যোগ্যতা – নিষ্কপট আশ্রয়

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.২৩২

আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয় ।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হৈলা সদয় ।।

আজ তুমি নিষ্কপটে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছ, এবং কৃষ্ণ আজ নিষ্কপটে তোমার প্রতি সদয় হয়েছেন ।

[সার্বভৌম ভট্টাচার্য বেদধর্মের অপেক্ষা না করে, প্রাতঃকৃত্য সমাপণ ব্যতিরেকেই মহাপ্রভু প্রদত্ত মহাপ্রসাদ শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করায় তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে মহাপ্রভুর উক্তি]

শরণাগতি

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৩৩

‘কৃষ্ণ, তোমার হঙ’ যদি বলে একবার ।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার ॥

কেউ যদি একবার অন্তত ঐকান্তিকভাবে বলেন, “হে কৃষ্ণ, যদিও বহুকাল আমি এই জড়জগতে তোমাকে ভুলে ছিলাম, কিন্তু আজ আমি তোমার শরণাগত হচ্ছি । আমি তোমার হলাম, এখন তুমি আমাকে তোমার সেবায় নিযুক্ত কর ।” তাহলে কৃষ্ণ তখন তাকে

মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৩৭

অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ॥

মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধিকামীরা শুদ্ধভক্তিকামী নন; তারা কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হলে, সাধন ভক্তির যে ফল প্রেম, তা যদিও তাদের উদ্দেশ্য না থাকে, তথাপি কৃষ্ণ কৃপা করে তা তাদের দেন।

মূর্খ সেবকের প্রতি বিজ্ঞ প্রভুর কৃপা

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৩৮-৩৯

কৃষ্ণ কহে, — 'আমা ভজে, মাগে বিষয়-সুখ।
অমৃত ছাড়ি' বিষ মাগে,—এই বড় মূর্খ॥
আমি — বিজ্ঞ, এই মূর্খে 'বিষয়' কেনে দিব ?
স্ব-চরণামৃত দিয়া 'বিষয়' ভুলাইব॥

কৃষ্ণ বলেন, 'আমার ভজনা করা সত্ত্বেও কেউ যদি বিষয় সুখ বাসনা করে, সে বড়ই মূর্খ; প্রকৃতপক্ষে সে অমৃত ছেড়ে বিষ পান করতে চায়। কিন্তু আমি বিজ্ঞ, তাই আমি সেই মুর্খ লোকটিকে কেন বিষয়রূপ বিষ দেব ? আমি তাকে আমার চরণামৃত দিয়ে তার বিষয় বিষ পিপাসা ভুলিয়ে দেব।'

কৃষ্ণকৃপার প্রকাশ – বাহিরে গুরু; অন্তরে অন্তর্যামী

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৪৭

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে ।
গুরু-অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে ॥

চৈত্যগুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি যখন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে কৃপা করেন, যেন তিনি স্বয়ং তাকে, বাহিরে গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দান করেন।

কৃষ্ণকে ছেড়ে পণ্ডিতেরা অন্য কারোর ভজনা করেন না

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৯৫

ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদান্য ।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥

শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল, কৃতজ্ঞ, সমর্থ এবং বদান্য; এমন কৃষ্ণকে ছেড়ে পণ্ডিতেরা অন্য কারোর ভজনা করেন না।

হরি শব্দের দুটি মুখ্য অর্থ

চৈঃ চঃ মধ্য ২৪.৫৯

'হরিঃ'-শব্দে নানার্থ, দুই মুখ্যতম ।
সর্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥

হরি শব্দের বহু অর্থ, তার মধ্যে দু'টি অর্থ মুখ্য – সর্ব-অমঙ্গল হরণকারী, এবং প্রেমদান করে মন হরণকারী ।

সবচাইতে বলিষ্ঠ কৃষ্ণ-কৃপাতেই জীবের বিষয়-বিষ্ঠা গর্ত থেকে উদ্ধার সম্ভব

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.১৯৩

প্রভু কহে, – "কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে ।
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত হৈতে ॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "শ্রীকৃষ্ণের কৃপা সবচাইতে বলিষ্ঠ, তাই তিনি তোমাকে বিষয় বিষ্ঠার গর্ত থেকে উদ্ধার করলেন ।" [রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি]

মহাপ্রভুর গুণাবলী

চৈঃ চঃ আদি ৩.৪৫

শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি-নিষ্ঠাপরায়ণ ।
ভক্তবৎসল, সুশীল, সর্ব ভূতে সম ।।

তিনি শান্ত, সংযত এবং কৃষ্ণভক্তির প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠাপরায়ণ। তিনি তাঁর ভক্তদের প্রতি স্নেহপ্রবণ, তিনি সুশীল এবং তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবাপন্ন ।

চৈতন্যসিংহ

চৈঃ চঃ আদি ৩.৩০-৩১

চৈতন্যসিংহের নবদ্বীপে অবতার ।
সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য, সিংহের হুঙ্কার ॥
সেই সিংহ বসুক্ জীবের হৃদয়-কন্দরে ।
কল্মষ-দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে ॥

এভাবেই সিংহসদৃশ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে অবতীর্ণ হলেন । তাঁর গ্রীবা সিংহের মতো বলিষ্ঠ, তাঁর বীর্য সিংহের মতো তেজোদীপ্ত এবং তাঁর হুঙ্কার সিংহের মতো প্রবল । সেই সিংহ প্রতিটি জীবের হৃদয়-কন্দরে আসন গ্রহণ করুন । তাঁর হুঙ্কারের প্রভাবে হস্তিসদৃশ সমস্ত পাপ বিদূরিত হয় ।

ভক্তের মহিমা কীর্তন

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১১৮

ভক্তের মহিমা প্রভু কহিতে পায় সুখ।
ভক্তের মহিমা কহিতে হয় পঞ্চমুখ॥

ভক্তের মহিমা কীর্তন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুখ পান; তাই ভক্তের মহিমা কীর্তনে তিনি পঞ্চমুখ হন।

[মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ দাসের মহিমা বর্ণন]

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.৫১

হরিদাসের গুণ কহিতে প্রভু হইলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥

হরিদাস ঠাকুরের অপ্রাকৃত গুণাবলী বর্ণনা করতে করতে যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চমুখ ধারণ করলেন। যতই তিনি তাঁর মহিমা বর্ণনা করতে লাগলেন, ততই তাঁর আনন্দ বর্ধিত হতে লাগল।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.৮২

ভক্তগুণ প্রকাশিতে প্রভু ভাল জানে।
নান-ভঙ্গীতে গুণ প্রকাশি' নিজ-লাভ মানে॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্তের গুণ খুব ভালভাবে প্রকাশ করতে জানেন। তাই নানা ভঙ্গীতে তাঁর ভক্তের

গুণাবলী প্রকাশ করাকে তিনি নিজের লাভ বলে মনে করেন।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.৮৩-৮৪

আর এক 'স্বভাব' গৌরের শুন, ভক্তগণ।
ঐশ্বর্য-স্বভাব গূঢ় করে প্রকটন ॥
সন্ন্যাসী-পণ্ডিতের করিতে গর্ব নাশ।
নীচ-শুদ্র-দ্বারা করেন ধর্মের প্রকাশ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আর একটি স্বভাব রয়েছে, হে ভক্তগণ, আপনারা শ্রবণ করুন, কিভাবে তিনি তাঁর অতি গূঢ় ঐশ্বর্য এবং স্বভাব প্রকাশ করেন। তথাকথিত সন্ন্যাসী এবং পণ্ডিতদের গর্ব নাশ করার জন্য তিনি নীচ শূদ্রের দ্বারা ধর্মের প্রকাশ করেন।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০.১০১

ভক্ত-গুণ প্রকাশিতে প্রভু বড় রঙ্গী।
এই সব প্রকাশিতে কৈলা এত ভঙ্গী ॥

ভক্তের গুণ প্রকাশ করতে মহাপ্রভু অত্যন্ত উৎসুক, এবং তাই তিনি এই ঘটনার অবতারণা করেছিলেন।

[মহাপ্রভুর সেবার জন্য তাঁর সেবক গোবিন্দ নিদ্রিত মহাপ্রভুকে অতিক্রম করে যান। সেই লীলার মাধ্যমে মহাপ্রভু গোবিন্দের মহিমা প্রকাশ করেন।]

ভক্তবাৎসল্য

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.১০২

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য ইহাতেই জানি।
ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা ন্যাসি-শিরোমণি ॥

হরিদাস ঠাকুর অপ্রকট হলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেভাবে তাঁর বিরহ মহোৎসব করেছিলেন, তা থেকে বোঝা যায় তাঁর ভক্তের প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কত স্নেহ-পরায়ণ। এইভাবে সন্ন্যাসী-শিরোমণি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬.১১

যদ্যপি স্বতন্ত্র প্রভু নহে নিবারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা বিনা প্রভু না করে গমন ॥

যদিও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং কেউ তাঁকে নিবারণ করতে পারে না, তবুও তিনি ভক্তের ইচ্ছা ব্যতীত গমন করেন না। [ভক্তরা মহাপ্রভুকে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে বিলম্বিত করছিলেন]

চৈঃ চঃ মধ্য ১৮.১৫৩-১৫৪

"তুমি আমায় আনি' দেখাইলা বৃন্দাবন।
এই 'ঋণ' আমি নারিব করিতে শোধন।।
যে তোমার ইচ্ছা আমি সেই ত করিব।
যাহাঁ লঞা যাহ তুমি, তাহাঁই যাইব।।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তুমি আমাকে নিয়ে এসে বৃন্দাবন দেখালে, সে ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। তোমার যা ইচ্ছা আমি তাই করব। যেখানে তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও আমি সেখানেই যাব।"

[বলভদ্র ভট্টাচার্যের প্রতি মহাপ্রভু। যদিও মহাপ্রভুর ইচ্ছা ছিল না বৃন্দাবন থেকে প্রস্থান করার, কিন্তু তাঁর ভক্তকে সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি বলতে লাগলেন...]

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.২৬৮

শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥

ত্রিজগতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতো কৃপালু,বদান্য এবং ভক্তবৎসল আর কেউ নেই।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২.৩৪-৩৫

শচীর মন্দিরে, আর নিত্যানন্দ-নর্তনে ।
শ্রীবাস-কীর্তনে, আর রাঘব-ভবনে ॥
এইচারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব' ।
প্রেমাকৃষ্ট হয়, —প্রভুর সহজ স্বভাব ॥

শচীমাতার গৃহে, নিত্যানন্দ প্রভুর নৃত্যে, শ্রীবাস ঠাকুরের কীর্তনে এবং রাঘব পণ্ডিতের ভবনে, এই চারটি স্থানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্বদা 'আবির্ভাব' হয় । তাঁর ভক্তের প্রেমে তিনি সহজেই আকৃষ্ট হন — এটিই তাঁর স্বভাব ।

ধর্ম-স্থাপক

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২.১৪৩

মহাপ্রভু—কৃপাসিন্ধু, কে বুঝিতে পারে ?
প্রিয় ভক্তে দণ্ড করেন ধর্ম বুঝাইতে ।।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু করুণার সিন্ধু । তাঁকে কে বুঝতে পারে ? তাঁর প্রিয় ভক্তকে দণ্ড দান করে তিনি জনসাধারণকে ধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দান করেন। [ছোট হরিদাসের প্রতি মহাপ্রভুর দণ্ড]

ভাবগ্রাহী

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০.১৮

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু স্নেহমাত্র লয় ।
সুকুতাপাতা-কাশন্দিতে মহাসুখ পায় ॥

ভাবগ্রাহী মহাপ্রভু কেবল স্নেহ মাত্রই গ্রহণ করেন। সুকুতা পাতা, কাশন্দি ইত্যাদি সাধারণ খাবার খেয়ে তিনি মহাসুখ পান।

[রাঘব পণ্ডিত এবং তাঁর ভগিনী দময়ন্তি মহাপ্রভুর জন্য বিভিন্ন ভোজন সামগ্রী প্রেরণ করেন]

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০.১

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং ভক্তানুগ্রহকারকম্ ।
যেন কেনাপি সন্তুষ্টং ভক্তদত্তেন শ্রদ্ধয়া ॥

ভক্তের শ্রদ্ধা-দত্ত যে কোন বস্তুতে সন্তুষ্ট, ভক্তের অনুগ্রহকারক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি।

ভগবানের সৌন্দর্য

তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি

চৈঃ চঃ আদি ৩.৫৯

প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।
যাঁহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি ॥

অজ্ঞানের অন্ধকার বিনাশকারী তাঁর তপ্ত কাঞ্চনসদৃশ দ্যুতি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়।

মহাপ্রভুর প্রেমদৃষ্টি

চৈঃ চঃ আদি ৩.৬২

বাহু তুলি' হরি বলি' প্রেমদৃষ্ট্যে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাসায় ॥

দুই বাহু তুলে, হরিনাম কীর্তন করে এবং প্রেমপূর্ণ নয়নে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি সমস্ত কল্মষ নাশ করেন এবং সকলকে ভগবৎ-প্রেমে প্লাবিত করেন।

গোপীগণের ব্রহ্মাকে তিরস্কার

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৫১

কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ,—কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত রূপমাধুরী দর্শন করার জন্য কোটি নেত্র না দিয়ে ব্রহ্মা কেবলমাত্র দুটি নেত্র দিয়েছেন এবং তাতে আবার পলক পড়ে। তা হলে কিভাবে আমি শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলের অনুপম রূপ দর্শন করব ?

চোখের উদ্দেশ্য কি ?

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৫৪

কৃষ্ণাবলোকন বিনা নেত্র ফল নাহি আন।
যেই জন কৃষ্ণ দেখে, সেই ভাগ্যবান্॥

শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করা ব্যতীত চোখের আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। যিনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন, তিনি সব চাইতে ভাগ্যবান।

ভগবানের চাঁদ বদন — লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান

চৈঃ চঃ মধ্য ২.২৯

বংশীগানামৃত-ধাম, লাবণ্যামৃত-জন্মস্থান,
যে না দেখে সে চাঁদ বদন।
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ুক তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ॥

"যে চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রসদৃশ সুন্দর বদন দর্শন করে না, যা হচ্ছে সমস্ত সৌন্দর্য এবং বংশী-গীতরূপ অমৃতের উৎস, সেই চক্ষুর কি প্রয়োজন? তাঁর মাথায় বাজ পড়ুক। সেই চোখ রেখে কি লাভ ?"

মহাপ্রভুর কার্যাবলী

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.১২

দিনে নৃত্য-কীর্তন, ঈশ্বর-দরশন ।
রাত্রে রায়-স্বরূপ সনে রস-আস্বাদন ।।

দিনের বেলায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃত্য, কীর্তন এবং শ্রীজগন্নাথ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করতেন, এবং রাত্রে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ-দামোদরের সঙ্গে কৃষ্ণভক্তিরস আস্বাদন করতেন ।

চৈঃ চঃ আদি ১৩.৩০

যারে দেখে, তারে কহে, — কহ কৃষ্ণনাম ।
কৃষ্ণনামে ভাসাইল নবদ্বীপ-গ্রাম ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছাত্রাবস্থায় যাকেই দেখতেন, তাকেই কৃষ্ণনাম করতে বলতেন । এভাবেই তিনি কৃষ্ণনামে সারা নবদ্বীপ নগরকে প্লাবিত করেন ।

মহাপ্রভুর মহিমা

সংকীর্তন-প্রবর্তক

চৈঃ চঃ আদি ৩.৭৭

সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হচ্ছেন সংকীর্তন (সমবেতভাবে ভগবানের দিব্য নামকীর্তন) যজ্ঞের প্রবর্তক। যিনি এই সংকীর্তনের মাধ্যমে তাঁর ভজনা করেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ভাগ্যবান।

একলে ঈশ্বর

চৈঃ চঃ আদি ৫.১৪৩

এই মত চৈতন্যগোসাঞি একলে ঈশ্বর ।
আর সব পারিষদ, কেহ বা কিঙ্কর ॥

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন একমাত্র নিয়ন্তা। অন্য সকলে তাঁর পার্ষদ অথবা ভৃত্য।

অ-কলঙ্ক চন্দ্র

চৈঃ চঃ আদি ১৩.৯১

অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন ।

স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র যখন দেখা দিলেন, তখন আর সকলঙ্ক চন্দ্রের কি প্রয়োজন ?

সমস্ত গুণের আধার

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.২৫৮

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচীসুত গুণধাম' ।
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥

সার্বভৌম ভট্টাচার্য সর্বদাই শচীমাতার পুত্র, সমস্ত গুণের আধার, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করতেন এবং তাঁর ধ্যান করতেন।

সর্বতোভাবে চৈতন্য-চরণ ভজন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭.৬৯

সর্বভাবে ভজ, লোক, চৈতন্য-চরণ ।
যাহা হৈতে পাইবা কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন ॥

সর্বতোভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আরাধনা করুন । তাহলেই কেবল কৃষ্ণপ্রেমামৃত-ধন লাভ করতে পারবেন ।

নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা

অর্ধকুক্কুটী-ন্যায়

চৈঃ চঃ আদি ৫.১৭৬

একেতে বিশ্বাস, অন্যে না কর সম্মান ।
"অর্ধকুক্কুটী-ন্যায়" তোমার প্রমাণ ॥

তুমি যদি তাঁদের এক জনকে বিশ্বাস কর কিন্তু অন্য জনকে সম্মান না কর, তা হলে তোমার সেই প্রমাণ অর্ধকুক্কুটি-ন্যায় এর মতো ।
[যারা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সম্মান করে কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুকে সম্মান করে না, তাদের প্রতি গ্রন্থকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর উক্তি]

নিত্যানন্দ প্রভুর কৃষ্ণসেবানন্দ আস্বাদন

চৈঃ চঃ আদি ৫.১১

সর্বরূপে আস্বাদয়ে কৃষ্ণ-সেবানন্দ ।
সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে নিত্যানন্দ ॥

সর্বরূপে ইনি শ্রীকৃষ্ণের সেবারূপ আনন্দ আস্বাদন করেন । সেই শ্রীবলরাম হচ্ছেন শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্য সহচর শ্রীনিত্যানন্দ ।

মৎস্য, কূর্ম ও অন্যান্য অবতারদের অবতারী

চৈঃ চঃ আদি ৫.৭৮

যদ্যপি কহিয়ে তাঁরে কৃষ্ণের 'কলা' করি।
মৎস্য-কূর্মাদ্যবতারের তিঁহো অবতারী ॥

যদিও কারণোদকশায়ী বিষ্ণুকে শ্রীকৃষ্ণের কলা বলা হয়, তবুও তিনি হচ্ছেন মৎস্য, কূর্ম ও অন্যান্য অবতারদের অবতারী।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেন

চৈঃ চঃ আদি ৫.১৫৬

শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম।
নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥

শ্রীচৈতন্য হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীনিত্যানন্দ হচ্ছেন শ্রীবলরাম। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত এবং কৃপার অবতার

চৈঃ চঃ আদি ৫.২০৮

প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ কৃপা-অবতার।
উত্তম, অধম, কিছু না করে বিচার ॥

যেহেতু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত এবং কৃপার অবতার,

তাই তিনি ভাল ও মন্দের বিচার করেন না ।

অপার গুণ-মহিমা

চৈঃ চঃ আদি ৫.২৩৪

নিত্যানন্দ-প্রভুর গুণ-মহিমা অপার ।
'সহস্রবদনে' শেষ নাহি পায় যাঁর ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর গুণের মহিমা অপার । এমন কি সহস্র বদনে কীর্তন করেও শেষ তাঁর অন্ত পান না ।

'শাস্তি'-ছলে কৃপা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২.২৮

[নিত্যানন্দ প্রভুর প্রতি শিবানন্দ সেন]

'শাস্তি'-ছলে কৃপা কর, — এ তোমার 'করুণা'।
ত্রিজগতে তোমার চরিত্র বুঝে কোন্ জনা ?

হে প্রভু, শাস্তি দেওয়ার ছলে আপনি কৃপা করেন — এ আপনার করুণা। এই ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে আপনার চরিত্র বুঝে ?

যাহাঁ তাহাঁ প্রেমদান

চৈঃ চঃ মধ্য ১.২৫

সহজেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাহাঁ তাহাঁ প্রেমদান ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বাভাবিকভাবে ভগবৎ-প্রেমে আত্মহারা। আর তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে তিনি যেখানে সেখানে কৃষ্ণপ্রেম দান করলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর দুটি কার্য

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.১৪৯

প্রেম-প্রচারণ আর পাষণ্ডদলন।
দুইকার্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥

ভগবৎ-প্রেম প্রচার করার এবং পাষণ্ডদের দমন করার জন্য নিত্যানন্দ প্রভু বঙ্গদেশের সর্বত্র ভ্রমণ করতে লাগলেন।

নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট প্রার্থনা

চৈঃ চঃ অন্ত্যঃ ১১.৬

জয় নিত্যানন্দচন্দ্র জয় চৈতন্যের প্রাণ।
তোমার চরণারবিন্দে ভক্তি দেহ’ দান।।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রাণ স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জয়! হে প্রভু, দয়া করে আপনি আমাকে আপনার চরণারবিন্দে ভক্তি দান করুন।

অদ্বৈত আচার্য প্রভুর মহিমা

ভক্ত-অবতার

চৈঃ চঃ আদি ৩.৯২

আচার্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার ।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন ভক্তরূপে ভগবানের অবতার । তাঁর উচ্চ হুঙ্কারের ফলে শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন ।

অদ্বৈত নাম

চৈঃ চঃ আদি ৩.১০২

আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্তন সঞ্চার ।
তবে সে 'অদ্বৈত' নাম সফল আমার ॥

"আমি যদি এই ধরাধামে শ্রীকৃষ্ণের আগমন ঘটিয়ে তাঁর দ্বারা সংকীর্তন আন্দোলনের প্রবর্তন করাতে পারি, তা হলেই আমার 'অদ্বৈত' নাম সার্থক হবে ।"

অদ্বৈত আচার্য নামের অর্থ

চৈঃ চঃ আদি ৬.২৯

ভক্তি-উপদেশ বিনু তাঁর নাহি কার্য ।
অতএব নাম হৈল 'অদ্বৈত আচার্য'॥

ভগবদ্ভক্তি শিক্ষা দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোন কাজ নেই, তাই তাঁর নাম অদ্বৈত আচার্য।

চৈতন্য অবতারের মূখ্য হেতু

চৈঃ চঃ আদি ৩.১১০

চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্মসেতু ॥

অতএব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের মুখ্য কারণ হচ্ছে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর আকুল প্রার্থনা। এভাবেই ভক্তের বাসনা পূর্ণ করে ধর্মসেতু (যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন) আবির্ভূত হন।

চৈঃ চঃ আদি ৬.৩৪

যাঁহার তুলসীজলে, যাঁহার হুঙ্কারে।
স্বগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে ॥

তিনি তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন এবং হুঙ্কার করে তাঁর অবতরণের জন্য প্রার্থনা করলেন। তাই, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদদের সঙ্গে অবতরণ করেছিলেন।

সর্ব-মঙ্গলময়

চৈঃ চঃ আদি ৬.১২

জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল-গুণধাম।
মঙ্গল-চরিত্র সদা, 'মঙ্গল' যাঁর নাম ॥

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য সমগ্র জগতের মঙ্গল সাধনকারী, কেন না তিনি হচ্ছেন সমস্ত মঙ্গলের গুণধাম। তাঁর চরিত্র, কার্যকলাপ ও নাম সবই মঙ্গলময়।

অদ্বৈত-প্রসাদ

চৈঃ চঃ আদি ৬.১১৪

সংকীর্তন প্রচারিয়া সব জগৎ তারিল।
অদ্বৈত-প্রসাদে লোক প্রেমধন পাইল॥

সংকীর্তন প্রচার করে তিনি সমস্ত জগৎ উদ্ধার করলেন। এভাবেই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর কৃপার প্রভাবে সমস্ত পৃথিবীর মানুষ ভগবৎ প্রেমরূপ সম্পদ লাভ করল।

অদ্বৈত আচার্যের নিকট প্রার্থনা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.৭

জয় জয়াদ্বৈতচন্দ্র চৈতন্যের আর্য্য।
স্বচরণে ভক্তি দেহ’ জয়াদ্বৈতাচার্য্য।।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁকে গুরুর মতো সম্মান করতেন সে অদ্বৈতচন্দ্রের জয়! হে অদ্বৈত আচার্য প্রভু, আপনি দয়া করে আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাকে ভক্তি দান করুন।

শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য

দুই ভাগবত

চৈঃ চঃ আদি ১.৯৯

এক ভাগবত বড় — ভাগবত-শাস্ত্র ।
আর ভাগবত—ভক্ত ভক্তি-রস-পাত্র ॥

এক ভাগবত হচ্ছেন মহান শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যজন হচ্ছেন ভক্তিরসে মগ্ন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ।

কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত

চৈঃ চঃ মধ্য ২৪.৩১৮

কৃষ্ণ-তুল্য ভাগবত—বিভু, সর্বাশ্রয় ।
প্রতি—শ্লোকে প্রতি-অক্ষরে নানা অর্থ কয় ॥

শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীকৃষ্ণেরই মতো বিভু এবং সবকিছুর আশ্রয় । শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিটি শ্লোকে এবং প্রতিটি অক্ষরে নানা অর্থ প্রকাশিত হয় । [সনাতন শিক্ষা]

প্রশ্নোত্তরের আকারে পরমতত্ত্ব

চৈঃ চঃ মধ্য ২৪.৩১৯

প্রশ্নোত্তরে ভাগবতে করিয়াছে নির্ধার ।
যাঁহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার ॥

প্রশ্নোত্তরের আকারে শ্রীমদ্ভাগবতে পরমতত্ত্ব নির্ধারিত হয়েছে, যা শ্রবণ করলে লোকেরা অত্যন্ত চমৎকৃত হয়। [সনাতন শিক্ষা]

গৌরপ্রেমে মত্ত ব্যক্তিই ভাগবতের অর্থ জানতে পারেন

চৈঃ চঃ মধ্য ২৪.৩২৩

আমা-হেন যেবা কেহ 'বাতুল' হয়।
এই দৃষ্টে ভাগবতের অর্থ জানয় ॥

কেউ যদি আমার মতো পাগল হয়, তাহলে সেও এইমতো শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ জানতে পারে। [সনাতন শিক্ষা]

ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.৯৮-১০০

চারিবেদ-উপনিষদে যত কিছু হয়।
তার অর্থ লঞা ব্যাস করিলা সঞ্চয় ॥
যেই সূত্রে যেই ঋক্-বিষয় বচন।
ভাগবতে সেই ঋক্ শ্লোকে নিবন্ধন ।।
অতএব ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য-শ্রীভাগবত।
ভাগবত-শ্লোক, উপনিষৎ কহে 'এক'মত ।।

শ্রীল ব্যাসদেব চতুর্বেদ ও উপনিষদের সিদ্ধান্ত সকল সংগ্রহ করে, বেদান্ত-সূত্রে লিপিবদ্ধ করলেন। বেদান্ত-সূত্রে, বৈদিক জ্ঞানের

উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এবং আঠারো হাজার শ্লোকের মাধ্যমে, শ্রীমদ্ভাগবতে সেই একই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অতএব ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্য হল শ্রীমদ্ভাগবত । ভাগবত-শ্লোক ও উপনিষদের উদ্দেশ্য একই । [প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভু]

বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.১৪২

অতএব ভাগবত—সূত্রের 'অর্থ'-রূপ ।
নিজ-কৃত সূত্রের নিজ-'ভাষ্য'-স্বরূপ ॥

অতএব, শ্রীমদ্ভাগবত বেদান্ত-সূত্রের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করে। বেদান্ত-সূত্রের প্রণেতা ব্যাসদেব স্বয়ং সেই সূত্র সমূহের ভাষ্য-স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করেছেন । [প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভু]

ভাগবতের বিষয়বস্তু

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.১৩১

অতএব ভাগবতে এই 'তিন' কয় ।
সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-ময় ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আরও বললেন, "ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ, এই সম্পর্ক স্থাপনের উপায় ভগবদ্ভক্তির পন্থা (অভিধেয়) এবং জীবের পরম উদ্দেশ্য (প্রয়োজন), ভগবৎ-প্রেম, এই তিনটি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে ।" [প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভু]

কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.১৫০

‘কৃষ্ণভক্তিরসস্বরূপ’ শ্রীভাগবত ।
তাতে বেদশাস্ত্র হৈতে পরম মহত্ত্ব ॥

শ্রীমদ্ভাগবত—কৃষ্ণভক্তি-রস স্বরূপ । তাই শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বৈদিক শাস্ত্র থেকে শ্রেষ্ঠ ।

[প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভু]

ভাগবত বিচার

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.১৫৩

অতএব ভাগবত করহ বিচার ।
ইহা হৈতে পাবে সূত্র-শ্রুতির অর্থ-সার ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে উপদেশ দিলেন, “তাই শ্রীমদ্ভাগবত বিচার করুন, তাহলে বেদান্ত-সূত্রের সারার্থ বুঝতে পারবেন ।”

[প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভু]

ভাগবত কার কাছে পাঠ করব ?

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.১৩১

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥

তুমি যদি ভাগবত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে চাও তাহলে শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে গিয়ে ভাগবত পাঠ কর, এবং ঐকান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন কর ।

[বঙ্গ কবির প্রতি স্বরূপ দামোদর]

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩.১১৩

বৃদ্ধ মাতা-পিতার যাই' করহ সেবন ।
বৈষ্ণব-পাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ ভট্টকে উপদেশ দিলেন, "ঘরে ফিরে গিয়ে তোমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা কর, এবং ভগবত্তত্ত্ববেত্তা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন কর ।"

[রঘুনাথ ভট্টের প্রতি মহাপ্রভু]

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩.১২১

ভাগবত পড়, সদা লহ কৃষ্ণনাম ।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান্ ॥

"বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবত পড় এবং সর্বক্ষণ কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর । পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অচিরেই তোমাকে কৃপা করবেন।"

[রঘুনাথ ভট্টের প্রতি মহাপ্রভু]

প্রচার

ভারতবাসীর দায়িত্ব

চৈঃ চঃ আদি ৯.৪১

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি’ কর পর-উপকার ॥

যারা ভারতবর্ষে মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁদের জন্ম সার্থক করে পর-উপকার করা।

প্রচার অনুকূল পরিবেশ

চৈঃ চঃ মধ্য ৭.১০৯

নবদ্বীপে যেই শক্তি না কৈলা প্রকাশে।
সেই শক্তি প্রকাশি’ নিস্তারিল দক্ষিণদেশে ॥

যে শক্তি, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে প্রকাশ করেননি, সেই শক্তি প্রকাশ করে তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারত উদ্ধার করলেন।

মহান্ত স্বভাব

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.৩৯

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥

মহান্তের স্বভাবই হচ্ছে পতিতদের উদ্ধার করা । তাই তাঁদের নিজেদের কোন প্রয়োজন না থাকলেও তাঁরা মানুষদের বাড়ীতে যান । [মহাপ্রভুর প্রতি রামানন্দ রায়]

'আচার' ও 'প্রচার' দুই কার্য

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.১০২-১০৩

আপনে আচরে কেহ, না করে প্রচার ।
প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥
'আচার', 'প্রচার',—নামের করহ 'দুই' কার্য ॥
তুমি—সর্ব-গুরু, তুমি জগতের আর্য ॥''

''কিছু লোক আচার করেন, কিন্তু প্রচার করেন না; আবার কিছু লোক প্রচার করেন কিন্তু আচার করেন না । কিন্তু তুমি ভগবানের দিব্য নামের 'আচার' এবং 'প্রচার' দুটি কার্যই কর। তাই তুমি সকলের গুরু এবং এই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত ।''

গৃহস্থ প্রচারক

চৈঃ চঃ মধ্য ৭.১২৭-১২৯

প্রভু কহে, ঐছে বাত্ কভু না কহিবা ।
গৃহে রহি' কৃষ্ণ-নাম নিরন্তর লৈবা ॥
যারে দেখ, তারে কহ 'কৃষ্ণ'-উপদেশ ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হঞা তার' এই দেশ ॥

কভু না বাধিবে তোমার বিষয়-তরঙ্গ ।
পুনরপি এই ঠাঞি পাবে মোর সঙ্গ ॥”

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, “এইরকম কথা আর কখনও বলো না । গৃহে থেকে নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ কর । যার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়, তাকেই তুমি ভগবদ্গীতায় ও শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান কর । আমার আজ্ঞায় এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে তুমি এই দেশ উদ্ধার কর । তাহলে, ভবসমুদ্রের বিষয়-তরঙ্গ কখনও তোমাকে পারমার্থিক উন্নতির পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না । পুনরায় তুমি এই স্থানে আমার সঙ্গ লাভ করবে ।”

[কূর্ম ব্রাহ্মণের প্রতি মহাপ্রভু]

অর্চা-বিগ্রহ

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৬৬

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্ব-গুণের বিকার।।

পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু আপনি বলছেন যে এই বিগ্রহ সত্ত্বগুণের বিকার।

শ্রী-বিগ্রহ অবজ্ঞাকারী হচ্ছে পাষণ্ডী

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৬৭

শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ডী।
অদৃশ্য অস্পৃশ্য, সেই হয় যমদণ্ডী।।

ভগবানের চিন্ময় রূপ যে মানে না সে অবশ্যই একটি পাষণ্ডী। তাকে দর্শন করা এবং স্পর্শ করা উচিত নয়। যমরাজ অবশ্যই তাকে দণ্ডদান করবেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ৫. ৯৬

প্রতিমা নহ তুমি—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বিপ্র লাগি' কর তুমি অকার্য-করণ ॥

হে প্রভু, আপনি প্রতিমা নন; আপনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন। এখন দয়া করে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জন্য এমন কিছু করুন, যা আপনি পূর্বে কখনও করেননি।

মায়াবাদ ও তার খণ্ডন

মায়াবাদী ভাষ্য শ্রবণের পরিণতি

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৬৯

জীবের নিস্তার লাগি' সূত্র কৈল ব্যাস ।
মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্বনাশ ॥

বদ্ধজীবদের উদ্ধার করার জন্য শ্রীল ব্যাসদেব বেদান্ত-সূত্র প্রণয়ন করেছেন, কিন্তু কেউ যদি সেই সূত্রের মায়াবাদী-ভাষ্য শোনে, তাহলে তার সর্বনাশ হয় ।

শঙ্করাচার্য নির্দোষ

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৮০

আচার্যের দোষ নাহি, ঈশ্বর-আজ্ঞা হৈল ।
অতএব কল্পনা করি' নাস্তিক-শাস্ত্র কৈল ॥

প্রকৃতপক্ষে শঙ্করাচার্যের তাতে কোন দোষ নেই । তিনি কেবল ভগবানের আদেশ পালন করেছেন । তাই তিনি কল্পনা করে নাস্তিক শাস্ত্র রচনা করেছেন ।

মায়াবাদ ভাষ্যের দোষ

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সাথে আলোচনাকালে মহাপ্রভু মায়াবাদ ভাষ্যের বিভিন্ন দোষ চিহ্নিত করেন...

প্রত্যক্ষ অর্থ ছেড়ে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৩৪

মুখ্যার্থ ছাড়িয়া কর গৌণার্থ কল্পনা।
'অভিধা'-বৃত্তি ছাড়ি' কর শব্দের লক্ষণা ।।

কোন রকম কদর্থ না করে প্রতিটি শ্লোকের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু আপনি মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করে আপনার মনগড়া সমস্ত অর্থ সৃষ্টি করছেন।

সর্ব ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ভগবানকে নিরাকার বলে প্রতিপন্ন করা

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৪০

সর্বৈশ্বর্যপরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান ॥

প্রকৃতপক্ষে পরমতত্ত্ব হচ্ছেন পরম পুরুষ ভগবান, এবং তিনি সর্ব ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু তাঁকে আপনি নিরাকার বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন।

শক্তিমান ভগবানকে শক্তিহীন বলে প্রতিপন্ন করা

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৫৩

স্বাভাবিক তিন শক্তি যেই ব্রহ্মে হয় ।
'নিঃশক্তিক' করি' তাঁরে করহ নিশ্চয় ?

ব্রহ্মের তিনটি স্বাভাবিক শক্তি রয়েছে, অথচ আপনি তাঁকে 'নিঃশক্তিক' বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছেন ?

ভগবানের ঐশ্বর্য স্বীকার না করা

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৬১

ষড়্বিধ ঐশ্বর্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস ।
হেন শক্তি নাহি মান,—পরম সাহস ॥

ষড়্বিধ ঐশ্বর্য পরমেশ্বর ভগবানের চিৎ-শক্তির বিলাস । সেই শক্তিকে আপনি স্বীকার করেন না, এত সাহস আপনার !

জীব ঈশ্বরে অভেদত্ব ঘোষণা করা

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৬২

'মায়াধীশ' 'মায়াবশ'—ঈশ্বরে-জীবে ভেদ ।
হেন-জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ ॥

পরমেশ্বর ভগবান মায়ার অধীশ্বর এবং জীব মায়াবশযোগ্য । ভগবান এবং জীবে এই পার্থক্য । কিন্তু আপনি ঘোষণা করেছেন যে জীব এবং ঈশ্বর অভেদ তত্ত্ব ।

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকে সত্বগুণের বিকার বলে অভিহিত করা

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৬৬

ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার।।

পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দময়। কিন্তু আপনি বলছেন যে এই বিগ্রহ সত্ত্বগুণের বিকার।

ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে এবং কল্পনা প্রসূত 'বিবর্তবাদ' স্থাপন করা

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৭২

ব্যাস—ভ্রান্তি বলি' সেই সূত্রে দোষ দিয়া।
'বিবর্তবাদ' স্থাপিয়াছে কল্পনা করিয়া॥

শঙ্করাচার্যের মতবাদ প্রচার করে যে, পরমতত্ত্ব বা ঈশ্বর পরিবর্তিত হন। এই মতবাদ স্বীকার করে মায়াবাদীরা ব্যাসদেবকে ভ্রান্ত বলে ঘোষণা করে। এইভাবে তারা বেদান্ত-সূত্রকে ভ্রান্ত বলে কল্পনা প্রসূত 'বিবর্তবাদ' স্থাপন করে।

ওঁ কার' প্রণবকে না মেনে 'তত্ত্বমসি' কে মহাবাক্য বলা

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.১৭৫

'তত্ত্বমসি'—জীব-হেতু প্রাদেশিক বাক্য ।
প্রণব না মানি' তারে কহে মহাবাক্য ॥

তত্ত্বমসি' ("তুমিই সেই") বেদের এই বাক্যটি জীবদের হৃদয়ঙ্গম হেতু প্রাদেশিক বাক্য, কিন্তু মহাবাক্য হচ্ছেন 'ওঁকার' । শঙ্করাচার্য 'ওঁকার' কে না মেনে 'তত্ত্বমসি' কে মহাবাক্য বলেছেন ।

বারানসীতে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন যিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতীর মুখে মহাপ্রভুর নিন্দা শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হন । তিনি মহাপ্রভুর কাছে এসে তাঁর দুঃখের কথা বললে, মহাপ্রভুর উক্তি ।

কৃষ্ণে অপরাধী মায়াবাদীরা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করতে পারে না

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭.১২৯-১৩০

প্রভু কহে,—"মায়াবাদী কৃষ্ণে অপরাধী ।
'ব্রহ্ম', 'আত্মা' 'চৈতন্য' কহে নিরবধি ॥
অতএব তার মুখে না আইসে কৃষ্ণনাম ।
'কৃষ্ণনাম', 'কৃষ্ণস্বরূপ'—দুইত 'সমান' ॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "মায়াবাদীরা শ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী । তাই তারা নিরন্তর ব্রহ্ম, আত্মা ও চৈতন্য শব্দ উচ্চারণ করে কিন্তু তাদের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না, কেননা শ্রীকৃষ্ণের নাম এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দুই-ই সমান ।"

নাম-বিগ্রহ-স্বরূপ এ তিনে ভেদ ও অভেদ

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭.১৩১-১৩২

'নাম', 'বিগ্রহ', 'স্বরূপ'—তিন একরূপ।
তিনে 'ভেদ' নাহি,—তিন 'চিদানন্দ-রূপ' ।।
দেহ-দেহীর, নাম-নামীর কৃষ্ণে নাহি 'ভেদ'।
জীবের ধর্ম—নাম দেহ-স্বরূপে 'বিভেদ' ॥

ভগবানের দিব্যনাম, তাঁর শ্রীবিগ্রহ এবং তাঁর স্বরূপ এক ও অভিন্ন। এই তিনে কোন ভেদ নেই। এই তিনই চিদানন্দরূপ। জীবের যেমন নাম, দেহ এবং স্বরূপে পার্থক্য রয়েছে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দেহ এবং দেহীর মধ্যে অথবা নাম এবং নামীর মধ্যে সেরকম পার্থক্য নেই।

কৃষ্ণের নাম-দেহ-বিলাস হচ্ছে স্ব-প্রকাশ

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭.১৩৪

অতএব কৃষ্ণের 'নাম', 'দেহ', 'বিলাস'।
প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে, হয় স্বপ্রকাশ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম তাঁর দেহ এবং তাঁর লীলা জড় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নয়। তা স্ব-প্রকাশ।

কৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলা সব কৃষ্ণের মতই চিদানন্দময়

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭.১৩৫

কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ ।
কৃষ্ণের স্বরূপ-সম—সব চিদানন্দ ॥

শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম, তাঁর চিন্ময় গুণ এবং লীলা সমূহ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপেরই মতো চিন্ময় এবং আনন্দময় ।

ব্রহ্মজ্ঞানী থেকে আত্মারাম সকলেই কৃষ্ণ-লীলা-রসে আকৃষ্ট

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭.১৩৭,১৩৯

ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ লীলারস ।
ব্রহ্মজ্ঞানী আকর্ষিয়া করে আত্মবশ ॥
ব্রহ্মানন্দ হৈতে পূর্ণানন্দ কৃষ্ণগুণ ।
অতএব আকর্ষয়ে আত্মারামের মন ॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলার রস সমূহ ব্রহ্মানন্দ থেকেও পূর্ণ আনন্দময়, এবং তাই তা ব্রহ্মজ্ঞানীদের আকর্ষণ করে আত্মবশ করে । শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী ব্রহ্মানন্দ থেকেও পূর্ণ আনন্দময়, তাই তা আত্মারামীদের মনও আকর্ষণ করে ।

জীবতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব কখনও সমান নয়

চৈঃ চঃ মধ্য ১৮.১১৩

জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম' ।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের 'কণ' ॥

জীব এবং পরমেশ্বর ভগবান কখনই সমান নন, ঠিক যেমন একটি স্ফুলিঙ্গকে কখনই জ্বলন্ত অগ্নি পিণ্ডের সঙ্গে সমান বলে মনে করা হয় না। [বৃন্দাবনের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ বলে নিরূপণ করলে মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর]

ঈশ্বর ও জীবে অভেদকারী পাষণ্ডী এবং যমদণ্ডের অধিকারী

চৈঃ চঃ মধ্য ১৮.১১৫

যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর 'সম' ।
সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম ॥

যে মূঢ় ব্যক্তি বলে যে জীব এবং ঈশ্বর সমান, সে একটি পাষণ্ডী, যমরাজ তাকে দণ্ডদান করেন।
[বৃন্দাবনের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ বলে নিরূপণ করলে মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর]

সর্বোচ্চ বিষ্ণুনিন্দা

চৈঃ চঃ আদি ৭.১১৫

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর ।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥

যে সমস্ত মানুষ শ্রীবিষ্ণুর সচ্চিদানন্দঘন রূপকে জড় রূপ বলে মনে করে, তারা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সব চাইতে বড় অপরাধী । ভগবানের প্রতি এর থেকে গর্হিত অপরাধ আর নেই ।

শব্দ প্রমাণ

প্রামাণিক কর্তৃপক্ষে বিশ্বাস

চৈঃ চঃ মধ্য ১০.১৭

রাজা কহে,—ভট্ট তুমি বিজ্ঞশিরোমণি ।
তুমি তাঁরে 'কৃষ্ণ' কহ, তাতে সত্য মানি ॥

মহারাজ প্রতাপরুদ্র বললেন, "ভট্টাচার্য, আপনি বিজ্ঞশিরোমণি তাই আপনি যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে 'কৃষ্ণ' বলছেন, তখন আমি তা সত্য বলে মেনে নিচ্ছি । [সার্বভৌম ভট্টাচার্যের প্রতি মহারাজ প্রতাপরুদ্র]

ব্রহ্মসংহিতার মাহাত্ম্য

চৈঃ চঃ মধ্য ৯.২৩৯-২৪০

সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'র সম ।
গোবিন্দমহিমা জ্ঞানের পরম কারণ ॥
অল্পাক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার ।
সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥

ব্রহ্ম-সংহিতার মতো সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র আর নেই। প্রকৃতপক্ষে, এই শাস্ত্রটি গোবিন্দ-মহিমা জ্ঞানের চরম প্রকাশ; কারণ তাতে অতি অল্প কথায় পরমতত্ত্ব সর্বোত্তমরূপে প্রকাশিত হয়েছে। যেহেতু সমস্ত সিদ্ধান্ত সংক্ষেপে ব্রহ্ম-সংহিতায় বর্ণিত হয়েছে, তাই তা সমস্ত বৈষ্ণব-শাস্ত্রের সারাতিসার।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অভিধেয় তত্ত্ব

ভক্তিই কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১৩৯

অতএব 'ভক্তি'—কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায়।
'অভিধেয়' বলি' তারে সর্বশাস্ত্রে গায় ॥

অতএব 'ভক্তি' পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করার একমাত্র উপায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে তাই ভগবদ্ভক্তির পন্থাকে 'অভিধেয়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। [সনাতন শিক্ষা]

ত্রিবিধ পন্থা

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১৫৭

জ্ঞান, যোগ, ভক্তি,—তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান্—ত্রিবিধ প্রকাশে ॥

পরম তত্ত্বকে জানার তিনটি পন্থা হচ্ছে জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি। এই তিনটি পন্থার মাধ্যমে পরম-তত্ত্ব যথাক্রমে ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবানরূপে উপলব্ধ হন। [সনাতন শিক্ষা]

পঞ্চাঙ্গ ভক্তি

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.১২৮-১২৯

সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবত শ্রবণ।
মথুরাবাস, শ্রীমূর্তির শ্রদ্ধায় সেবন।।
সকলসাধন-শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ।।

ভক্তদের সঙ্গ করা, ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করা, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা, মথুরায় বাস করা এবং শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শ্রীমূর্তির সেবা করা, এই পাঁচটি অঙ্গ সবকটি সাধনাঙ্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই পাঁচের অল্প সংখ্যক প্রভাবেই কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। [সনাতন শিক্ষা]

চৈঃ চঃ মধ্য ২৪.১৯৩-১৯৪

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম।
ব্রজে বাস,—এই পঞ্চ সাধন প্রধান॥
এই পঞ্চ-মধ্যে এক 'স্বল্প' যদি হয়।
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণপ্রেমোদয়॥

কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ, কৃষ্ণনাম কীর্তন

এবং কৃষ্ণধাম শ্রীব্রজে বাস—এই পাঁচটি প্রধান সাধন। কেউ যদি এই পাঁচটি সাধনের মধ্যে কোন একটি স্বল্পমাত্রায়ও সাধন করেন এবং তিনি যদি বুদ্ধিমান হন, তাহলে তাঁর সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম ধীরে ধীরে জাগরিত হয়। [সনাতন শিক্ষা]

নাম ও তুলসী সেবা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.১৩৭

নিরন্তর নাম লও, কর তুলসী সেবন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন কর এবং তুলসীতে জল দান করে ও প্রার্থনা নিবেদন করে তাঁর সেবা কর। তাহলে অচিরেই তুমি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করবে। [বেশ্যার প্রতি হরিদাস ঠাকুর]

শাস্ত্র, তীর্থ, আচার, কৃষ্ণসেবা

চৈঃ চঃ মধ্য ২৩.১০৩-১০৪

তুমিহ করিহ ভক্তি-শাস্ত্রের প্রচার।
মথুরায় লুপ্ততীর্থের করিহ উদ্ধার॥
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব-আচার।
ভক্তিস্মৃতিশাস্ত্র করি' করিহ প্রচার॥

হে সনাতন, তুমিও ভক্তিশাস্ত্রের প্রচার কর এবং মথুরায় লুপ্ত

তীর্থের উদ্ধার কর। ভক্তি ও স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করে বৃন্দাবনে কৃষ্ণসেবা এবং বৈষ্ণব আচার কর।

[সনাতন শিক্ষায় সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভুর আজ্ঞা]

গৌড়ীয় ভক্তদের প্রতি শ্রীগৌরের নির্দেশ

চৈঃ চঃ মধ্য ৩.১৯০

ঘরে যাঞা কর সদা কৃষ্ণসংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণ আরাধন ॥

তোমরা সকলে ঘরে ফিরে গিয়ে সমবেতভাবে শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন কর, সর্বক্ষণ কৃষ্ণকথা আলোচনা কর এবং শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা কর।

[সন্ন্যাসান্তে শান্তিপুর থেকে পুরীগমনকালে শান্তিপুরে আগত নবদ্বীপবাসীর প্রতি মহাপ্রভুর নির্দেশ]

কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব সেবা এবং নিরন্তর নাম-সংকীর্তন

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১০৪

প্রভু কহেন,—‘কৃষ্ণসেবা’, ‘বৈষ্ণব-সেবন’।
‘নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সংকীর্তন’ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, “কৃষ্ণসেবা কর, বৈষ্ণবদের সেবা কর, এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম সংকীর্তন কর।” [সত্যরাজ খানেঁর প্রতি মহাপ্রভু]

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬.৭০

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-সেবা, নাম-সংকীর্তন।
দুই কর, শীঘ্র পাবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "তুমি বৈষ্ণবদের সেবা কর এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম কীর্তন কর; এই দুটি কার্য করলে অচিরেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করবে।" [কুলিন গ্রামের অধিবাসীদের প্রতি মহাপ্রভু]

ভক্তিরস-সিন্ধু

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৩৭

পারাপার-শূন্য গভীর ভক্তিরস-সিন্ধু।
তোমায় চাখাইতে তার কহি এক 'বিন্দু'॥

ভক্তিরসের সমুদ্র পারাপার-শূন্য এবং গভীর। তার এক বিন্দু আমি তোমাকে আস্বাদন করাতে চাই।

ভক্তিযোগের শ্রেষ্ঠত্ব

মোক্ষবাঞ্ছা—কৈতব প্রধান

চৈঃ চঃ আদি ১.৯০,৯২

অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'।
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্ধান।

অজ্ঞানতার অন্ধকারকে বলা হয় কৈতব বা প্রতারণা পন্থা, যা শুরু হয় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আদির মাধ্যমে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ আদি কৈতব ধর্মগুলির মধ্যে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার মোক্ষবাসনা হচ্ছে সব চাইতে আত্মপ্রবঞ্চনা, কেননা তার ফলে কৃষ্ণভক্তি চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে যায়।

কৃষ্ণনামানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ

চৈঃ চঃ আদি ৭.৯৭

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে যে আনন্দামৃত-সিন্ধু আস্বাদন করা যায়, তার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ হচ্ছে অগভীর খাদের জলের মতো।

কৃষ্ণকে বশ করার একমাত্র উপায়

চৈঃ চঃ আদি ১৭.৭৫

জ্ঞান-কর্ম-যোগ-ধর্মে নহে কৃষ্ণ বশ ।
কৃষ্ণবশ-হেতু এক—প্রেমভক্তি-রস ॥

দার্শনিক জ্ঞান, সকাম কর্ম, অষ্টাঙ্গযোগ আদির দ্বারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করা যায় না। প্রেমভক্তিই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার একমাত্র উপায়।

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১৩৬

ঐছে শাস্ত্র কহে,—কর্ম, জ্ঞান, যোগ ত্যজি' ।
'ভক্ত্যে কৃষ্ণ বশ হয়, ভক্ত্যে তাঁরে ভজি ॥

কর্ম, জ্ঞান এবং যোগের পন্থা পরিত্যাগ করে ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের ভজনা করার জন্য বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভক্তির দ্বারাই কেবল ভগবান পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হন।

[সনাতন শিক্ষা]

অভক্তের প্রাপ্তি কেবল দণ্ড

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.২৬৩

ভট্টাচার্য কহে—'ভক্তি'-সম নহে মুক্তি-ফল ।
ভগবদ্ভক্তিবিমুখের হয় দণ্ড কেবল ॥

সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন—"মুক্তির ফল ভক্তির সমতুল্য

নয়। যারা ভগবদ্ভক্তি বিমুখ তারা কেবল দণ্ডই ভোগ করে।”
[মহাপ্রভুর প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্য]

মুক্তি—নরকের সমতুল্য

চৈঃ চঃ মধ্য ৯.২৬৭

পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
ফল্গু করি' 'মুক্তি' দেখে নরকের সম॥

শুদ্ধভক্তরা পঞ্চবিধ মুক্তি পরিত্যাগ করেন; প্রকৃতপক্ষে, তাদের কাছে মুক্তি অত্যন্ত তুচ্ছ কেননা তারা মুক্তিকে নরকের মতো বলে মনে করেন।

[ঊডুপীতে তত্ত্ববাদীদের প্রতি মহাপ্রভু]

কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্যান্য পন্থা তাদের বাঞ্চিত ফল প্রদান করতে পারে না

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.১৭-১৮

কৃষ্ণভক্তি হয় অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম-যোগ-জ্ঞান॥
এই সব সাধনের অতি তুচ্ছ বল।
কৃষ্ণভক্তি বিনা তাহা দিতে নারে ফল॥

ভগবদ্ভক্তি জীবের মুখ্য বৃত্তি। কর্ম, জ্ঞান, যোগ আদি মুক্তির

বিভিন্ন পন্থা রয়েছে, কিন্তু তারা সকলেই ভক্তির উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত পন্থার সাধনের বল অত্যন্ত তুচ্ছ, কৃষ্ণভক্তি বিনা তারা বাঞ্ছিত ফল প্রদান করতে পারে না। [সনাতন শিক্ষা]

ভক্তি ব্যতীত জ্ঞান একাকী মুক্তি দিতে পারে না

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.২১

কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনে।
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে ॥

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না, কিন্তু কৃষ্ণোন্মুখ হলে জ্ঞান বিনা সেই মুক্তি লাভ হয়। [সনাতন শিক্ষা]

বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্যই ভক্তিযোগ গ্রহণ করবেন

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৩৫

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী 'সুবুদ্ধি' যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

অসৎ সঙ্গের প্রভাবে, জীব জড়ভোগ, মুক্তি বা ব্রহ্ম সাযুজ্য, অথবা যোগ সিদ্ধি কামনা করে। যদি কোন সৎসঙ্গে তার সুবুদ্ধির উদয় হয়, তবে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-পিপাসা পরিত্যাগ করে সে গাঢ় শুদ্ধভক্তি সহকারে কৃষ্ণকে ভজন করে।

[সনাতন শিক্ষা]

পূর্ণ পন্থা—পূর্ণ ফল

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১৬৪

'ভক্ত্যে' ভগবানের অনুভব—পূর্ণরূপ।
একই বিগ্রহে তাঁর অনন্ত স্বরূপ॥

ভক্তির মাধ্যমেই কেবল সর্বতোভাবে পূর্ণ ভগবানের রূপ অনুভব করা যায়। যদিও তাঁর বিগ্রহ এক, কিন্তু তিনি অনন্ত স্বরূপে প্রকাশিত হন। [সনাতন শিক্ষা]

ভক্তিবিহীন বর্ণাশ্রমের অসারত্ব

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.২৬

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি' মজে॥

বর্ণাশ্রম ধর্মের অনুগামীরা যদি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা না করে, তাহলে তারা তাদের স্বকর্মের ফলে রৌরব নামক নরকে নিমজ্জিত হয়।
[সনাতন শিক্ষা]

ভক্তি ব্যতীত বুদ্ধির শুদ্ধি সম্ভব নয়

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.২৯

জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥

মায়াবাদ প্রভৃতি মতাবলম্বী ব্যক্তিরা নিজেদের জ্ঞানী বলে মনে করে, এবং তারা মনে করে যে তারা জীবন্মুক্ত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত বুদ্ধি কখনও শুদ্ধ হয় না।

[সনাতন শিক্ষা]

ভক্তিযোগের সম্মুখে মুক্তির তুচ্ছতা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.১৯৬

ভক্তিসুখ-আগে 'মুক্তি' অতি-তুচ্ছ হয়।
অতএব ভক্তগণ 'মুক্তি' নাহি লয়॥

ভগবদ্ভক্তির আনন্দের কাছে মুক্তির আনন্দ অত্যন্ত তুচ্ছ, তাই শুদ্ধ ভক্তরা কখনই মুক্তি লাভের বাসনা করেন না।
[হিরণ্য এবং গোবর্ধন মজুমদারের সভায় গোপাল চক্রবর্তীর প্রতি হরিদাস ঠাকুর]

ভক্তিযোগের মহিমা

কল্মষ কি ?

চৈঃ চঃ আদি ৩.৬১

ভক্তির বিরোধী কর্ম-ধর্ম বা অধর্ম।
তাহার 'কল্মষ' নাম, সেই মহাতমঃ ॥

ভক্তিবিরোধী যে কর্ম, তা ধর্মই হোক অথবা অধর্মই হোক, তা হচ্ছে ঘোর তমসাচ্ছন্ন। তাকে বলা হয় 'কল্মষ'।

চৈঃ চঃ আদি ১.৯৪

কৃষ্ণভক্তির বাধক—যত শুভাশুভ কর্ম।
সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম ।।

কৃষ্ণভক্তির প্রতিবন্ধক যে সমস্ত কর্ম, তা শুভই হোক অথবা অশুভই হোক, সেই সমস্ত জীবের তমোগুণজাত অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছু নয়।

ভক্তিতে প্রগতি মাপক

চৈঃ চঃ আদি ৭.১৪৩

কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥

কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি-পরায়ণ হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি অনুরক্ত হন, তা হলে ধীরে ধীরে অন্য সব কিছুর প্রতি তাঁর আসক্তি নষ্ট হয়ে যাবে ।

প্রগাঢ় প্রেমের স্বভাব

চৈঃ চঃ মধ্য ৪.১৮৬

প্রগাঢ়-প্রেমের এই স্বভাব-আচার ।
নিজ-দুঃখ-বিঘ্নাদির না করে বিচার ॥

প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেমের স্বাভাবিক আচরণই এই রকম যে, ভক্ত তাঁর ব্যক্তিগত দুঃখ অথবা বাধাবিঘ্নের বিচার করেন না । সর্ব অবস্থাতেই তিনি কেবল পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে চান ।

শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৬২

'শ্রদ্ধা'-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয় ।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

কৃষ্ণভক্তি সম্পাদিত হলে অন্য সমস্ত কর্ম আপনা থেকে করা হয়ে যায়; এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় শ্রদ্ধা । [সনাতন শিক্ষা]

সকল ঋণ পরিশোধ

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.১৪০

কাম ত্যজি' কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি' ।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥

সমস্ত জড় কামনা বাসনা পরিত্যাগ করে যখন শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তখন তিনি আর দেবতা, ঋষি, পিতৃপুরুষ আদি কারোর কাছে ঋণী থাকেন না ।

[সনাতন শিক্ষা]

এমনকি আকস্মিক পতনেও কৃষ্ণ তাঁর ভক্তে শুদ্ধ করেন

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.১৪৩

অজ্ঞানে বা হয় যদি 'পাপ' উপস্থিত ।
কৃষ্ণ তাঁরে শুদ্ধ করে, না করায় প্রায়শ্চিত্ত ॥

কিন্তু ভক্ত যদি অজ্ঞানতাবশত কোন পাপকর্ম করে থাকেন, তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তাকে সেই পাপ থেকে মুক্ত করেন । ভগবান ভক্তকে পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করান না । [সনাতন শিক্ষা]

প্রেমই কৃষ্ণ প্রাপ্তির একমাত্র উপায়

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.৫৮

'ভক্তি' বিনা কৃষ্ণে কভু নহে 'প্রেমোদয়' ।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয় ॥

ভক্তি ব্যতীত কখনই হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেমের উদয় হয় না; এবং প্রেম ব্যতীত কখনই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় না।

[জগন্নাথের রথে দেহ ত্যাগের পরিকল্পনা নিয়ে সনাতন গোস্বামী জগন্নাথ পুরীতে এলে একদিন হঠাৎ মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বলতে লাগলেন, কেবল ভক্তিই হচ্ছে কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায়, দেহত্যাগ নয়...]

কৃষ্ণভজনের যোগ্যতা কি ?

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.৬৬

নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥

নীচ জাতি কৃষ্ণ-ভজনের, অযোগ্য নয়, আবার সৎ কুলোদ্ভুত ব্রাহ্মণও ভজনের যোগ্য নয়।

[সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

কে বড় ভক্ত ?

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.৬৭

যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত—হীন, ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করেন, তিনিই মহান, আর যারা অভক্ত

তারা অধঃপতিত এবং ঘৃণ্য । তাই কৃষ্ণভজনে জাতি, কুল ইত্যাদির কোন বিচার নেই । [সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

ভগবানের দয়া লাভের যোগ্য কে ?

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.৬৮

দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্ ।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান ॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সর্বদা দীন ব্যক্তিদের অধিক কৃপা করেন, কিন্তু কুলীন, পণ্ডিত এবং ধনী ব্যক্তিরা অত্যন্ত দাম্ভিক ।

[সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

নাম সংকীর্তন

'কৃষ্ণ' নাম উচ্চারণের প্রভাব

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১.৯৯ ও বিদগ্ধ মাধব ১.১৫

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্ ।
চেতঃপ্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী ॥

'কৃষ্ণ' এই বর্ণ দুটি যে কত অমৃতের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছে, তা আমি জানি না। যখন এই নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন মনে হয় তা যেন মুখে নৃত্য করছে। তখন বহু মুখ পাওয়ার ইচ্ছা হয়। সেই নাম যখন কর্ণকুহরে প্রবেশ করে, তখন লক্ষ লক্ষ কর্ণ লাভ করার স্পৃহা জন্মায়; এবং যখন এই দিব্যনাম চিত্ত প্রাঙ্গণে (সঙ্গিনী রূপে) উদিত হয়, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে পরাজিত করে, এবং তাই তখন ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ক্রিয়া স্তব্ধ হয়।

সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.৭০-৭১

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি ।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি ॥

তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্তন ।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন ॥

ভগবদ্ভজনে ভক্তি অনুশীলনের ন'টি পন্থা শ্রেষ্ঠ, কেননা এই পন্থাগুলি 'কৃষ্ণপ্রেম' ও 'কৃষ্ণ' দিতে মহাশক্তি ধরে । ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের সমস্ত পন্থার মধ্যে ভগবানের নাম-সংকীর্তন সর্বশ্রেষ্ঠ । দশটি অপরাধ বর্জন করে কেউ যদি ভগবানের নাম-সংকীর্তন করেন, তাহলে তিনি অনায়াসে সবচাইতে দুর্লভ ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন ।

[সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

নাম হতেই নববিধা ভক্তির পূর্ণতা

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১০৭

"এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব-পাপ ক্ষয় ।
নববিধা ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥

কেবলমাত্র কৃষ্ণনামে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয় । কেবলমাত্র ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় ।

নামে সবার অধিকার

চৈঃ চঃ আদি ১৭.১

বন্দে স্বৈরাদ্ভুতেহং তং চৈতন্যং যৎপ্রসাদতঃ ।
যবনাঃ সুমনায়ন্তে কৃষ্ণনামপ্রজল্পকাঃ ॥

যাঁর প্রসাদে যবনেরা সচ্চরিত্র হয়ে কৃষ্ণনাম জপ করে, সেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অলৌকিক লীলাপরায়ণ শ্রীচৈতন্যদেবকে আমি বন্দনা করি।

ভগবানের আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

চৈঃ চঃ আদি ৩.৪০

কলিযুগে যুগধর্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি' পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥

কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার। সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভগবান পীতবর্ণ ধারণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

কলি-যুগে সার ধর্ম

চৈঃ চঃ আদি ৩.৫০

ব্যক্ত করি' ভাগবতে কহে বার বার।
কলিযুগে ধর্ম—নাম-সঙ্কীর্তন সার ।।

শ্রীমদ্ভাগবতে বারবার স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কলিযুগে সমস্ত ধর্মের সার হচ্ছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম-সংকীর্তন।

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.৩৪৩

আর তিনযুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিযুগে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায় ॥

অন্য তিন যুগে—সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপরে—যথাক্রমে ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন করে যে ফল লাভ হয়, কলিযুগে কেবল 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তন করার ফলে সেই ফল লাভ হয়।

সমস্ত শাস্ত্রের মর্মকথা

চৈঃ চঃ মধ্য ৯.৩৬২

এই কলিকালে আর নাহি কোন ধর্ম।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবশাস্ত্র, এই কহে মর্ম॥

বৈষ্ণব এবং বৈষ্ণব-শাস্ত্রের অনুগমন করা ছাড়া কলিকালে আর কোন ধর্ম নেই। সমস্ত শাস্ত্রের এইটিই হচ্ছে মর্মকথা।

সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ

চৈঃ চঃ আদি ৩.৭৮

সেই ত' সুমেধা, আর কুবুদ্ধি সংসার।
সর্ব-যজ্ঞ হৈতে কৃষ্ণনামযজ্ঞ সার॥

সেই মানুষই হচ্ছেন যথার্থ বুদ্ধিমান। কিন্তু যারা নির্বোধ, তারা সংসারে জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে নিরন্তর আবর্তিত হয়। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম-কীর্তনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ।

হরিনামকে অশ্বমেধাদি যজ্ঞের সমতুল্য মনে করা পাষণ্ডের কার্য

চৈঃ চঃ আদি ৩.৭৯

কোটি অশ্বমেধ এক কৃষ্ণ নাম সম ।
যেই কহে, সে পাষণ্ডী, দণ্ডে তারে যম ॥

কোটি অশ্বমেধ যজ্ঞ এক কৃষ্ণনামের সমান, এই কথা যে বলে সে পাষণ্ডী । সে অবশ্যই যমরাজ কর্তৃক দণ্ডিত হবে ।

সর্বমন্ত্রসার

চৈঃ চঃ আদি ৭.৭২-৭৪

মূর্খ তুমি, তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার ।
'কৃষ্ণমন্ত্র' 'জপ' সদা, এই মন্ত্রসার ॥
কৃষ্ণ-মন্ত্র হৈতে হবে সংসার মোচন ।
কৃষ্ণ-নাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥
নাম বিনা কলিকালে নাহি আর ধর্ম ।
সর্বমন্ত্রসার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম ॥

তিনি বলেছিলেন, 'তুমি একটি মূর্খ, বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন করার অধিকার তোমার নেই, তুমি কেবল নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপ কর। এটিই হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার । কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম জপ করার ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় । হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলেই কেবল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের দর্শন লাভ করা যায়। এই কলিযুগে ভগবানের

দিব্যনাম কীর্তন করা ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই। এই নাম হচ্ছে সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের সার। এটিই সমস্ত শাস্ত্রের মর্ম।
[প্রকাশানন্দের প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু তাঁর প্রতি স্বীয় গুরুদেবের নির্দেশ উদ্ধৃত করছেন]

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের স্বভাব

চৈঃ চঃ আদি ৭.৮১,৮৩

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল॥
কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণ উপজয়ে ভাব॥

হে প্রভু আপনি আমাকে কি মন্ত্র দিয়েছেন? অদ্ভুত তার প্রভাব! সেই মন্ত্র জপ করতে করতে আমি পাগল হয়ে গেলাম। 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের এটিই হচ্ছে স্বভাব, যে তা জপ করে, তারই তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমময়ী ভক্তিভাবের উদয় হয়।
[ঈশ্বর-পুরীর প্রতি মহাপ্রভুর প্রশ্ন এবং ঈশ্বর পুরীর উত্তর]

নামের আচার ও প্রচার

চৈঃ চঃ আদি ৭.৯২

নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্বজন॥

বৎস! নাচ, গাও এবং ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন কর। তা ছাড়া, তুমি কৃষ্ণনাম সংকীর্তন করার মহিমা সম্পর্কে সকলকে উপদেশ দাও, কেননা এভাবেই তুমি সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করতে পারবে।

[ঈশ্বর-পুরী কর্তৃক মহাপ্রভুর প্রশ্নের প্রত্যুত্তর]

নামানন্দ বনাম ব্রহ্মানন্দ

চৈঃ চঃ আদি ৭.৯৭

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥

হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে যে আনন্দামৃত-সিন্ধু আস্বাদন করা যায়, তার তুলানায় ব্রহ্মানন্দ হচ্ছে অগভীর খাদের জলের মতো।

বহু জন্ম ধরেও অপরাধযুক্ত নাম গ্রহণে প্রেম লাভ হয় না

চৈঃ চঃ আদি ৮.১৬

বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্তন।
তবু ত’ না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥

দশবিধ নাম-অপরাধযুক্ত ব্যক্তি যদি বহুজন্ম শ্রবণ ও কীর্তন করেন, তবুও কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ করেন না।

নিরপরাধে এক কৃষ্ণনামই সর্বপাপ নাশে সমর্থ

চৈঃ চঃ আদি ৮.২৬

‘এক’ কৃষ্ণনামে করে সর্বপাপ নাশ ।
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥

নিরপরাধে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় । তার ফলে ভগবদ্ভক্তি যা প্রেমের কারণ, তা প্রকাশিত হয় ।

হরিনামই কলিকালে কৃষ্ণ-অবতার

চৈঃ চঃ আদি ১৭.২২

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার ।
নাম হৈতে হয় সর্বজগৎ-নিস্তার ॥

এই কলিযুগে, ভগবানের দিব্যনাম হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের অবতার । কেবলমাত্র এই দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে, যে কোন মানুষ সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করতে পারে । যিনি তা করেন, তিনি অবশ্যই উদ্ধার লাভ করেন । এই নামের প্রভাবেই কেবল সমস্ত জগৎ নিস্তার পেতে পারে ।

চৈতন্য মহাপ্রভুর এক বিশেষ সৃষ্টি – প্রেম-সংকীর্তন

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.৯৭

ভট্টাচার্য কহে এই মধুর বচন ।
চৈতন্যের সৃষ্টি—এই প্রেম-সংকীর্তন ॥

সার্বভৌম ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন, “এই মধুর সঙ্গীত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি—বিশেষ সৃষ্টি । এর নাম প্রেম-সংকীর্তন । অর্থাৎ ভগবৎ-প্রেমে উদ্বেল হয়ে ভগবানের মহিমা কীর্তন ।” [মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্য]

কে বুদ্ধিমান, আর কে কলিহত ?

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.৯৯

সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন ।
সেই ত’ সুমেধা, আর—কলিহতজন ॥

সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আরাধনা করেন, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান । আর যিনি তা করেন না তিনিই দুর্দশাগ্রস্ত, কলিযুগের প্রভাবে আচ্ছন্ন ।

[মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্য]

গৌর-ভজনের পন্থা

চৈঃ চঃ আদি ৩.৭৭

সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সংকীর্তন-যজ্ঞে তাঁরে ভজে, সেই ধন্য ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হচ্ছেন সংকীর্তন (সমবেতভাবে ভগবানের দিব্য নামকীর্তন) যজ্ঞের প্রবর্তক। যিনি এই সংকীর্তনের মাধ্যমে তাঁর ভজনা করেন, তিনিই হচ্ছেন যথার্থ ভাগ্যবান।

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার পন্থা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.৯

সঙ্কীর্তনযজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেই ত' সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করার পন্থা হচ্ছে সংকীর্তন যজ্ঞ। যিনি তা করেন তিনি অবশ্যই অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করেন।

কুলিন গ্রামবাসী সত্যরাজ খান মহাপ্রভুর প্রতি প্রশ্ন করেছিলেন “কিভাবে বৈষ্ণব চেনা যায় ? তাঁর উত্তরে মহাপ্রভু নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি বলেছিলেন

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১০৬

প্রভু কহে, – “যাঁর মুখে শুনি একবার ।
কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য, – শ্রেষ্ঠ সবাকার ॥”

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, “যাঁর মুখে একবার শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম শুনি, তিনিই পূজ্য এবং মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ।”

হরিনামে কোন পুরশ্চর্যা বিধির অপেক্ষা নেই

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১০৮

দীক্ষা-পুরশ্চর্যা-বিধি অপেক্ষা না করে ।
জিহ্বা-স্পর্শে আ-চণ্ডাল সবারে উদ্ধারে ॥

ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন, দীক্ষা-পুরশ্চর্যা ইত্যাদি বিধির অপেক্ষা করে না, কেবলমাত্র জিহ্বাকে স্পর্শ করার প্রভাবেই তা আচণ্ডাল সকলকে উদ্ধার করে ।

হরিনামের আনুষঙ্গিক ফল

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১০৯

অনুষঙ্গ-ফলে করে সংসারের ক্ষয় ।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয় ॥

কৃষ্ণনাম উচ্চারণের আনুষঙ্গিক ফল স্বরূপ সংসার বন্ধন মোচন হয়, এবং তারপর চিত্তকে আকর্ষণ করে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রেমের উদয় করায় ।

বৈষ্ণব

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১১১

অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ-নাম ।
সেই ত' বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥

অবশেষে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উপদেশ দিলেন, "অতএব যিনি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন তিনি বৈষ্ণব, সুতরাং তাঁকে সর্বতোভাবে সম্মান করা উচিত ।"

বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬.৭২

কৃষ্ণনাম নিরন্তর যাঁহার বদনে ।
সেই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ, ভজ তাঁহার চরণে ॥

"যাঁর মুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম, তিনি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ভজনা কর ।"

বৈষ্ণব-প্রধান

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬.৭৪

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম ।
তাঁহারে জানিহ তুমি 'বৈষ্ণব-প্রধান' ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "যাকে দেখলে মুখে কৃষ্ণনাম আসে তাকে উত্তম বৈষ্ণব বলে জেনো ।"

নামাভাসের ফল

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.১৯৯

এক 'নামাভাসে' তোমার পাপ-দোষ যাবে ।
আর 'নাম' লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুবুদ্ধি রায়কে বললেন, "হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন কর, তাহলে নামের আভাসের প্রভাবে তোমার সমস্ত পাপ মোচন হবে, এবং শুদ্ধ নাম কীর্তনের প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করবে ।"

নামাভাসে নামের তেজ অক্ষুণ্ণ থাকে

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.৫৫

যদ্যপি অন্য সঙ্কেতে অন্য হয় নামাভাস ।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ ॥

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর বললেন, “ভগবানকে সম্বোধন না করে যদি অন্য কিছুকে সঙ্কেত করে ভগবানের দিব্যনাম উচ্চারণ করা হয়, তাহলে তাতে নামাভাস হয়, কিন্তু তবুও তাতে নামের অপ্রাকৃত তেজ বিনষ্ট হয় না।”

[মহাপ্রভুর প্রতি হরিদাস ঠাকুর]

হরিনামের প্রকৃত ফল

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.১৭৭-১৭৮

কেহ বলে, — ‘নাম হৈতে হয় পাপক্ষয়’।
কেহ বলে, —‘নাম হৈতে জীবের মোক্ষ হয় ॥
হরিদাস কহেন, —“নামের এই দুই ফল নয়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয় ॥”

তাদের কেউ কেউ বললেন, “ভগবানের দিব্যনাম গ্রহণ করার ফলে পাপ ক্ষয় হয়”; এবং অন্য কেউ বললেন, “ভগবানের দিব্যনাম গ্রহণের ফলে মুক্তি লাভ হয়।” হরিদাস ঠাকুর তখন তার প্রতিবাদ করে বললেন, “নামের এই দুটি প্রকৃত ফল নয়। নিরপরাধে নাম গ্রহণের ফলে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমের উদয় হয়।”

[হিরণ্য ও গোবর্ধন মজুমদারের সভায় বিতর্কে হরিদাস ঠাকুরের উক্তি]

‘রাম’ নাম এবং ‘কৃষ্ণ’ নাম

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.২৫৭

মুক্তি-হেতুক তারক হয় ‘রামনাম’ ।
‘কৃষ্ণনাম’ পারক হঞা করে প্রেমদান ॥

‘রামনাম’ অবশ্যই মুক্তিদান করেন, কিন্তু ‘কৃষ্ণনাম’ জীবকে ভব-সমুদ্র পার করে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করেন ।

[হরিদাস ঠাকুরের প্রতি মায়াদেবী]

নাম বিনা প্রেম লাভ সম্ভব নয়

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.২৬৬

মায়া-দাসী ‘প্রেম’ মাগে,—ইথে কি বিস্ময় ?
‘সাধুকৃপা’, ‘নাম’ বিনা ‘প্রেম’ না জন্মায় ।।

তাই কৃষ্ণদাসী মায়দেবী যদি এই ‘প্রেম’ ভিক্ষা করেন, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে ? শুদ্ধভক্তের কৃপা এবং ভগবানের নামকীর্তন ব্যতীত ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায় না ।

নামের প্রভাব— কৃষ্ণকেও কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করায়

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.২৬৮

কৃষ্ণ-আদি, আর যত স্থাবর-জঙ্গমে ।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনে ॥

কৃষ্ণ আদি ভগবানের নাম এমনই আকর্ষণীয় যে সমবেতভাবে তা কীর্তন করার ফলে স্থাবর এবং জঙ্গম সমস্ত জীব কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হয়।

কৃষ্ণশক্তি বিনা কৃষ্ণনাম সংকীর্তন সম্ভব নয়

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭.১১

কলিকালের ধর্ম—কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন।
কৃষ্ণ-শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন॥

কলিকালের ধর্ম কৃষ্ণনাম সংকীর্তন। কৃষ্ণশক্তি বিনা তা প্রবর্তন করা সম্ভব নয়।

পতিব্রতা স্ত্রীর (জীব), পতির (কৃষ্ণ) নাম উচারণ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭.১০৬-১০৮

শুনি’প্রভু কহেন,—তুমি না জান ধর্ম-মর্ম।
স্বামী-আজ্ঞা পালে,—এই পতিব্রতা-ধর্ম॥
পতির আজ্ঞা,—নিরন্তর তাঁর নাম লইতে।
পতির আজ্ঞা পতিব্রতা না পারে লঙ্ঘিতে॥
অতএব নাম লয়, নামের ‘ফল’ পায়।
নামের ফলে কৃষ্ণপদে ‘প্রেম’ উপজায়॥

সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, “বল্লভ-ভট্ট, তুমি ধর্মের মর্ম জান না।” স্বামীর আজ্ঞা পালন করাই পতিব্রতা স্ত্রীর

ধর্ম। পতি (শ্রীকৃষ্ণ) যখন আদেশ দিয়েছেন নিরন্তর তাঁর নাম গ্রহণ করতে, তাই পতিব্রতা স্ত্রী (কৃষ্ণভক্ত) তাঁর সেই আদেশ লঙ্ঘন করতে পারেন না। এই ধর্ম নীতি অনুসরণ করে শুদ্ধভক্ত নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণ করেন, এবং তার ফলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রেম লাভ করেন।"

অপরাধ পরিত্যাগ করে নাম গ্রহণ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭.১৩৭

অপরাধ ছাড়ি' কর কৃষ্ণসঙ্কীর্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

"অপরাধ পরিত্যাগ করে 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' সংকীর্তন করুন, তাহলে অচিরেই আপনি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করতে পারবেন।" [বল্লভ ভট্টের প্রতি মহাপ্রভু]

গালি দিয়ে হরিনাম

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.১৫৫

কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ।
সেই নাম হয় তার 'মুক্তির' কারণ॥

"কখনো কখনো শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিয়ে কেউ তাঁর নাম উচ্চারণ করে, এবং এইভাবে ভগবানের নাম উচ্চারণ তার মুক্তির কারণ হয়।" [বঙ্গ কবির প্রতি স্বরূপ দামোদর]

ভক্ত

মৌমাছিসদৃশ ভক্ত— কুকুরসদৃশ অভক্ত

চৈঃ চঃ আদি ১০.১

শ্রীচৈতন্যপদাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্‌গন্ধভাগ্‌ভবেৎ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের মধুপানকারী মৌমাছিসদৃশ ভক্তদের আমি পুনঃ পুনঃ প্রণতি নিবেদন করি । কুকুরসদৃশ অভক্তেরা যদি কোনক্রমে এই ধরনের ভক্তদের আশ্রয় গ্রহণ করে, তা হলে সেও সেই পাদপদ্মের গন্ধ আস্বাদন করতে পারে ।

ভক্তের লেশমাত্র কৃপার প্রভাব

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭.১

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে ।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীপাদপদ্মের মধু লেহনকারী ভক্তদের আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যাদের লেশমাত্র কৃপার-প্রভাবে পামর পর্যন্ত মুক্তি লাভ করে ।

ভক্ততত্ত্ব

চৈঃ চঃ আদি ১.৬৪

সেই ভক্তগণ হয় দ্বিবিধ প্রকার।
পারিষদ্‌গণ এক, সাধকগণ আর ॥

দুই শ্রেণীর শুদ্ধ ভক্ত রয়েছেন—ভগবানের নিত্য পার্ষদ ও সাধক ভক্ত।

ভক্তের সুদুর্লভত্ব

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৪৮

কোটিজ্ঞানী-মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটিমুক্ত-মধ্যে 'দুর্লভ' এক কৃষ্ণভক্ত ॥

এই রকম কোটি কোটি জ্ঞানীর মধ্যে কদাচিৎ একজন মুক্ত হতে পারেন, এবং এই রকম কোটি কোটি মুক্তদের মধ্যে একজন কৃষ্ণভক্ত পাওয়াও দুষ্কর। [রূপ শিক্ষা]

ভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের অবস্থান

চৈঃ চঃ আদি ১.৬১

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম ॥

যে শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি ভগবানেরই স্বরূপ এবং সেই ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সর্বদাই বিরাজ করেন।

বিজ্ঞ ঋষিদের বাক্য ত্রুটিমুক্ত

চৈঃ চঃ আদি ২.৮৬

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ।
আর্য-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥

বিজ্ঞ ঋষিদের বাক্যে ভ্রম (ভুল করার প্রবণতা), প্রমাদ (মোহগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা), বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করার প্রবণতা) ও করণাপাটব (ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি) জনিত কোন দোষ বা ত্রুটি থাকে না ।

কৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না

চৈঃ চঃ আদি ৩.৮৮

আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে ।
তথাপি তাঁহার ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥

শ্রীকৃষ্ণ বহুভাবে, আত্মগোপন করার চেষ্টা করেন, কিন্তু তবুও তাঁর শুদ্ধ ভক্ত তাঁকে যথাযথভাবে চিনতে পারেন ।

চৈঃ চঃ আদি ৩.৯০

অসুর-স্বভাবে কৃষ্ণে কভু নাহি জানে ।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তজন-স্থানে॥

যাদের স্বভাব আসুরিক, তারা কখনই শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারে

না। কিন্তু তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের কাছে তিনি নিজেকে গোপন রাখতে পারেন না।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.৯১

ঈশ্বর-স্বভাব,—ঐশ্বর্য চাহে আচ্ছাদিতে।
ভক্ত-ঠাঞি লুকাইতে নারে, হয় ত' বিদিতে॥

পরমেশ্বর ভগবানের স্বভাবই এরকম—তিনি তাঁর ঐশ্বর্য লুকাতে চান, কিন্তু তাঁর ভক্তের কাছে তিনি লুকাতে পারেন না—তার কাছে সব প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মদীয় ভাব—ভগবান ভক্তের অধীন হন

চৈঃ চঃ আদি ৪.২১-২২

মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধভক্তি॥
আপনাকে বড় মানে, আমারে সম-হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন।।

কেউ যখন আমাকে তার পুত্র, সখা অথবা প্রেমাস্পদ মনে করে শুদ্ধ ভক্তিযোগে আমার সেবা করে এবং নিজেকে ঊর্ধ্বতন ও আমাকে তার সমকক্ষ অথবা অধস্তন বলে মনে করে, তখন আমি তার বশীভূত হই।

সর্বোত্তম পদ—‘ভক্ত-অবতার’

চৈঃ চঃ আদি ৬.৯৭

এ-সবাকে শাস্ত্রে কহে ‘ভক্ত-অবতার’ ।
‘ভক্ত-অবতার’-পদ উপরি সবার ॥

এদের সকলকে শাস্ত্রে বলা হয় ভক্ত-অবতার । এই ভক্ত-অবতার পদ হচ্ছে সর্বোত্তম ।

কৃষ্ণের সমান হওয়া অপেক্ষা তাঁর ভক্ত হওয়াই বড়

চৈঃ চঃ আদি ৬.১০০

কৃষ্ণের সমতা হৈতে বড় ভক্তপদ ।
আত্মা হৈতে কৃষ্ণের ভক্ত হয় প্রেমাস্পদ ॥

কৃষ্ণের সমতা থেকে ভক্তপদ বড়, কেন না তাঁর নিজের থেকেও ভক্তবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয় ।

ভক্ত-চন্দ্র

চৈঃ চঃ আদি ১৩.৫

জয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত চন্দ্রগণ ।
সবার প্রেম-জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল ত্রিভুবন ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সমস্ত ভক্ত চন্দ্রগণের জয় হোক । তাঁদের কিরণরূপী প্রেম-জ্যোৎস্নায় ত্রিভুবন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ।

কৃষ্ণের একমাত্র করণীয়

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১৬৬

কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য-বাঞ্ছা-পূর্তি বিনু নাহি অন্য কৃত্য॥

তাঁর ভক্ত তাঁর কাছে যা চায়, শ্রীকৃষ্ণ তাই তাকে দেন, তাঁর সেবকের বাঞ্ছা পূর্তি ছাড়া আর অন্য কিছু করণীয় নেই।

[বাসুদেব দত্তের প্রতি মহাপ্রভু]

ভগবানের সুখই ভক্ত নিজের সুখ বলে গ্রহণ করেন

চৈঃ চঃ মধ্য ৩.১৮৫

আপনার দুঃখ-সুখ তাহাঁ নাহি গণি।
তাঁর যেই সুখ, তাহা নিজ-সুখ মানি॥

আমি আমার নিজের সুখ-দুঃখের কথা ভাবি না, তার সুখই আমার সুখ।

[সন্ন্যাসের পর মহাপ্রভুর কোথায় অবস্থান করা উচিত সে সম্বন্ধে শচীমাতার মন্তব্য]

চৈঃ চঃ আদি ৩.১৮

সার্ষ্টি, সারূপ্য, আর সামীপ্য, সালোক্য।
সাযুজ্য না লয় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম-ঐক্য॥

এই চার প্রকার মুক্তি হচ্ছে সার্ষ্টি (ভগবানের মতো ঐশ্বর্য লাভ করা,) সারূপ্য (ভগবানের মতো রূপ প্রাপ্ত হওয়া), সামীপ্য (ভগবানের পার্ষদত্ব লাভ করা) এবং সালোক্য (ভগবানের লোকে বাস করা)। ভক্তরা কখনও সাযুজ্য মুক্তি গ্রহণ করেন না, কেন না তা হলে ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে হয়।

ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ

চৈঃ চঃ মধ্য ৪.৯৫

ব্রজবাসী লোকের কৃষ্ণে সহজ পিরীতি।
গোপালের সহজ-প্রীতি ব্রজবাসী-প্রতি ॥

কৃষ্ণভক্তি অনুশীলন করার আদর্শ স্থান হচ্ছে ব্রজভূমি বৃন্দাবন, যেখানে মানুষ স্বাভাবিকভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রীতি পরায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণও ব্রজবাসীদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই প্রীতি পরায়ণ।

ভক্ত গৃহের দাস-দাসী, কুকুরও ভগবানের প্রিয়

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.২৮৪

সার্বভৌম-গৃহে দাস-দাসী, যে কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর ॥

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহের দাস-দাসী, এমনকি কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়। তাঁর আত্মীয় স্বজনদের কথা আর কি বলব ?

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১০১

তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেই মোর প্রিয়, অন্যজন রহু দূর॥

তোমার কি কথা, তোমার গ্রামের কুকুর পর্যন্ত আমার প্রিয়। আর অন্যদের কথা আমি কি বলব ?

[কুলিন গ্রামের অধিবাসীদের প্রতি মহাপ্রভু]

ভক্তের ভক্তি-শক্তি

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.৫৬

প্রভু কহে,—"তোমা স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে।
ভক্তি-বলে পার তুমি ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন বললেন, "আমি তোমাকে স্পর্শ করছি নিজেকে পবিত্র করার জন্য। তোমার ভক্তির বলে তুমি সারা ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করতে পার।"

[সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

ভগবান কেন সর্বত্র নিজেকে প্রকাশ করেন ?

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.২১৯

সর্বত্র প্রকাশ তাঁর—ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম নাশি' ধর্ম স্থাপিতে॥

তাঁর ভক্তদের সুখ দেওয়ার জন্য এবং জগতের অধর্ম নাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। [সনাতন শিক্ষা]

তিন প্রকার ভক্ত

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৬৪

শ্রদ্ধাবান্ জন হয় ভক্তি-অধিকারী।
'উত্তম', 'মধ্যম', 'কনিষ্ঠ'—শ্রদ্ধা-অনুসারী॥

শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিই ভগবদ্ভক্তি লাভের যোগ্য । শ্রদ্ধার মাত্রা অনুসারে উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ-এই তিন প্রকার ভক্ত রয়েছে । [সনাতন শিক্ষা]

উত্তম অধিকারী

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৬৫

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ, দৃঢ়শ্রদ্ধা যাঁর।
'উত্তম-অধিকারী' সেই তারয়ে সংসার॥

যিনি শাস্ত্র ও যুক্তিতে অত্যন্ত পারদর্শী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধা যাঁর অত্যন্ত দৃঢ় তিনিই উত্তম অধিকারী । তিনি সারা জগৎ উদ্ধার করতে পারেন । [সনাতন শিক্ষা]

মধ্যম অধিকারী

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৬৭

শাস্ত্র-যুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্ ।
মধ্যম-অধিকারী' সেই মহা-ভাগ্যবান্ ॥

যিনি শাস্ত্রের ভিত্তিতে যুক্তি প্রদর্শনে দক্ষ নন অথচ দৃঢ় শ্রদ্ধাবান, তিনি মধ্যম অধিকারী। তিনি মহাভাগ্যবান। [সনাতন শিক্ষা]

কনিষ্ঠ অধিকারী

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৬৯

যাহার কোমল শ্রদ্ধা, সে 'কনিষ্ঠ' জন ।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে 'উত্তম' ॥

যারা শ্রদ্ধা কোমল, তাকে বলা হয় কনিষ্ঠ অধিকারী, কিন্তু ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করার ফলে তিনি ধীরে ধীরে উত্তম অধিকারী ভক্তে পরিণত হবেন। [সনাতন শিক্ষা]

ভগবান তাঁর ভক্তের ভেতর ও বাহিরে নিজেকে প্রকাশ করেন

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.১২৫

পঞ্চভূত যৈছে ভূতের ভিতরে-বাহিরে ।
ভক্তগণে স্ফুরি আমি বাহিরে-অন্তরে ॥

পঞ্চভূত যেমন প্রাণীদের ভিতরে এবং বাইরে অবস্থিত, তেমনই আমি ভক্তদের ভিতরে ও বাইরে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হই।

[প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভু]

ভগবান তাঁর ভক্তের হৃদয়ে বদ্ধ

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.১২৭

ভক্ত আমা প্রেমে বান্ধিয়াছে হৃদয়-ভিতরে।
যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা দেখয়ে আমারে॥

ভক্ত আমাকে তার হৃদয়ে প্রেমের বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। যেখানেই তার নেত্র পড়ে সেখানেই সে আমাকে দর্শন করে।

[প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভু]

বৈষ্ণবের দেহ কখনো প্রাকৃত নয়

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.১৯১

প্রভু কহে,—"বৈষ্ণব-দেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "ভক্তের দেহ কখনই প্রাকৃত নয়। তা চিদানন্দময় অপ্রাকৃত দেহ।"

দীক্ষাকালে ভক্ত ও ভগবানের কার্য

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.১৯২

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম ॥

দীক্ষার সময়, ভক্ত যখন নিজেকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিজের বলে গ্রহণ করেন।

[হরিদাস ঠাকুর ও সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

ব্রাহ্মণ সেবা

চৈঃ চঃ মধ্য ৫.২৪

ব্রাহ্মণ-সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি বড় হয়।
তাঁহার সন্তোষ ভক্তি-সম্পদ্ বাড়য়'' ॥

ব্রাহ্মণের সেবা করা হলে শ্রীকৃষ্ণ খুব প্রীত হন এবং ভগবান প্রীত হলে, ভগবদ্ভক্তিরূপ সম্পদ বর্ধিত হয়।

[সাক্ষী গোপাল লীলায় বড় বিপ্রের প্রতি ছোট বিপ্র]

ভক্তের নিকট প্রার্থনা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.৮

জয় গৌরভক্তগণ, —গৌর যাঁর প্রাণ।
সব ভক্ত মিলি' মোরে ভক্তি দেহ' দান ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁদের প্রাণস্বরূপ, মহাপ্রভুর সেই ভক্তবৃন্দের জয় হোক। আপনারা সকলে মিলে আমাকে ভগবদ্ভক্তি দান করুন।

অভক্ত

অভক্তদের পরিণতি

চৈঃ চঃ আদি ১২.৭০-৭১

চৈতন্য-রহিত দেহ—শুষ্ককাষ্ঠ-সম।
জীবিতেই মৃত সেই, মৈলে দণ্ডে যম ॥
কেবল এ গণ-প্রতি নহে এই দণ্ড।
চৈতন্য-বিমুখ যেই সেই ত' পাষণ্ড ।।
কি পণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি।
চৈতন্য-বিমুখ যেই, তার এই গতি ।।

কৃষ্ণচেতনা-বিহীন মানুষ একটি শুষ্ক কাষ্ঠ অথবা মৃত দেহের মতো। সে জীবিত অবস্থাতেই মৃতের মতো এবং মৃত্যুর পর যমরাজ তাকে দণ্ডদান করবেন। অদ্বৈত আচার্যের বিপথগামী গণেরাই কেবল নয়, চৈতন্য-বিমুখ যে জন, সেই পাষণ্ড এবং যমরাজ তাকেও দণ্ড দান করবেন। তা তিনি পণ্ডিতই হোন, মহা তপস্বী হোন, সার্থক গৃহস্থ হোন অথবা বিখ্যাত সন্ন্যাসী হোন, তিনি যদি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বিরোধী হন, তা হলে তাকে যমরাজের হাতে দণ্ডভোগ করতেই হবে।

সঙ্গ

সাধু-বৈদ্য

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.১৪-১৫

কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায় ।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায় ॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায় ।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥

কাম-ক্রোধের দাস হয়ে বদ্ধ জীবেরা তার লাথি খায় । এইভাবে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করতে করতে যদি সে সৌভাগ্যক্রমে কোন সাধুরূপ বৈদ্যকে পায়, তাহলে তাঁর উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করার ফলে সেই পিশাচী পালায় । সেই মন্ত্রের আশ্রয় অবলম্বন করার ফলে সে কৃষ্ণভক্তিলাভ করে এবং অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের কাছে ফিরে যায় । [সনাতন শিক্ষা]

কৃষ্ণ-রতি

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৪৫

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয় ।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয় ॥

ভাগ্যক্রমে কেউ যদি সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং এইভাবে তার ভববন্ধন ক্ষয় উন্মুখ হয়,

তাহলে সাধুসঙ্গের প্রভাবে তার কৃষ্ণের প্রতি আসক্তির উদয় হয়। [সনাতন শিক্ষা]

এক নিমেষে সর্বসিদ্ধি

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৫৪

'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্বসিদ্ধি হয় ॥

সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে এক নিমেষের জন্য শুদ্ধভক্তের সঙ্গলাভ হলে সর্বসিদ্ধি হয়। [সনাতন শিক্ষা]

কৃষ্ণভক্তির মূল কারণ এবং মুখ্য অঙ্গ—সাধু সঙ্গ

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৮৩

কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় 'সাধুসঙ্গ'।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে, তেঁহো পুনঃ মুখ্য অঙ্গ ॥

কৃষ্ণভক্তির মূল কারণ সাধুসঙ্গ। এমন কি যখন সুপ্ত কৃষ্ণপ্রেম জাগরিত হয়, তখন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ অত্যন্ত প্রয়োজন।

[সনাতন শিক্ষা]

সাধুসঙ্গের পূর্বশর্ত—শ্রদ্ধা

চৈঃ চঃ মধ্য ২৩.৯

কোন ভাগ্যে কোন জীবের 'শ্রদ্ধা' যদি হয় ।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' যে করয় ॥

কোন ভক্তি-উন্মুখী সুকৃতির বলে কোন জীবের যদি অনন্যভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জন্মায়, তাহলে সেই জীব শুদ্ধভক্তরূপ সাধুর সঙ্গ করেন । [সনাতন শিক্ষা]

দুঃসঙ্গ কি ?

চৈঃ চঃ মধ্য ২৪.৯৯

'দুঃসঙ্গ' কহিয়ে—'কৈতব', 'আত্মবঞ্চনা' ।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা ॥

ছলনা বিশিষ্ট আত্ম বঞ্চকই 'দুঃসঙ্গ' । কৃষ্ণকাম ও কৃষ্ণভক্তি কামনা ব্যতীত অপর সমস্ত কামই দুঃসঙ্গ । [সনাতন শিক্ষা]

কৃষ্ণের প্রতি ভাব লাভের ত্রিশর্ত

চৈঃ চঃ মধ্য ২৪.১০৪

সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণকৃপা, ভক্তির স্বভাব ।
এ তিনে সব ছাড়ায়, করে কৃষ্ণে 'ভাব' ॥

ভগবদ্ভক্ত সঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণের কৃপা এবং ভগবদ্ভক্তির স্বভাব, ধীরে

ধীরে সমস্ত অসৎ প্রভাব থেকে মুক্ত করে শ্রীকৃষ্ণের ভাব উৎপন্ন করে। [সনাতন শিক্ষা]

দু' প্রকার অসৎসঙ্গ

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৮৭

অসৎসঙ্গত্যাগ,—এই বৈষ্ণব-আচার।
'স্ত্রীসঙ্গী'—এক অসাধু, 'কৃষ্ণাভক্ত' আর ॥

অবৈষ্ণব সঙ্গ পরিত্যাগীই বৈষ্ণবের একমাত্র সদাচার। অবৈষ্ণব বলতে স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত—এই দুই শ্রেণীর লোককে বোঝায়। [সনাতন শিক্ষা]

বিষয়ী এবং স্ত্রীসঙ্গের ভয়াবহতা

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.৭

বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥

আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী; তাই আমার পক্ষে রাজাকে দর্শন করা কোন স্ত্রীলোককে দর্শন করারই মতো। এই উভয় দর্শনই বিষভক্ষণের মতো ভয়ঙ্কর।

[মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন প্রদানের জন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পুনরায় নিবেদন করলে মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর]

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.১০

প্রভু কহে,—তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, "কিন্তু তাহলেও রাজা কালসর্পের মতো ভয়ঙ্কর। কাঠের তৈরি নারীমূর্তি স্পর্শ করলে যেমন চিত্তের বিকার হয়, তেমনই রাজাকে দর্শন করলেও বিষয়াসক্তির উদয় হয়।"

[মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন প্রদানের জন্য সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে নিবেদন করলে মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর]

কাঠের স্ত্রীমূর্তি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২.১১৮

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥

ইন্দ্রিয়গুলি এমনই প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্ত যে কাষ্ঠ নির্মিত স্ত্রী মূর্তি পর্যন্ত মুনিদের চিত্ত হরণ করে।

[ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগের কারণ কি ভক্তরা তা জানতে চাইলে মহাপ্রভুর উত্তর]

একবিন্দু সুরা, পূর্ণ দুধের কলসকে অপবিত্র করতে পারে

চৈঃ চঃ মধ্য ১২.৫৩-৫৪

প্রভু কহে,—পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস ।
সুরাবিন্দু-পাতে কেহ না করে পরশ ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান্ ।
তাঁহারে মলিন কৈল এক 'রাজা'-নাম ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন,—"একটি পূর্ণ দুধের কলসে যদি একবিন্দু সুরা পড়ে, তাহলে যেমন কেউ তা স্পর্শ করে না, তেমনই মহারাজ প্রতাপরুদ্র সর্বগুণবান হওয়া সত্ত্বেও এক 'রাজা' উপাধি তাকে মলিন করে দিল ।"

[মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন প্রদানের জন্য রামানন্দ রায় মহাপ্রভুর কাছে অনুরোধ করলে মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর]

সিদ্ধান্তসমুদ্র হৃদয়ঙ্গমের উপায়—গৌরভক্তের নিত্য সঙ্গ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.১৩২

চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ' ।
তবেত জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥

শ্রীল স্বরূপ দামোদর গোস্বামী তাকে বললেন, "নিরন্তর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তদের সঙ্গ কর, তাহলেই কেবল ভগবৎ সিদ্ধান্ত

সমুদ্রের তরঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে।”

[বঙ্গ কবির প্রতি স্বরূপ দামোদর]

রাগমার্গীয় ভক্তদের সাথে কেমন সঙ্গ হওয়া উচিত ?

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩.৩৭

দূরে রহি’ ভক্তি করিহ সঙ্গে না রহিবা।
তাঁ-সবার আচার-চেষ্টা লইতে নারিবা ॥

“দূর থেকে তাঁদের ভক্তি কর, এবং তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কর না, এবং তাঁদের আচার-আচরণের অনুকরণ করার চেষ্টা কর না।”

[জগদানন্দ পণ্ডিতের বৃন্দাবন যাত্রার প্রাক্কালে সেখানকার রাগমার্গীয় ভক্তদের সাথে কিরূপ আচরণ করা উচিত সে বিষয়ে তাঁর প্রতি মহাপ্রভুর নির্দেশ]

বৈষ্ণব গুণাবলী

কৃষ্ণের সমস্ত গুণ তাঁর ভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৭৫

সর্ব মহা-গুণগণ বৈষ্ণব-শরীরে ।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে ॥

বৈষ্ণবের শরীরে সমস্ত দিব্য গুণগুলি প্রকাশিত হতে দেখা যায় । কৃষ্ণের সমস্তগুণ কৃষ্ণভক্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয় ।

[সনাতন শিক্ষা]

বৈষ্ণবের ২৬ টি গুণ

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৭৮-৮০

কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার, সম ।
নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন ॥
সর্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ ।
অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিত-ষড়্গুণ ॥
মিতভুক্, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী ।
গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী ॥

ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই কৃপালু, বিনীত, সত্যবাদী, সমদর্শী, নির্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন, সকলের উপকারক, শান্ত, কেবল

কৃষ্ণের শরণাগত, নিষ্কাম, অনীহ, স্থির, বিজিত ষড়্গুণ, মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী, গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ এবং মৌনী। [সনাতন শিক্ষা]

চৈঃ চঃ আদি ৮.৫৫

সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর।
মধুর-বচন, মধুর-চেষ্টা, মহাধীর॥

তিনি ছিলেন সুশীল, সহিষ্ণু, শান্ত, বদান্য, গম্ভীর, তাঁর বাণী ছিল মধুর এবং তাঁর আচরণ ছিল মহাধীর।

[বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-দেবের সেবার অধ্যক্ষ হরিদাস পণ্ডিতের গুণাবলী]

বিনয়

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

চৈঃ চঃ আদি ৫.২০৫-২০৬

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥

আমি জগাই এবং মাধাই-এর থেকেও বড় পাপী এবং পুরীষের কীট থেকেও ঘৃণ্য । যে আমার নাম শোনে তার পুণ্য ক্ষয় হয় । যে আমার নাম উচ্চারণ করে তাঁর পাপ হয় ।

হরিদাস ঠাকুর

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.২৭

হীন-জাতি জন্ম মোর নিন্দ্য-কলেবর ।
হীনকর্মে রত মুঞি অধম পামর ॥

নীচু পরিবারে আমার জন্ম হয়েছে, এবং আমার এই দেহও অত্যন্ত নিন্দনীয় । আমি সব সময় নীচ-কর্মে রত ছিলাম, তাই, আমি অত্যন্ত অধম ও পামর ।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.৪২

'ভকতবৎসল' প্রভু তুমি, মুই 'ভক্তাভাস' ।
অবশ্য পূরাবে, প্রভু, মোর এই আশ ॥''

হে প্রভু, তুমি ভক্তবৎসল । আমি তোমার ভক্তের আভাস মাত্র, কিন্তু দয়া করে তুমি অবশ্যই আমার এই আশা পূর্ণ কর ।

রূপ-সনাতন

চৈঃ চঃ মধ্য ১.১৮৯

নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কাজ ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ ॥

প্রভু আমরা সব চাইতে অধঃপতিত স্তরের মানুষ, আমাদের সঙ্গীরাও অত্যন্ত নীচ এবং আমরা অত্যন্ত নীচ কাজ করি । তাই আপনার সামনে আমরা নিজেদের পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি, এমন কি আপনার সামনে আসতেও আমরা লজ্জা বোধ করি ।

চৈঃ চঃ মধ্য ১.১৯১

পতিত-পাবন-হেতু তোমার অবতার ।
আমা-বই জগতে, পতিত নাহি আর ॥

দুই ভাই বললেন, "হে প্রভু! পতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য আপনি অবতীর্ণ হয়েছেন । আমাদের চেয়ে পতিত এই জগতে আর কেউ নেই ।"

চৈঃ চঃ মধ্য ১.১৯৬

জগাই-মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন ॥

"আমরা দুজন জগাই-মাধাই থেকেও কোটি কোটি গুণ অধম, পতিত এবং পাপী।"

সনাতন গোস্বামী

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১০০

আপনার হিতাহিত কিছুই না জানি !
গ্রাম্য-ব্যবহারে পণ্ডিত, তাই সত্য মানি ॥

কি করলে যে আমার ভাল হবে এবং কি করলে যে আমার খারাপ হবে, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই আমার নেই। কিন্তু তবুও, জাগতিক ব্যবহারে লোকেরা আমাকে পণ্ডিত বলে মনে করে, এবং আমিও মনে করি যেন তা সত্যি।

ভক্তরা কখনো নিজেদের গুণের কথা বলেন না

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.৭৮

মহানুভবের এই সহজ 'স্বভাব' হয়।
আপনার গুণ নাহি আপনে কহয় ॥

"এইটি মহানুভব ভক্তের স্বভাব। তারা নিজেরা কখনো নিজেদের গুণের কথা বলেন না।" [প্রদ্যুম্ন মিশ্রের প্রতি মহাপ্রভু]

কৃতজ্ঞতা

হরিদাস ঠাকুর

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.২৮

অদৃশ্য, অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলা ।
রৌরব হইতে কাড়ি' মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলা ॥

আমি ছিলাম অস্পৃশ্য এবং অদৃশ্য, কিন্তু তোমার সেবকরূপে আমাকে অঙ্গীকার করে তুমি আমাকে রৌরব থেকে উদ্ধার করে বৈকুণ্ঠলোকে উন্নীত করেছ ।

অন্য ভক্তের প্রশংসা করা; অন্য সকল ভক্তদের দ্বারা হরিদাস ঠাকুরের প্রশংসা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.৫২

হরিদাসের গুণে সবার বিস্মিত হয় মন ।
সর্বভক্ত বন্দে হরিদাসের চরণ ॥

হরিদাস ঠাকুরের অপ্রাকৃত গুণাবলী শ্রবণ করে সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হলেন, এবং তাঁরা সকলে হরিদাস ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা করতে লাগলেন ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কর্তৃক বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ-দেবের সেবাধ্যক্ষ হরিদাস পণ্ডিতের প্রশংসা

চৈঃ চঃ আদি ৮.৬২

বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী, না দেখয়ে দোষ ।
কায়মনোবাক্যে করে বৈষ্ণব-সন্তোষ ॥

তিনি সর্বদা বৈষ্ণবের সদ্গুণগুলি দর্শন করতেন এবং কখনও তাঁদের দোষ দেখতেন না । কায়মনোবাক্যে তিনি বৈষ্ণবদের সন্তুষ্টি বিধান করতেন ।

সত্যবাদিতা

চৈঃ চঃ মধ্য ৫.৯০

এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ, দয়াময় ।
জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয় ॥

ছোট বিপ্র বললেন, "হে প্রভু, আপনি অত্যন্ত দয়াময় এবং আপনি সব কিছুই জানেন । তাই, দয়া করে আপনি সাক্ষ্য দান করুন । যদি কোন ব্যক্তি জেনে-শুনেও সাক্ষ্য না দেয়, তা হলে তার পাপ হয় ।" [সাক্ষী-গোপালের প্রতি ছোট বিপ্র]

কৃপালু

মহান্ত স্বভাব

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.৩৯

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর ।
নিজ কার্য নাহি তবু যান তার ঘর ॥

"মহান্তের স্বভাবই হচ্ছে পতিতদের উদ্ধার করা । তাই তাঁদের নিজেদের কোন প্রয়োজন না থাকলেও তাঁরা মানুষদের বাড়ীতে যান ।"

[গোদাবরী তটে প্রথম সাক্ষাতে মহাপ্রভুর প্রতি রামানন্দ রায়]

চৈঃ চঃ আদি ১১.৫৯

অনর্গল প্রেম সবার, চেষ্টা অনর্গল ।
প্রেম দিতে, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাবল ॥

নিরবচ্ছিন্নভাবে অবিরত কৃষ্ণপ্রেম দান করার মহাশক্তি এই সমস্ত ভক্তদের ছিল । সেই শক্তির দ্বারা তাঁরা যে কাউকে কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেম দান করতে পারতেন ।

[নিত্যানন্দ প্রভুর পার্ষদদের মহিমা]

বদ্ধ জীবের প্রতি বাসুদেব দত্তের কৃপা

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১৬২-১৬৩

জীবের দুঃখ দেখি' মোর হৃদয় বিদরে ।
সর্বজীবের পাপ প্রভু দেহ' মোর শিরে ॥
জীবের পাপ লঞা মুঞি করোঁ নরক ভোগ ।
সকল জীবের, প্রভু ঘুচাহ ভবরোগ ॥

"হে প্রভু, জীবের দুঃখ দেখে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তুমি দয়া করে সমস্ত জীবের পাপ আমার মাথায় দাও । সেই পাপ নিয়ে আমি নরক ভোগ করি, আর সমস্ত জীব ভবরোগ থেকে মুক্তি লাভ করুক ।"

[মহাপ্রভুর প্রতি বাসুদেব দত্ত]

মহাভাগবতের দৃষ্টি

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৭৩-২৭৪

মহাভাগবত দেখে স্থাবর-জঙ্গম ।
তাহাঁ তাহাঁ হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ-স্ফুরণ ॥
স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ।।

স্থাবর-জঙ্গম সবকিছুতেই মহাভাগবত পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন। তিনি সবকিছুকেই শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশরূপে দর্শন করেন । মহাভাগবত স্থাবর-জঙ্গম দর্শন করেন, কিন্তু তিনি তাদের রূপ

দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি সর্বত্র পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেন।

[রামানন্দ রায় যখন মহাপ্রভুকে কৃষ্ণ বলে অনুধাবন করলেন তখন মহাপ্রভু তা অস্বীকার করেন...]

মহাভাগবতের ভ্রমণ

চৈঃ চঃ মধ্য ১০.১১

তীর্থ পবিত্র করিতে করে তীর্থভ্রমণ।
সেই ছলে নিস্তারয়ে সাংসারিক জন॥

তীর্থ পবিত্র করার জন্য তাঁরা তীর্থ ভ্রমণ করেন, এবং সেই ছলে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ মানুষদের উদ্ধার করেন।

[মহারাজ প্রতাপরুদ্র যখন সার্বভোম ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেন মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরী ছেড়ে তীর্থ ভ্রমণে গেলেন, তার উত্তরে ভট্টাচার্য বললেন, “মহান্তের এই এক লীলা” ...]

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.৩৯

মহান্ত-স্বভাব এই তারিতে পামর।
নিজ কার্য নহি তবু যান তার ঘর॥

“মহান্তের স্বভাবই হচ্ছে পতিতদের উদ্ধার করা। তাই তাঁদের নিজেদের কোন প্রয়োজন না থাকলেও তাঁরা মানুষদের বাড়ীতে যান।”

[গোদাবরী তটে প্রথম সাক্ষাতে মহাপ্রভুর প্রতি রামানন্দ রায়]

ভগবানের প্রতি একান্ত রতি

চৈঃ চঃ মধ্য ৭.৪৮

শিরে বজ্র পড়ে যদি, পুত্র মরি' যায়।
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়॥

আমার মাথায় যদি বজ্রপাত হয় অথবা আমার পুত্র যদি মরে যায়, তাও আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু তোমার বিরহজনিত দুঃখ আমি সহ্য করতে পারব না।

[মহাপ্রভুর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের কথা শ্রবণ করে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অভিব্যক্তি]

মুরারি গুপ্তের রামভক্তি

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১৪৯-১৫১

রঘুনাথের পায় মুঞি বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাঢ়িতে না পারি মাথা, মনে পাই ব্যথা॥
শ্রীরঘুনাথ-চরণ ছাড়ান না যায়।
তব আজ্ঞা-ভঙ্গ হয়, কি করোঁ উপায়॥
তাতে মোরে এই কৃপা কর, দয়াময়।
তোমার আগে মৃত্যু হউক, যাউক সংশয়॥

শ্রীরামচন্দ্রের চরণে আমি আমার মাথা বিকিয়ে দিয়েছি, সেই মাথা আমি আর প্রত্যাহার করতে পারছি না, তাই আমার মনে

খুব বেদনা হচ্ছে। আমি শ্রীরঘুনাথের শ্রীচরণ ছাড়তে পারছি না। আবার এদিকে তোমার আজ্ঞাও ভঙ্গ করতে পারি না, এখন আমি কি করি। তাই দয়াময়, তুমি আমাকে কৃপা করো, তোমার সামনে আমার মৃত্যু হোক এবং তার ফলে আমার সমস্ত সংশয় দূর হোক।

[মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে বললেন রামভজন পরিত্যাগ করে কৃষ্ণভজন করতে। পরবর্তী দিন প্রাতঃকালে মুরারি গুপ্ত এসে মহাপ্রভুর চরণ ধরে ক্রন্দন করে বলতে লাগলেন ...]

আমি রঘুনাথের শ্রীপাদপদ্মে আমার মস্তক বিক্রয় করেছি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.৪০-৪১

'রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছোঁ মাথা।
কাড়িতে না পারোঁ মাথা, পাঙ বড় ব্যথা॥
কৃপা করি' মোরে আজ্ঞা দেহ' দুইজন।
জন্মে-জন্মে সেবোঁ রঘুনাথের চরণ॥

আমি রঘুনাথের শ্রীপাদপদ্মে আমার মস্তক বিক্রয় করেছি। তা আমি এখন আর ফিরিয়ে নিতে পারছি না, সেজন্য আমি গভীর বেদনা অনুভব করছি। কৃপা করে তোমরা দুজন আমাকে আশীর্বাদ কর যেন জন্ম-জন্মান্তরে আমি শ্রীরঘুনাথের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করতে পারি।

[যখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় শ্রী রূপ ও শ্রী সনাতন গোস্বামী তাঁদের

কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী অনুপমকে আমন্ত্রণ করলেন যে, তিনি যেন শ্রী রামচন্দ্রের ভজন পরিত্যাগ করে তাদের সাথে কৃষ্ণভজন শুরু করেন, তখন অনুপমের অভিব্যক্তি]

অনন্য শরণ

চৈঃ চঃ মধ্য ১০.৫৫

নিজ-গৃহ-বিত্ত-ভৃত্য-পঞ্চপুত্র-সনে ।
আত্মা সমর্পিলুঁ আমি তোমার চরণে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর করুণার স্বীকৃতি প্রদর্শন করে ভবানন্দ রায় বললেন, "আমার গৃহ, ধন-সম্পদ, বিত্ত এবং পঞ্চপুত্রসহ আমি নিজেকে তোমার চরণে সমর্পণ করলাম ।"

[দক্ষিণ-ভারত পর্যটনের পর মহাপ্রভু জগন্নাথ পুরীতে প্রত্যাবর্তন করলে রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায় তাঁর পুত্রদের নিয়ে মহাপ্রভুর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন...]

নিষ্কাম

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৪৯

কৃষ্ণভক্ত—নিষ্কাম, অতএব 'শান্ত' ।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলি 'অশান্ত' ॥

কৃষ্ণভক্ত যেহেতু নিষ্কাম তাই তিনি শান্ত । কিন্তু ভুক্তিকামী কর্মী, মুক্তিকামী জ্ঞানী এবং সিদ্ধিকামী যোগীরা জড় কামনা বাসনা

থেকে মুক্ত হতে পারেনি বলে অশান্ত। [রূপ-শিক্ষা]

দৃঢ় শ্রদ্ধা

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৬২

'শ্রদ্ধা'-শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয় ॥

কৃষ্ণভক্তি সম্পাদিত হলে অন্য সমস্ত কর্ম আপনা থেকে করা হয়ে যায়; এই সুদৃঢ় বিশ্বাসকে বলা হয় শ্রদ্ধা। [সনাতন শিক্ষা]

ইন্দ্রিয় সংযম

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.১৯

কাষ্ঠ-পাষাণ-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব।
তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে 'স্বভাব' ॥

কাঠ এবং পাথর স্পর্শ করলে যেমন সাধারণ মানুষের মনে কোন বিকার হয় না, তেমনই তরুণীর দেহ স্পর্শ করে রামানন্দ রায়ের মনে কোন বিকার হল না।

[রামানন্দ রায়ের দেবকন্যাদের স্নান ও শৃঙ্গারাদি করানো সত্ত্বেও অবিচলতা]

পূর্বতন আচার্যদের অনুসরণ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৭.১১৫

প্রভু হাসি' কহে,—''স্বামী না মানে যেই জন ।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন ॥'

শ্রীচৈতন্য মহপ্রভু হেসে উত্তর দিলেন, "যে তার স্বামীকে মানে না, তাকে আমি বেশ্যা বলে মনে করি ।"

[বল্লভ-ভট্টাচার্যের প্রতি মহাপ্রভু]

সেবাভাব

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১০.৯৬

'সেবা' লাগি কোটি 'অপরাধ' নাহি গণি ।
স্ব-নিমিত্ত 'অপরাধাভাসে' ভয় মানি ॥

ভগবানের সেবা করতে গিয়ে যদি আমার কোটি অপরাধও হয়, তার আমি কোন গুরুত্ব দিই না, কিন্তু নিজের সুখের জন্য অপরাধের আভাসকেও আমি ভয় করি ।

[একদিন মহাপ্রভু গম্ভীরার দ্বার রুদ্ধ করে শয়ন করলে তাঁর পাদ-সম্বাহন করার জন্য তাঁর সেবক গোবিন্দ তাঁকে অতিক্রম করে যান, কিন্তু পাদ-সম্বাহন সমাপন করে সেখানেই অবস্থান করেন । পরবর্তীতে মহাপ্রভু জেগে উঠে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি কেন তখনও সেখানে বসে আছেন । গোবিন্দ তখন মহাপ্রভুকে বললেন যে, মহাপ্রভু দ্বার রুদ্ধ করে শয়ন করে আছেন । তখন

মহাপ্রভু পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন যে, মন্দিরে প্রবেশের সময় তিনি যেভাবে মহাপ্রভুকে অতিক্রম করেছিলেন, সেখান থেকে বহির্গমনকালে কেন একইভাবে অতিক্রম করেননি ? এর উত্তরে গোবিন্দ এই পদ্যটি বললেন]

গ্রাম্যবার্তা এবং বৈষ্ণব নিন্দা পরিহার; সবাইকে ভক্তরূপে দর্শন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৩.১৩২-১৩৩

গ্রাম্যবার্তা না শুনে, না কহে জিহ্বায় ।
কৃষ্ণকথা-পূজাদিতে অষ্টপ্রহর যায় ॥
বৈষ্ণবের নিন্দ্য-কর্ম নাহি পাড়ে কাণে ।
সবে কৃষ্ণ ভজন করে,—এইমাত্র জানে ॥

রঘুনাথ ভট্ট কোন রকম জড় জাগতিক কথাবার্তা শুনতেন না বা জিহ্বায় উচ্চারণ করতেন না । কৃষ্ণকথা এবং কৃষ্ণ-পূজায় তাঁর অষ্টপ্রহর অতিবাহিত হত । তিনি কখনও বৈষ্ণবের নিন্দা কানে শুনতেন না, অথবা বৈষ্ণবের অন্যায় আচরণের কথা শুনতেন না । তিনি জানতেন যে সকলেই শ্রীকৃষ্ণের ভজন করছেন । [রঘুনাথ ভট্টের গুণাবলী]

ভগবানকে দর্শনের আর্তি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪.২৮-২৯

তার আর্তি দেখি’ প্রভু কহিতে লাগিলা ।

এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা ॥
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণে ।
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে ॥

সেই রমণীটির আর্তি দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, "এত আর্তি শ্রীজগন্নাথদেব আমাকে দিলেন না । তার দেহ, মন এবং প্রাণ শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনে এতই আবিষ্ট যে, আমার কাঁধে পা দিয়েছে সে সম্বন্ধে তার কোন চেতনাই নাই ।"

[জগন্নাথ মন্দিরে এক স্ত্রী জগন্নাথ দর্শনের জন্য মহাপ্রভুর কাধে পা দিয়ে গরুড়স্তম্ভে আরোহণ করেন । তখন মহাপ্রভুর সেবক গোবিন্দ সেই স্ত্রীকে নিষেধ করতে গেলে মহাপ্রভু তাঁকে বারণ করেন এবং জগন্নাথ দর্শনের জন্য সেই বৃদ্ধার উৎকণ্ঠ ভাবের প্রশংসা করলেন ।]

বৈষ্ণব সদাচার

সমালোচনার ভয়

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮.১

তং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যং রামচন্দ্রপুরীভয়াৎ ।
লৌকিকাহারতঃ স্বং যো ভিক্ষান্নং সমকোচয়ৎ ॥

আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে বন্দনা করি, যিনি রামচন্দ্রপুরীর সমালোচনা ভয়ে তাঁর আহারের মাত্রা হ্রাস করেছিলেন ।

ভক্তদের মধ্যে বড়-ছোট ভেদ

চৈঃ চঃ আদি ১০.৫

যত যত মহান্ত কৈলা তাঁ-সবার গণন ।
কেহ করিবারে নারে জ্যেষ্ঠ-লঘু-ক্রম ॥

সমস্ত মহান ব্যক্তিরা তাঁদের গণনা করলেন, কিন্তু কেউ বিচার করতে পারলেন না কে বড় এবং কে ছোট ।

বহুশাস্ত্রাভ্যাস বর্জনীয়

চৈঃ চঃ আদি ১৬.১১

বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয় ।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥

কেউ যদি বই-এর পোকার মতো বহু গ্রন্থ বা বহু শাস্ত্র পাঠ করে, বহু ভাষ্য শ্রবণ করে এবং বহু মানুষের নির্দেশ গ্রহণ করে, তা হলে তার চিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং সে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা নির্ণয় করতে পারে না ।

[পূর্ববঙ্গে তপন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, যিনি সাধ্য-সাধন নির্ণয় করতে সমর্থ হননি]

বিজাতীয় সঙ্গে ভাব সংবরণ

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৮

এইমত বিপ্রগণ ভাবে মনে মন।
বিজাতীয় লোক দেখি, প্রভু কৈল সম্বরণ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায়ের আচরণ দর্শন করে বৈদিক ব্রাহ্মণেরা যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন বিজাতীয় লোক দেখে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ভাব সংবরণ করলেন।

[গোদাবরী নদীর তীরে মহাপ্রভু ও রামানন্দ রায়ের প্রথম সাক্ষাতের প্রাক্কালে]

'অতিস্তুতি' পরিহার

চৈঃ চঃ মধ্য ১০.১৮২

প্রভু কহে, —'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু', কি কহ সার্বভৌম।
'অতিস্তুতি' হয় এই নিন্দার লক্ষণ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "সার্বভৌম ভট্টাচার্য, আপনি কি বলছেন? 'শ্রীবিষ্ণু' আমাকে রক্ষা করুন ! এই ধরনের 'অতিস্তুতি' নিন্দারই নামান্তর।"

[মহাপ্রভু এবং ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মধ্যবর্তী মধুর বিতর্ক নিরসনার্থে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করলে মহাপ্রভুর

প্রত্যুত্তর]

সন্ন্যাসীর সাবধানতা অবলম্বন

চৈঃ চঃ মধ্য ১২.৫১

শুক্লবস্ত্রে মসি-বিন্দু যৈছে না লুকায়।
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায় ॥

“সাদা কাপড়ে যেমন কালির দাগ লুকায় না, তেমনই সন্ন্যাসীর আচরণে অল্পদোষ দেখলেই লোকেরা সে কথা বলাবলি করে।”

[মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন প্রদানের জন্য রামানন্দ রায় মহাপ্রভুকে অনুরোধ করলে মহাপ্রভুর উত্তর]

ধর্ম-স্থাপনই সাধুর ব্যবহারের উদ্দেশ্য

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭.১৮৪-১৮৫

প্রভু কহে,—“শ্রুতি, স্মৃতি, যত ঋষিগণ ।
সবে ‘এক’-মত নহে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ॥
ধর্ম-স্থাপন-হেতু সাধুর ব্যবহার।
পুরী-গোসাঞির যে আচরণ, সেই ধর্ম সার ॥”

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, “বেদ পুরাণ এবং সমস্ত ঋষিরা সর্বদা এক মত নন। তার ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে। যথার্থ সাধু বা ভক্ত তাদের আচরণের মাধ্যমে প্রকৃত ধর্মের তত্ত্ব

স্থাপন করেন। শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী যেভাবে আচরণ করে গেছেন সেইটিই হচ্ছে ধর্মের সার।”

[সানোড়িয়া ব্রাহ্মণের প্রতি মহাপ্রভু]

জানা সত্ত্বেও প্রশ্ন করা

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১০৫

কৃষ্ণশক্তি ধর তুমি, জান তত্ত্বভাব।
জানি' দার্ঢ্য লাগি' পুছে, — সাধুর স্বভাব॥

তুমি শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ধর, তাই তুমি এই সমস্ত তত্ত্ব জান। কিন্তু কঠোরতার জন্য, নিজে জানা সত্ত্বেও, সাধুর স্বভাব হচ্ছে প্রশ্ন করা। [সনাতন শিক্ষা]

শুদ্ধভক্তের ব্যবহার বিজ্ঞেরও বোধগম্যতার অতীত

চৈঃ চঃ মধ্য ২৩.৩৯

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণ-প্রেম করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।।

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, তাঁর কথা-বার্তা, কার্যকলাপ এবং আচার-আচরণ বিজ্ঞেরাও বুঝতে পারে না।

[সনাতন শিক্ষা]

মর্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.১২৯-১৩০

যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ॥
তথাপি ভক্ত-স্বভাব—মর্যাদা-রক্ষণ।
মর্যাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥

যদিও তুমি জগৎপাবন; যদিও তোমার স্পর্শে দেবতা এবং মুনিরাও পবিত্র হয়; তবুও ভক্তের স্বভাব হচ্ছে মর্যাদা রক্ষা করা। মর্যাদা পালন সাধুর অঙ্গের ভূষণ।

[সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

মর্যাদা লঙ্ঘনের পরিণাম

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.১৩১

মর্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক, পরলোক—দুই হয় নাশ ॥

কেউ যদি মর্যাদা লঙ্ঘন করে তাহলে লোকে তাকে উপহাস করে, এবং তার ফলে তার ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই নাশ হয়।

[সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

মর্যাদা পালনের পরিণাম

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.১৩২

মর্যাদা রাখিলে, তুষ্ট কৈলে মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন্ জন?

এইভাবে মর্যাদা রক্ষা করে তুমি আমাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করলে। তুমি ছাড়া আর কে এইরকম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে ?

[সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

ইতিবাচকতা

চৈঃ চঃ আদি ১৭.৬২-৬৩

শাপিব তোমারে মুঞি, পাঞাছি মনোদুঃখ।
পৈতা ছিণ্ডিয়া শাপে প্রচণ্ড দুর্মুখ ॥
সংসার-সুখ তোমার হউক বিনাশ।
শাপ শুনি' প্রভুর চিত্তে হইল উল্লাস ॥

সেই প্রচণ্ড দুর্মুখ ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন, "আমি মনে দুঃখ পেয়েছি, তাই আমি তোমাকে অভিশাপ দেব।" এই বলে তিনি তাঁর পৈতা ছিঁড়ে তাঁকে অভিশাপ দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে অভিশাপ দিলেন, "তোমার সংসার-সুখ বিনষ্ট হোক।" সেই শাপ শুনে মহাপ্রভু অন্তরে অত্যন্ত উল্লসিত হলেন।

[শ্রীবাস গৃহে রাত্রিকালে সংকীর্তন লীলায় প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে পরদিন এক ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে মহাপ্রভুকে অভিশাপ দেয়]

বৈষ্ণব অপরাধ

একের দোষে দেশের দণ্ড

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.১৬৪

মহান্তের অপমান যে দেশ-গ্রামে হয়।
এক জনার দোষে সব দেশ উজাড়য় ॥

যেখানেই মহান ভগবদ্ভক্তের অপমান হয়, সেখানে একজনের দোষে সমস্ত দেশ উজাড় হয়ে যায়। [হরিদাস ঠাকুরের প্রতি অপরাধের জন্য রামচন্দ্র খাঁনের গ্রাম উজাড় হয়ে যায়]

মত্ত হস্তি

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৫৬

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা চিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥

ভগবদ্ভক্ত যদি এই জড় জগতে ভক্তিলতার সেবা করার সময় কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করেন, তাহলে ভক্তিলতার পাতা শুকিয়ে যায়। এই প্রকার বৈষ্ণব-অপরাধকে মত্ত হস্তীর আচরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। [রূপ শিক্ষা]

ভক্ত নিজের প্রতি অপরাধ গ্রহণ না করলেও ভগবান তা গ্রহণ করেন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.২১২-২১৩

যদ্যপি হরিদাস বিপ্রের দোষ না লইলা।
তথাপি ঈশ্বর তারে ফল ভুঞ্জাইলা ॥
ভক্ত-স্বভাব, — অজ্ঞ-দোষ ক্ষমা করে।
কৃষ্ণ-স্বভাব, — ভক্ত-নিন্দা সহিতে না পারে ॥

যদিও হরিদাস ঠাকুর, বৈষ্ণবোচিত সহনশীলতার ফলে, সেই ব্রাহ্মণের অপরাধ গ্রহণ করেন নি, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তা সহ্য করতে পারলেন না, এবং তাই তিনি তাকে এই অপরাধের দণ্ড দান করলেন। শুদ্ধ ভক্তের স্বভাব হচ্ছে যে তিনি অজ্ঞান মানুষের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন, কিন্তু কৃষ্ণের স্বভাব—তিনি ভক্তের নিন্দা সহ্য করতে পারেন না।

[হরিদাস ঠাকুরের প্রতি গোপাল চক্রবর্তীর অপরাধ]

মহৎ-কৃপা

মহৎ-কৃপার গুরুত্ব কি?

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৫১

মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্মে 'ভক্তি' নয় ।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয় ॥

"শুদ্ধ ভক্তের কৃপা ব্যতীত ভগবদ্ভক্তি লাভ করা সম্ভব নয় । কৃষ্ণভক্তি ত দূরের কথা, তার সংসার বন্ধনও মোচন হয় না ।"

[সনাতন শিক্ষা]

বৈষ্ণবে প্রীতি

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.২৬-২৭

প্রভু কহে, — তুমি কৃষ্ণ-ভকতপ্রধান ।
তোমাকে যে প্রীতি করে, সেই ভাগ্যবান্ ॥
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার ।
এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিবে অঙ্গীকার ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "রামানন্দ রায়, তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণভক্ত; তাই তোমাকে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান । যেহেতু রাজা তোমার প্রতি এত প্রীতিপরায়ণ; তাই কৃষ্ণ অবশ্যই তাঁকে অঙ্গীকার করবেন ।"

[রামানন্দ রায়ের প্রতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রীতিপরায়ণতার কথা রামানন্দ মহাপ্রভুর কাছে বর্ণনা করলে মহাপ্রভু অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে বলতে লাগলেন]

তিন মহাবল

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.৬০-৬৩

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ-জল।
ভক্তভুক্ত-অবশেষ, — তিন মহাবল॥
এই তিন-সেবা হইতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়।।
তাতে বার বার কহি, — শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন সেবন।।
তিন হইতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে 'সাক্ষী' কালিদাস।।

ভক্তের পদধূলি, ভক্তের পা ধোয়া জল এবং ভক্তের ভুক্তাবশিষ্ট—এই তিনটি বস্তু মহাশক্তিশালী। এই তিনের সেবার ফলে কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়। সমস্ত শাস্ত্রে বারবার সে কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই, হে ভক্তগণ, বিশ্বাস সহকারে এই তিনের সেবা করুন। এই তিনের প্রভাবে জীবনের পরম উদ্দেশ্য—কৃষ্ণ-প্রেম লাভ হয়। এইটিই শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রসাদ। তাঁর প্রমাণ কালিদাস স্বয়ং।

কৃপা-যষ্টি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১.২

দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ ।
স্বকৃপা-যষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥

সাধুগণ তাঁদের কৃপা-যষ্টি দান করে দুর্গম পথে মুহুর্মুহু স্খলিত পাদ এবং অন্ধস্বরূপ আমার অবলম্বন হউন ।

ভক্তকৃপায় চৈতন্যলাভ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.১৭০

হরিদাস কৃপা করে তাঁহার উপরে ।
সেই কৃপা 'কারণ' হইল চৈতন্য পাইবারে ।।

হরিদাস ঠাকুরের বিশেষ কৃপা তাঁর উপর বর্ষিত হয়েছিল, এবং এই বৈষ্ণব কৃপার প্রভাবেই পরবর্তীকালে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করেছিলেন ।

[হরিদাস ঠাকুর যখন চান্দপুর গ্রামে বলরাম আচার্যের গৃহে অবস্থান করছিলেন, তখন বালক রঘুনাথ দাস গোস্বামী সেখানে হরিদাস ঠাকুরকে দর্শন করতে আসতেন, এবং এভাবে তাঁর কৃপা প্রাপ্ত হন]

সাধুকৃপা বিনা প্রেম জন্মায় না

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.২৬৬

মায়া-দাসী 'প্রেম' মাগে,—ইথে কি বিষ্ময় ?
'সাধুকৃপা', 'নাম' বিনা 'প্রেম' না জন্মায় ॥

তাই কৃষ্ণদাসী মায়াদেবী যদি এই 'প্রেম ভিক্ষা করেন, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে ? শুদ্ধভক্তের কৃপা এবং ভগবানের নামকীর্তন ব্যতীত ভগবৎ-প্রেম লাভ করা যায় না ।

[হরিদাস ঠাকুরের নিকট মায়াদেবীর কৃষ্ণপ্রেম ভিক্ষা]

বৈষ্ণবে বিশ্বাস

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.৪৮-৪৯

সর্বজ্ঞ-শিরোমণি চৈতন্য ঈশ্বর ।
বৈষ্ণবে তাঁহার বিশ্বাস, জানেন অন্তর ॥
সেইগুণ লঞা প্রভু তাঁরে তুষ্ট হইলা ।
অন্যের দুর্লভ প্রসাদ তাঁহারে করিলা ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্বজ্ঞ-শিরোমণি পরমেশ্বর ভগবান, তাই তিনি জানতেন যে কালিদাস অন্তরে বৈষ্ণবদের প্রতি কত শ্রদ্ধা-পরায়ণ ছিলেন । তাঁর সেই গুণের ফলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে, অন্য সকলের দুর্লভ প্রসাদ তাঁকে দান করেছিলেন । [কালিদাসের মহাপ্রভুর চরণামৃত গ্রহণ]

গুরু-শিষ্য

গুরুতত্ত্ব

চৈঃ চঃ আদি ১.৪৪

যদ্যপি আমার গুরু — চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥

যদিও আমি জানি যে, আমার গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস, তবুও তিনি হচ্ছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রকাশ।

চৈঃ চঃ আদি ১.৪৫

গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥

শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের কৃপাপূর্বক উদ্ধার করেন।

শিক্ষাগুরু তত্ত্ব

চৈঃ চঃ আদি ১.৪৭

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ, — এই দুই রূপ॥

শিক্ষাগুরুকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলে জানতে

হবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে অন্তর্যামী পরমাত্মারূপে ও শ্রেষ্ঠ ভক্তরূপে প্রকাশ করেন।

চৈঃ চঃ আদি ১.৫৮

জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাতে গুরু চৈত্ত্যরূপে।
শিক্ষাগুরু হয় কৃষ্ণ মহান্তস্বরূপে॥

যেহেতু সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মার উপস্থিতি অনুভব করা যায় না, তাই তিনি নিত্যমুক্ত ভগবদ্ভক্তরূপে আমাদের সামনে আবির্ভূত হন। এই গুরুদেব হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণেরই অভিন্ন বিগ্রহ।

আচার্যের মতই সার

চৈঃ চঃ আদি ১২.১০

আচার্যের মত যেই, সেই মত সার।
তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' অসার॥

আচার্যের যে মত, সেই মতই হচ্ছে সার। যে সেই মত লঙ্ঘন করে, সে তৎক্ষণাৎ অসার হয়ে যায়।

গুরুদেবের যোগ্যতা

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.১২৮

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥

যিনি কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা তিনিই 'গুরু', তা তিনি ব্রাহ্মণ হোন, কিম্বা সন্ন্যাসীই হোন অথবা শূদ্রই হোন,তাতে কিছু যায় আসে না।

[রামানন্দ রায়ের প্রতি মহাপ্রভু]

সদগুরুর আচরণ বিধি

চৈঃ চঃ আদি ১২.৫০-৫১

প্রতিগ্রহ কভু না করিবে রাজধন।
বিষয়ীর অন্ন খাইলে দুষ্ট হয় মন॥
মন দুষ্ট হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ।
কৃষ্ণস্মৃতি বিনু হয় নিষ্ফল জীবন॥

আমার গুরুদেব শ্রীঅদ্বৈত আচার্য কখনই ধনী ব্যক্তি বা রাজার কাছ থেকে দান গ্রহণ করেননি। কারণ, গুরু যদি বিষয়ীর কাছ থেকে অন্ন অথবা অর্থ গ্রহণ করেন, তা হলে তাঁর মন দুষ্ট হয়। মন কলুষিত হলে কৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় না; আর কৃষ্ণস্মৃতি যদি ব্যাহত হয়, তা হলে জীবন নিষ্ফল হয়।

[অদ্বৈত আচার্যের সেবক কমলাকান্ত বিশ্বাসের প্রতি মহাপ্রভু]

গুরু আজ্ঞা হয় বলবান্

চৈঃ চঃ মধ্য ১০.১৪৪

ভট্ট কহে,—গুরুর আজ্ঞা হয় বলবান্ ।
গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়ে, শাস্ত্র — প্রমাণ॥

সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, "গুরুদেবের আদেশ সবচাইতে বলবান, তাই গুরুদেবের আদেশ কখনই লঙ্ঘন করা যায় না। এটিই শাস্ত্র প্রমাণ।"

[মহাপ্রভু স্বীয়গুরুভ্রাতা গোবিন্দকে ব্যক্তিসেবায় নিযুক্ত করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর গুরুদেব ঈশ্বর পুরী স্বয়ং গোবিন্দকে আজ্ঞা দিয়েছেন মহাপ্রভুর সেবা করতে। তখন মহাপ্রভু সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে এর সমাধান জিজ্ঞাসা করলে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উত্তর]

গুরু কে?

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.১১৭

শুনি' হর্ষে কহে প্রভু—"কহিলে নিশ্চয়।
যাঁহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি সেই গুরু হয়" ॥

সেই কথা শুনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "হ্যাঁ, তুমি যা বলেছ তাই ঠিক। যার কাছ থেকে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়, তিনিই হচ্ছেন গুরু।"

[মহাপ্রভু শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের পিতা মুকুন্দ দাস প্রশ্ন করলেন, "কে পিতা ? তিনি না রঘুনন্দন ? উত্তরে মুকুন্দ দাস বললেন যে, "রঘুনন্দনই হচ্ছে পিতা এবং আমি তার পুত্র।"]

ভগবানের কৃপার প্রকাশ

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৪৭

কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্যামি-রূপে শিখায় আপনে॥

চৈত্যগুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি যখন কোন ভাগ্যবান ব্যক্তিকে কৃপা করেন, যেন তিনি স্বয়ং তাকে, বাহিরে গুরুরূপে এবং অন্তরে অন্তর্যামীরূপে ভগবদ্ভক্তির শিক্ষা দান করেন। [সনাতন শিক্ষা]

গুরুদেবের কাছে প্রশ্ন করা এবং শ্রবণ করা

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.১২২

সর্ব-দেশ-কাল-দশায় জনের কর্তব্য।
গুরু-পাশে সেই ভক্তি প্রষ্টব্য, শ্রোতব্য॥

তাই সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের, সমস্ত অবস্থায় প্রতিটি মানুষের কর্তব্য সদগুরুর শরণাগত হয়ে সেই ভক্তি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা এবং নিষ্ঠা সহকারে শ্রবণ করা। [প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভু]

দীক্ষা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.১৯২

দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥

দীক্ষার সময়, ভক্ত যখন নিজেকে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উৎসর্গ করেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাকে নিজের বলে গ্রহণ করেন।

[হরিদাস ঠাকুর এবং সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

গুরুদেব কর্তৃক উপেক্ষিত হবার ফল

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮.৯৯

গুরু উপেক্ষা কৈলে, ঐছে ফল হয়।
ক্রমে ঈশ্বর পর্যন্ত অপরাধে ঠেকয়।।

গুরুদেব যদি কাউকে পরিত্যাগ করেন, তাহলে এরকমই ফল হয়—রামচন্দ্রপুরীর মতো, অবশেষে ভগবানের চরণে গিয়ে সেই অপরাধ ঠেকে।

[ঈশ্বর পুরী এবং মহাপ্রভুর প্রতি রামচন্দ্র পুরীর অপরাধ]

গুরুদেব শিষ্যকে পরীক্ষা করেন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.১

বৃন্দাবনাৎ পুনঃ প্রাপ্তং শ্রীগৌরঃ শ্রীসনাতনম্ ।
দেহপাতাদবন্ স্নেহাৎ শুদ্ধং চক্রে পরীক্ষয়া ॥

বৃন্দাবন থেকে আগত সনাতন গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্নেহক্রমে দেহপাত থেকে উদ্ধার করে পরীক্ষা-পূর্বক শুদ্ধ করেছিলেন।

‘দাস’-অভিমান

কৃষ্ণপ্রেমের প্রভাব

চৈঃ চঃ আদি ৬.৫৩

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাস ॥

কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব যে, তা গুরু, সম ও লঘু সকলকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দাস্যভাবে আবিষ্ট করে।

নিত্যানন্দ প্রভুর দাস্য-ভাব

চৈঃ চঃ আদি ৫. ১৩৭

আপনাকে ভৃত্য করি’ কৃষ্ণে প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥

তিনি নিজেকে ভৃত্য বলে মনে করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে প্রভু বলে জানেন। এভাবেই তিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণের কলার কলা বলে মনে করেন।

চৈঃ চঃ আদি ৬.৪৮

নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইলা পাগল ॥

শ্রীনিত্যানন্দ অবধূত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত পার্ষদদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তিনি শ্রীচৈতন্যের দাস্যপ্রেমে পাগল হয়েছিলেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১.২৮

যদ্যপি আপনি হয়ে প্রভু বলরাম।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান॥

যদিও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং বলরাম, তবুও তিনি নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলে মনে করতেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১.২৯

'চৈতন্য' সেব, 'চৈতন্য' গাও, লও 'চৈতন্য'-নাম।
'চৈতন্যে' যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সকলকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নাম গ্রহণ করতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা কীর্তন করতে অনুরোধ করেছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলেছিলেন, "যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে ভক্তি করে, সে আমার প্রাণের মতো প্রিয়।"

অদ্বৈত আচার্যের দাস্য-ভাব

চৈঃ চঃ আদি ৬.৪২-৪৩

চৈতন্যগোসাঞিকে আচার্য করে 'প্রভু'-জ্ঞান।
আপনাকে করেন তাঁর 'দাস'-অভিমান॥

সেই অভিমান-সুখে আপনা পাসরে ।
'কৃষ্ণদাস' হও—জীবে উপদেশ করে ॥

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভু কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে তাঁর প্রভু বলে মনে করেন এবং নিজেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস বলে মনে করেন। সেই অভিমানের আনন্দে তিনি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হন এবং সমস্ত জীবকে উপদেশ দেন, "তোমরা হচ্ছ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস।"

সকলের দাস্যভাবে আনন্দ

চৈঃ চঃ আদি ৬.৪৭

দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ ।
বিধি, ভব, নারদ আর শুক, সনাতন ॥

ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শুক ও সনাতন আদি শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত পার্ষদেরা দাস্যভাবে আনন্দিত।

সকলেই তাঁর দাস

চৈঃ চঃ আদি ৬.৮৫-৮৬

কেহ মানে, কেহ না মানে, সব তাঁর দাস ।
যে না মানে, তার হয় সেই পাপে নাশ ॥
চৈতন্যের দাস মুঞি, চৈতন্যের দাস ।
চৈতন্যের দাস মুঞি, তাঁর দাসের দাস ॥

কেউ তাঁকে মানে আবার কেউ তাঁকে মানে না, তবুও সকলেই তাঁর দাস। যে তাঁকে মানে না, সেই পাপে তার সর্বনাশ হয় । আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস । আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাস এবং তাঁর দাসের অনুদাস ।

কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.১৩৬

কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায় ।
ব্রহ্মলোক-আদি-সুখ তাঁকে নাহি ভায় ॥

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের সৌরভ যে আঘ্রাণ করেছে, তার কাছে ব্রহ্মলোকের সুখও তুচ্ছ বলে মনে হয় ।

অনর্থ

কাম ও প্রেমের পার্থক্য

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৬৪

কাম, প্রেম—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥

কাম ও প্রেমের লক্ষণ বিভিন্ন, ঠিক যেমন লোহার সঙ্গে সোনার পার্থক্য ।

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৭১

অতএব কাম—প্রেমে বহুত অন্তর ।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্মল ভাস্কর ॥

তাই কাম ও প্রেমের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কাম হচ্ছে গভীরতম অন্ধকারের মতো, আর প্রেম সূর্যের মতো উজ্জ্বল।

কাম ও প্রেমের সংজ্ঞা

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৬৫

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতি-বাঞ্ছা—তারে বলি, 'কাম' ।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥

নিজের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনাকে বলা হয় কাম, আর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়ের প্রীতি সাধনের ইচ্ছাকে বলা হয় প্রেম ।

কাষ্ঠ নির্মিত স্ত্রী মূর্তি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২.১১৮

দুর্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয়-গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন ॥

ইন্দ্রিয়গুলি এমনই প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্ত যে কাষ্ঠ নির্মিত স্ত্রী মূর্তি পর্যন্ত মুনিদের চিত্ত হরণ করে।

[ছোট হরিদাসকে পরিত্যাগের কারণ সম্বন্ধে ভক্তগণ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করলে মহাপ্রভুর উত্তর]

ছোট হরিদাসের দণ্ড থেকে ভক্তগণের হৃদয়ে ত্রাস

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২.১৪৪

দেখি' ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেহ ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে ॥

এই দৃষ্টান্ত দর্শন করে সমস্ত ভক্তদের হৃদয়ে ত্রাসের উদয় হল, এবং তারা স্বপ্নে পর্যন্তও স্ত্রী-সম্ভাষণ বর্জন করলেন।

[ছোট হরিদাসের দণ্ড]

প্রতিষ্ঠা

চৈঃ চঃ মধ্য ৪.১৪৬-১৪৭

প্রতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত ।
যে না বাঞ্ছে, তার হয় বিধাতা-নির্মিত ॥
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেলা পলাঞা ।
কৃষ্ণ-প্রেমে প্রতিষ্ঠা চলে সঙ্গে গড়াঞা ।।

এটিই হচ্ছে প্রতিষ্ঠার স্বভাব—বিধাতা যাঁকে প্রতিষ্ঠা দিতে চান, তিনি না চাইলেও তাঁর খ্যাতি সারা জগৎ জুড়ে প্রচারিত হয় । প্রতিষ্ঠার ভয়ে মাধবেন্দ্র পুরী রেমুণা থেকে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু ভগবৎ-প্রেম জনিত প্রতিষ্ঠার এমনই মহিমা যে, তা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে চলে ।

মাৎসর্য

চৈঃ চঃ মধ্য ১৫.২৭৪-২৭৫

সহজে নির্মল এই 'ব্রাহ্মণ'-হৃদয় ।
কৃষ্ণের বসিতে এই যোগ্যস্থান হয় ॥
'মাৎসর্য'-চণ্ডাল কেনে ইহাঁ বসাইলে ।
পরম পবিত্র স্থান অপবিত্র কৈলে ॥

এই ব্রাহ্মণের হৃদয় স্বাভাবিক ভাবেই নির্মল; সেটি শ্রীকৃষ্ণের বসা উপযুক্ত স্থান, কিন্তু সেখানে কেন তুমি মাৎসর্যরূপ চণ্ডালকে বসালে? সেই পরম পবিত্র স্থানকে কেন এইভাবে অপবিত্র

করলে? [সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জামাতা অমোঘের প্রতি মহাপ্রভু]

বিষয় বাসনাকারী—মহামূর্খ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৯.৬৯

তোমার ভজন-ফলে তোমাতে 'প্রেমধন'।
বিষয় লাগি' তোমায় ভজে, সেই মূর্খ জন ॥

কাশীমিশ্র আরও বললেন, "কেউ যখন আপনার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আপনার প্রতি সেবাপরায়ণ হন, তখন তিনি প্রেমরূপ মহাসম্পদ লাভ করেন। কিন্তু কেউ যদি জড় বিষয় লাভের আশায় আপনার সেবা করে, সে মহামূর্খ।"

[মহাপ্রভুর প্রতি কাশী মিশ্র]

বৈরাগ্য বিদ্যা

সমদৃষ্টি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.১৭৯

আমি ত'—সন্ন্যাসী, আমার 'সম-দৃষ্টি' ধর্ম।
চন্দন-পঙ্কেতে আমার জ্ঞান হয় 'সম' ॥

কিন্তু আমি সন্ন্যাসী, তাই আমার কর্তব্য সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া। চন্দনের প্রতি এবং পঙ্কের প্রতি আমি সমবুদ্ধি সম্পন্ন।

[সনাতন গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

মহাপ্রভুর ভক্তদের প্রধান বৈশিষ্ট্য

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.২২০

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তরা বৈরাগ্য প্রধান, এবং তাদের সেই বৈরাগ্য দেখে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত প্রীত হন।

[রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্য প্রসঙ্গে]

মর্কট-বৈরাগ্য পরিত্যাজ্য; বৈরাগীর আভ্যন্তরীণ চেতনা ও বাহ্যিক আচরণ

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬.২৩৮-২৩৯

মর্কট-বৈরাগ্য না কর লোক দেখাঞা ।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ' অনাসক্ত হঞা ॥
অন্তরে নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোকব্যবহার ।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে বললেন, "লোকের কাছে বাহবা পাবার জন্য কপট বৈরাগ্যের অভিনয় কর না; অনাসক্ত হয়ে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর। অন্তরে নিষ্ঠাসহকারে ভগবানের সেবা কর, কিন্তু বাইরে একজন সাধারণ বিষয়ীর মতো আচরণ কর। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তোমার প্রতি অচিরেই সন্তুষ্ট হবেন এবং মায়ার বন্ধন থেকে তোমাকে উদ্ধার করবেন।

[রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বৈরাগ্য প্রসঙ্গে গোবিন্দের প্রতি মহাপ্রভু নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি বলে বৈরাগ্য ধর্মের আদর্শ মান স্থাপন করেন...

বৈরাগীর নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.২২৩

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্তন ।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন রক্ষণ ॥

বৈরাগী সর্বদা নাম-সংকীর্তন করবে, এবং ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করবে।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.২২৬

বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্তন ।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ ॥

বৈরাগীর কর্তব্য—সর্বদা নাম-সংকীর্তন করা, এবং শাক-পাতা, ফল-মূল, যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে উদর-ভরণ করা ।

পরনির্ভরশীল বৈরাগী কৃষ্ণ কর্তৃক উপেক্ষিত

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.২২৪

বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা ।
কার্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা ॥

বৈরাগী হয়ে যে পরের উপর নির্ভর করে, তার কার্যসিদ্ধি হয় না, এবং কৃষ্ণ তাকে উপেক্ষা করেন ।

জিহ্বার লালসা অবশ্য পরিত্যাজ্য

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.২২৫

বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস ।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ ॥

বৈরাগী হয়ে কেউ যদি জিহ্বার লালসা করে, তাহলে তার পরমার্থ সাধন হয় না, এবং সে জিহ্বার রসের বশবর্তী হয় ।

জিহ্বা-শিশ্ন-উদর দমন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.২২৭

জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায় ।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় ॥

জিহ্বার লালসে যে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়ায়, সেই শিশ্নোদর-পরায়ণ ব্যক্তি কখনও কৃষ্ণকে পায় না ।

বাহ্যিক নিষেধ ও আভ্যন্তরীণ বিধি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.২৩৬-২৩৭

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্তা না কহিবে ।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে ।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥

জড় জাগতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে না, এবং সেই সমস্ত বিষয়ে শ্রবণ করবে না। ভাল খাবার খাবে না এবং ভাল কাপড় পরবে না। নিজে কোন রকম সম্মানের প্রত্যাশা না করে অন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে সর্বদা কৃষ্ণনাম গ্রহণ করবে, এবং মানসে বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের সেবা করবে।

[রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রতি মহাপ্রভু]

বিষয়ীর অন্ন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬.২৭৮-২৭৯

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ।।
বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ।
দাতা, ভোক্তা—দুঁহার মলিন হয় মন ॥

বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করলে মন কলুষিত হয়, এবং মন কলুষিত হলে যথাযথভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করা যায় না। বিষয়ীর অন্ন রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত, তাই বিষয়ীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলে, দাতা এবং ভোক্তা দুজনেরই মন মলিন হয়।

[মহাপ্রভুর উক্তি]

কৃষ্ণকথার মাহাত্ম্য

কৃষ্ণকথার অমৃত ধারা

চৈঃ চঃ আদি ২.২

কৃষ্ণোৎকীর্তনগাননর্তনকলাপাথোজনি-ভ্রাজিতা
সদ্ভক্তাবলিহংসচক্রমধুপশ্রেণীবিহারাস্পদম্ ।
কর্ণানন্দিকলধ্বনির্বহতু মে জিহ্বামরুপ্রাঙ্গণে
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধে তব লসল্লীলাসুধাস্বর্ধুনী ॥

হে দয়ার সমুদ্র শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, গঙ্গার অমৃতময় ধারাসদৃশ আপনার অপ্রাকৃত লীলামৃত আমার মরুভূমি-সদৃশ জিহ্বায় প্রবাহিত হোক। এই অমৃতের ধারাকে পরিশোভিত করেছে গান, উচ্চ সংকীর্তন ও নর্তনরূপ পদ্মসমূহ, যা শুদ্ধ ভক্তমণ্ডলীরূপ হংস, চক্রবাক ও ভ্রমরসমূহের বিহারস্থল। এই অমৃতরূপ নদীর প্রবাহ এক মধুর ধ্বনি সৃষ্টি করছে, যা তাঁদের শ্রবণযুগলের পক্ষে পরম আনন্দদায়ক।

অনন্তশেষের নিরন্তর কৃষ্ণ কথা গান

চৈঃ চঃ আদি ৫.১২০-১২১

সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'— ভক্ত অবতার।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥
সহস্র-বদনে করে কৃষ্ণগুণ গান।
নিরবধি গুণ গা'ন, অন্ত নাহি পা'ন ॥

সেই অনন্তশেষ হচ্ছেন ভগবানের ভক্ত-অবতার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা ছাড়া তিনি আর কিছু জানেন না। সমস্র বদনে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন করেন, কিন্তু এভাবেই নিরন্তর কীর্তন করেও তিনি ভগবানের মহিমার অন্ত পান না।

কর্ণেন্দ্রিয়ের প্রকৃত উপযোগ

চৈঃ চঃ মধ্য ২.৩১

কৃষ্ণের মধুর বাণী, অমৃতের তরঙ্গিণী,
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি-ছিদ্র সম, জানিহ সে শ্রবণ,
তার জন্ম হৈল অকারণে॥

শ্রীকৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গের মতো। সেই অমৃত যদি কর্ণকূহরে প্রবেশ না করে, তা হলে সেই কর্ণ কাণাকড়ির ছিদ্রের মতো। অকারণে সেই কর্ণের সৃষ্টি হয়েছে।

কৃষ্ণচরণ লাভের পন্থা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.৬৫

কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ-কীর্তন।
অচিরাৎ পাবে তবে কৃষ্ণের চরণ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে বললেন, "তোমার সমস্ত দুর্বাসনা পরিত্যাগ কর, কেননা সেগুলি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে

আশ্রয় লাভ করার প্রতিকূল। কৃষ্ণনাম শ্রবণ কীর্তনে মগ্ন হও। তাহলে অচিরেই তুমি কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করবে।”

[সনাতন গোস্বামীর পরিকল্পনা ছিল জগন্নাথের রথযাত্রায় দেহত্যাগ করবেন। তাঁর এই পরিকল্পনা পরিত্যাগ করতে মহাপ্রভুর আজ্ঞা]

কৃষ্ণকথায় রুচি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.৯

কৃষ্ণকথায় রুচি তোমার — বড় ভাগ্যবান্ ।
যার কৃষ্ণকথায় রুচি, সেই ভাগ্যবান্ ॥

“আমি দেখতে পাচ্ছি যে কৃষ্ণকথায় তোমার রুচি হয়েছে তাই তুমি মহা ভাগ্যবান্। কৃষ্ণকথায় যার রুচির উদয় হয়েছে সেই ভাগ্যবান্।” [প্রদ্যুম্ন মিশ্রের প্রতি মহাপ্রভু]

চৈতন্য লীলার মাহাত্ম্য

চৈতন্য লীলার ফলশ্রুতি

চৈঃ চঃ আদি ১.১০৭-১০৯

শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম হবে, পাইবে সন্তোষ ॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত-ভক্তি-নাম-প্রেম-রসতত্ত্ব ॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার ॥

কেবল মাত্র বিনীতভাবে তা শ্রবণ করলেই অজ্ঞানতা জনিত হৃদয়ের সমস্ত দোষ খণ্ডন হয় এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর অনুরাগ লাভ হয়। এটিই হচ্ছে শান্তি লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। যদি ধৈর্য সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর মহিমা এবং তাঁদের ভক্ত, ভক্তি, নাম, যশ ও তাঁদের প্রেমময়ী সম্পর্কের মাহাত্ম্য শ্রবণ করা হয়, তা হলে সমস্ত তত্ত্ববস্তুর সার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তাই, আমি যুক্তি ও বিচারপূর্বক এই সমস্ত বিষয় (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে) বর্ণনা করেছি।

নিয়মিত শ্রবণ, কীর্তন, চিন্তন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২.১

শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং নিত্যং গীয়তাং গীয়তাং মুদা ।
চিন্ত্যতাং চিন্ত্যতাং ভক্তাশ্চৈতন্য চরিতামৃতম্ ॥

হে ভক্তগণ, এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নিত্য শ্রবণ করুন, গান করুন এবং আনন্দে চিন্তা করুন ।

অমৃত-সিন্ধু

চৈঃ চঃ আদি ১২.৯৪

গৌরলীলামৃতসিন্ধু—অপার অগাধ ।
কে করিতে পারে তাহাঁ অবগাহ—সাধ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা-সমুদ্র অপরিমেয় ও অগাধ । এমন কেউ আছে কি, যার সেই বিশাল সমুদ্রের পরিমাপ করার সাহস আছে?

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.৮৮-৮৯

শ্রীচৈতন্যলীলা এই -অমৃতের সিন্ধু ।
ত্রিজগৎ ভাসাইতে পারে যার এক বিন্দু ॥
চৈতন্যচরিতামৃত নিত্য কর পান ।
যাহা হৈতে 'প্রেমানন্দ', 'ভক্তিতত্ত্ব-জ্ঞান' ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই লীলা অমৃতের সমুদ্রের মতো, যার এক

বিন্দুতে ত্রিজগৎ ভাসাতে পারে। হে ভক্তগণ, নিরন্তর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার অমৃত পান কর। তার ফলে প্রেমানন্দ আস্বাদন করতে পারবে এবং ভক্তিতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করতে পারবে।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.১০৬-১০৭

চৈতন্যচরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
কর্ণ-মন তৃপ্ত করে যার এক বিন্দু॥
ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই চৈতন্যচরিত্র॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র ঠিক একটি অমৃতের সমুদ্রের মতো, যার এক বিন্দু কর্ণ এবং মনকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করে। যিনি ভবসমুদ্র পার হতে আগ্রহী, তিনি যেন শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতামৃত শ্রবণ করেন।

চৈঃ চঃ আদি ১৬.১১০

চৈতন্য-গোসাঞির লীলা—অমৃতের ধার।
সর্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতের ধারার মতো এবং তা শ্রবণ করার ফলে সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়।

স্বরূপের ভাণ্ডারে রত্নসার

চৈঃ চঃ মধ্য ২.৮৪

চৈতন্যলীলা-রত্ন-সার, স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কন্ঠে ।
তাঁহা কিছু যে শুনিলুঁ, তাহা ইহাঁ বিস্তারিলুঁ,
ভক্তগণে দিলুঁ এই ভেটে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সমস্ত রত্নের সার । স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর ভাণ্ডারে সেই রত্নরাজি ছিল । তিনি তা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কণ্ঠে রেখেছিলেন । তাঁর কাছ থেকে অল্প যেটুকু আমি শ্রবণ করেছি, তা আমি এই গ্রন্থে বর্ণনা করে সমস্ত ভক্তদের কাছে উপহার-স্বরূপ নিবেদন করলাম ।

অদ্ভুত চৈতন্যচরিত

চৈঃ চঃ মধ্য ২.৮৭

যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত ।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥

প্রথমে কেউ যদি তা বুঝতে নাও পারে, কিন্তু বারবার শোনার ফলে তার হৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হবে । এমনই অদ্ভুত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার প্রভাব যে, ধীরে ধীরে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে

ও ব্রজবাসীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম তখন হৃদয়ঙ্গম হবে। তাই সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বারবার এই গ্রন্থ শ্রবণ করার জন্য, যার প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম কল্যাণ সাধিত হবে।

মিশ্রিযুক্ত ঘনদুগ্ধ কর্ণদ্বারা পান করুন

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.৩০৪-৩০৬

সহজে চৈতন্যচরিত্র—ঘনদুগ্ধপূর।
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর ॥
রাধাকৃষ্ণলীলা—তাতে কর্পূর-মিলন।
ভাগ্যবান্ যেই, সেই করে আস্বাদন ॥
যে ইহা একবার পিয়ে কর্ণদ্বারে।
তার কর্ণ লোভে ইহা ছাড়িতে না পারে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিত্র ঘন দুধের মতো, আর রামানন্দ রায়ের চরিত্র মিশ্রির মতো তাতে মিষ্টতা প্রদান করেছে। তাতে আবার রাধাকৃষ্ণের লীলারূপ কর্পূরের মিশ্রণ হয়েছে। যারা ভাগ্যবান, তারাই সেই অমৃত আস্বাদন করতে পারেন। এই অপূর্ব বস্তুটি যিনি একবার তাঁর কর্ণদ্বারা পান করেছেন, তাঁর কর্ণ বারবার সেই অমৃত আস্বাদনের লোভে উন্মত্ত হয়ে তা আর ছাড়তে পারে না।

লোভী ও নির্লজ্জ প্রয়াস

চৈঃ চঃ মধ্য ৯.৩৫৯

অনন্ত চৈতন্যলীলা কহিতে না জানি।
লোভে লজ্জা খাঞা তার করি টানাটানি ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনন্ত। কেউই তা যথাযথভাবে বর্ণনা করতে পারে না, তবুও লোভের বশবর্তী হয়ে, লজ্জার মাথা খেয়ে, তা নিয়ে টানাটানি করি।

কেবল তীরে দাঁড়িয়ে স্পর্শ

চৈঃ চঃ মধ্য ৯.৩৬৩

চৈতন্যচন্দ্রের লীলা—অগাধ, গম্ভীর।
প্রবেশ করিতে নারি,—স্পর্শি রহি' তীর॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অন্তহীন এবং গভীর। তাতে প্রবেশ করার ক্ষমতা আমার নেই, তাই তীরে দাঁড়িয়ে আমি তা কেবল স্পর্শ করি।

অলৌকিক চৈতন্যলীলা শ্রবণে জন্ম এবং দেহ ধন্য

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬.২০১

অলৌকিক লীলা করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যেই ইহা শুনে তাঁর জন্ম, দেহ ধন্য॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অলৌকিক লীলাবিলাস করেন, যিনি তা শোনেন তার জন্ম এবং দেহ ধন্য।

অনন্তদেব সহস্র বদনেও এক একটি লীলার অন্ত খুঁজে পান না

চৈঃ চঃ মধ্য ১৬.২৮৮-২৮৯

এই মত গৌরলীলা – অনন্ত, অপার ।
সংক্ষেপে কহিয়ে, কহা না যায় বিস্তার ॥
সহস্র-বদনে কহে আপনে ‘অনন্ত’ ।
তবু এক লীলার তেঁহো নাহি পায় অন্ত ॥

এইভাবে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু লীলা অনন্ত এবং অপার । সংক্ষেপে আমি তা বর্ণনা করছি । বিস্তারিতভাবে তা বর্ণনা করা সম্ভব নয় । অনন্তদেব সহস্র বদনে নিরন্তর ভগবানের লীলা বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তবুও তিনি এক একটি লীলার অন্ত খুঁজে পান না ।

শক্তি অনুসারে চৈতন্যলীলা প্লাবনে সাঁতার

চৈঃ চঃ মধ্য ১৭.২৩৩

জগৎ ভাসিল চৈতন্যলীলার পাথারে ।
যাঁর যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলারূপ বন্যায় জগৎ ভেসে গেল, যার যত শক্তি সেই অনুসারে তিনি সেই প্লাবনে সাঁতার কাটতে পারেন ।

অক্ষয় সরোবরে মনো-হংসের বিচরণ

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.২৭১

কৃষ্ণলীলা অমৃত-সার, তার শত শত ধার,
দশদিকে বহে যাহা হৈতে ।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনো-হংস চরাহ' তাহাতে ॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমস্ত অমৃতের সারাতিসার । তা শত শত ধারায় দশদিকে প্রবাহিত হয় । শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা এক অক্ষয় সরোবর স্বরূপ, তোমার মনরূপ হংসকে সেই সরোবরে বিচরণ করাও ।

মাধুর্য-প্রাচুর্য মিশ্রণ

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.২৭৭

চৈতন্যলীলা—অমৃতপূর, কৃষ্ণলীলা—সুকর্পূর,
দুহে মিলি' হয় সুমাধুর্য ।
সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে,
সেই জানে মাধুর্য-প্রাচুর্য ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতময় এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলা কর্পূরের মতো। যখন এই দুয়ের মিলন হয়, তখন তার স্বাদ হয় অত্যন্ত মধুর । সাধু-গুরু-প্রসাদে তা যিনি আস্বাদন করেন, তিনিই সেই মাধুর্যের প্রাচুর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন ।

ভক্তের প্রকৃত পুষ্টি

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.২৭৮

যে লীলা-অমৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে,
তবে ভক্তের দুর্বল জীবন ।
যার একবিন্দু-পানে, উৎফুল্লিত তনুমনে,
হাসে, গায়, করয়ে নর্তন ॥

অন্ন খেয়ে মানুষ পুষ্ট হয়, কিন্তু ভক্ত যদি সাধারণ মানুষের মতো কেবল অন্ন খায় কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলামৃত আস্বাদন না করে, তাহলে সে দুর্বল হয়ে চিন্ময় স্তর থেকে অধঃপতিত হয় । কিন্তু কেউ যদি কৃষ্ণলীলামৃতের একবিন্দুও পান করেন, তাহলে তাঁর দেহ ও মন উৎফুল্লিত হয়, এবং তিনি প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে হাসেন, গান করেন এবং নৃত্য করেন ।

এই অমৃত পানের শর্তদ্বয়

চৈঃ চঃ মধ্য ২৫.২৭৯

এ অমৃত কর পান, যার সম নাহি আন,
চিত্তে করি' সুদৃঢ় বিশ্বাস ।
না পড়' কুতর্ক-গর্তে, অমেধ্য কর্কশ আবর্তে,
যাতে পড়িলে হয় সর্বনাশ ॥

হৃদয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে এই অতুলনীয় অমৃত পান কর ।

কুতর্করূপ গর্তে অথবা অপবিত্র কর্কশ আবর্তে পতিত হয়ো না -তাতে পড়লে তোমার সর্বনাশ হবে ।

চৈতন্য লীলার স্বভাব

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.২৬৭

চৈতন্য-গোসাঞির লীলার এই ত' স্বভাব ।
ত্রিভুবন নাচে, গায়, পাঞা প্রেমভাব ॥ ২৬৭ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার প্রভাবে ত্রিভুবন প্রেমভাব প্রাপ্ত হয়ে মহা আনন্দে নৃত্য করে, গান গায় । এইটিই তাঁর লীলার স্বভাব ।

ইক্ষুদণ্ডসম

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪.২৩৮

চৈতন্যচরিত্র এই—ইক্ষুদণ্ড-সম ।
চর্বণ করিতে হয় রস-আস্বাদন ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই চরিত্র কথা আখের মতো; যা শ্রবণ করলে অপ্রাকৃত রস আস্বাদন করা যায় ।

ভক্তিতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.১৬২-১৬৩

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-লীলা—অমৃতের সার ।
একলীলা-প্রবাহে বহে শত-শত ধার ॥

শ্রদ্ধা করি' এই লীলা যেই পড়ে, শুনে।
গৌরলীলা, ভক্তি-ভক্ত-রস তত্ত্ব জানে ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতের সার, তাঁর এক একটি লীলা-প্রবাহের শত শত ধারা। যে শ্রদ্ধা সহকারে এই লীলা শ্রবণ করে বা পাঠ করে, সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার ভক্তিতত্ত্ব, ভক্ততত্ত্ব এবং রসতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

নিত্য-নতুন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯.১১১

চৈতন্য চরিতামৃত – নিত্য-নূতন।
শুনিতে শুনিতে জুড়ায় হৃদয় শ্রবণ ।।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত নিত্য নতুন। সবসময় তা শুনলে হৃদয় এবং শ্রবণ জুড়িয়ে যায়।

চৈতন্যলীলা শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গমের পন্থা

অভক্তের দর্শন অসম্ভব

চৈঃ চঃ আদি ৩.৮৫-৮৬

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব।
অলৌকিক, কর্ম, অলৌকিক অনুভাব॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্যের কিরণ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক কার্যকলাপ এবং অলৌকিক ভক্তিভাবের প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু অভক্তেরা তা দেখেও দেখতে পায় না, ঠিক যেমন পেঁচা সূর্যের কিরণ দেখতে পায় না।

হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ধারণ

চৈঃ চঃ আদি ৪.২৩৩

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ॥

যে মানুষ তাঁর হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে

চৈতন্যলীলা শ্রবণ ও হৃদয়ঙ্গমের পন্থা

অভক্তের দর্শন অসম্ভব

চৈঃ চঃ আদি ৩.৮৫-৮৬

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব ।
অলৌকিক, কর্ম, অলৌকিক অনুভাব ॥
দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ ।
উলূকে না দেখে যেন সূর্যের কিরণ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অলৌকিক কার্যকলাপ এবং অলৌকিক ভক্তিভাবের প্রকাশ প্রত্যক্ষভাবে দেখতে পাওয়া যায় । কিন্তু অভক্তেরা তা দেখেও দেখতে পায় না, ঠিক যেমন পেঁচা সূর্যের কিরণ দেখতে পায় না ।

হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ধারণ

চৈঃ চঃ আদি ৪.২৩৩

হৃদয়ে ধরয়ে যে চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
এসব সিদ্ধান্তে সেই পাইবে আনন্দ ॥

যে মানুষ তাঁর হৃদয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে

ধারণ করেছেন, তিনি এই সকল অপ্রাকৃত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করে আনন্দে মগ্ন হবেন।

শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ

চৈঃ চঃ অন্ত ১১.১০৭

ভবসিন্ধু তরিবারে আছে যার চিত্ত।
শ্রদ্ধা করি' শুন সেই চৈতন্যচরিত্র ॥

যিনি ভবসমুদ্র পার হতে আগ্রহী, তিনি যেন শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতামৃত শ্রবণ করেন।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯.১১০

শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ।
খণ্ডিবে অ্যাধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি-দুঃখ ॥

শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত বিষয় শোন, কেননা, তা শুনতে মহাসুখ। তা শোনার ফলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এবং কুতর্ক আদি সমস্ত দুঃখ দূর হবে।

গৌরভক্তের সঙ্গফলেই গৌর-লীলা-তত্ত্ব বোধগম্য হয়

চৈঃ চঃ মধ্য ২.৮৩

কহিবার কথা নহে, কহিলে কেহ না বুঝয়ে,
ঐছে চিত্র চৈতন্যের রঙ্গ।

সেই সে বুঝিতে পারে, চৈতন্যের কৃপা যাঁরে,
হয় তাঁর দাসানুদাস-সঙ্গ ॥

এটি সর্বসমক্ষে বলার মতো কথা নয়, কেন না তা বলা হলেও কেউ তা বুঝতে পারবে না। এমনই অদ্ভুত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা। যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় তাঁর দাসানুদাসের সঙ্গ লাভ করেছেন, তিনি এই তত্ত্ব বুঝতে পারেন।

বারবার শ্রবণ

চৈঃ চঃ মধ্য ২.৮৭

যেবা নাহি বুঝে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত ॥

প্রথমে কেউ যদি তা বুঝতে নাও পারে, কিন্তু বারবার শোনার ফলে তার হৃদয়েও কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হবে। এমনই অদ্ভুত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার প্রভাব যে, ধীরে ধীরে ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে ও ব্রজবাসীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেম তখন হৃদয়ঙ্গম হবে। তাই সকলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বারবার এই গ্রন্থ শ্রবণ করার জন্য, যার প্রভাবে ধীরে ধীরে পরম কল্যাণ সাধিত হবে।

অলৌকিক লীলায় অবিশ্বাসী ব্যক্তির পরিণতি

চৈঃ চঃ মধ্য ৭.১১১

অলৌকিক-লীলায় যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক, পরলোক তার হয় নাশ ॥

মহাপ্রভুর অলৌকিক লীলায় যার বিশ্বাস হয় না, তার ইহলোক এবং পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয়।

বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহু-দূর

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.৩০৮-৩০৯

চৈতন্যের গূঢ়তত্ত্ব জানি ইহা হৈতে।
বিশ্বাস করি' শুন, তর্ক না করিহ চিত্তে ॥
অলৌকিক লীলা এই পরম নিগূঢ়।
বিশ্বাসে পাইয়ে, তর্কে হয় বহু-দূর ।।

গ্রন্থকার সমস্ত পাঠকদের অনুরোধ করেছেন, তর্ক না করে বিশ্বাস সহকারে এই আলোচনা পাঠ করতে, তার ফলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গূঢ়তত্ত্ব জানতে পারা যাবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই অলৌকিক লীলা অত্যন্ত গোপনীয়। বিশ্বাসের দ্বারা তার মর্ম উপলব্ধি করা যায়, তা না হলে তর্ক করে তা কখনও বোঝা যাবে না।

তর্কে হবে বিপরীত

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২.১৭১

বিশ্বাস করিয়া শুন চৈতন্যচরিত ।
তর্ক না করিহ, তর্কে হবে বিপরীত ॥

দয়া করে বিশ্বাস সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা শ্রবণ করুন । তর্ক করবেন না, তর্ক করলে তার ফল বিপরীত হবে ।

তর্কের অগোচর তাঁর রীতি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৩.২২৮

তর্ক না করিহ, তর্কাগোচর তাঁর রীতি ।
বিশ্বাস করিয়া শুন করিয়া প্রতীতি ॥

সেই ঘটনা শ্রবণ করে শুষ্ক যুক্তির ভিত্তিতে তর্ক করো না, কেননা সেই সমস্ত ঘটনা তর্কের অগোচর । তাই বিশ্বাস সহকারে তা শ্রবণ কর ।

‘মুর্খরাজ’ তার্কিক

চৈঃ চঃ মধ্য ১৮.২২৭

যেই তর্ক করে ইহাঁ, সেই ‘মুর্খরাজ’ ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পাড়ে বাজ ॥

এই বিষয়ে যেই তর্ক করে, সেই ‘মুর্খরাজ’ । সে স্বেচ্ছায় তার মাথায় বজ্রপাত করে ।

'ধীর' ভক্তরাই কেবল বুঝতে পারে

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২.১৭০

মধুর চৈতন্যলীলা সমুদ্র গম্ভীর ।
লোকে নাহি বুঝে, বুঝে যেই 'ভক্ত' 'ধীর' ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অমৃতের মতো মধুর, এবং সমুদ্রের মতো গম্ভীর । সাধারণ মানুষ সেই লীলার মহিমা বুঝতে পারে না; 'ধীর' ভক্তরাই কেবল তা বুঝতে পারে ।

ভগবানের লীলা শ্রবণে ভক্তের মনোভাব

চৈঃ চঃ মধ্য ৯.১২৫

আমি জীব,—ক্ষুদ্রবুদ্ধি, সহজে অস্থির ।
ঈশ্বরের লীলা—কোটিসমুদ্র-গম্ভীর ॥

ব্যেঙ্কটভট্ট তখন স্বীকার করলেন, "আমি একটি ক্ষুদ্রবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ জীব, এবং স্বাভাবিকভাবে অস্থির । আর ভগবানের লীলা কোটিসমুদ্রের মতো গম্ভীর ।" [মহাপ্রভুর প্রতি ব্যেঙ্কটভট্ট]

অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃতের অগোচর

চৈঃ চঃ মধ্য ৯.১৯৪

অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর ।
বেদ-পুরাণেতে এই কহে নিরন্তর ॥

"অপ্রাকৃত বস্তু প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের গোচরীভূত নয়। সমস্ত বেদ এবং পুরাণে নিরন্তর এই সিদ্ধান্তই প্রতিপন্ন হয়েছে।"

[মাদুরাইতে রামভক্ত ব্রাহ্মণের প্রতি মহাপ্রভু]

মাৎসর্য পরিত্যাগ

চৈঃ চঃ মধ্য ৯.৩৬১

চৈতন্যচরিত শুন শ্রদ্ধা-ভক্তি করি'।
মাৎসর্য ছাড়িয়া মুখে বল 'হরি' 'হরি'॥

দয়া করে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অপ্রাকৃত-লীলা শ্রবণ করুন এবং মাৎসর্য পরিত্যাগ করে মুখে 'হরি' 'হরি' বলুন।

চৈতন্যচরিত বিচার

চৈঃ চঃ মধ্য ৯.৩৬৪

চৈতন্যচরিত শ্রদ্ধায় শুনে যেই জন।
যতেক বিচারে, তত পায় প্রেমধন॥

শ্রদ্ধা-সহকারে যিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা যতই শ্রবণ করেন এবং বিচার করেন, ততই তিনি ভগবৎ-প্রেমরূপ মহাসম্পদ লাভ করেন।

কেবল মহাপ্রভুর দ্বারা শক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই তা বুঝতে এবং বর্ণনা করতে পারেন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৪.৬

বুঝিতে না পারি যাহা, বর্ণিতে কে পারে ?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যাঁরে ॥

যা বোঝা যায় না তা বর্ণনা কে করতে পারে ? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁকে শক্তি দেন তিনিই বুঝতে পারেন এবং বর্ণনা করতে পারেন ।

ভাগ্যহীন ব্যক্তি শুনলেও অবিশ্বাস করে

চৈঃ চঃ মধ্য ১৮.২২৫-২২৬

অলৌকিক-লীলা প্রভুর অলৌকিক-রীতি ।
শুনিলেও ভাগ্যহীনের না হয় প্রতীতি ॥
আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা 'অলৌকিক' জান' ।
শ্রদ্ধা করি' শুন ইহা, 'সত্য' করি' মান' ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা এবং রীতি অলৌকিক । যারা ভাগ্যহীন, তারা তা শুনলেও বিশ্বাস করতে পারে না। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবকিছুই অলৌকিক বলে জেনো । শ্রদ্ধা সহকারে তা শ্রবণ কর, এবং তা সত্য বলে মনে কর ।

আম্র-পল্লব কোকিলের কাছে প্রিয়, উটের কাছে নয়

চৈঃ চঃ আদি ৪.২৩৪-২৩৫

এ সব সিদ্ধান্ত হয় আম্রের পল্লব।
ভক্তগণ-কোকিলের সর্বদা বল্লভ।
অভক্ত-উষ্ট্রের ইথে না হয় প্রবেশ।
তবে চিত্তে হয় মোর আনন্দ-বিশেষ।

এই সমস্ত সিদ্ধান্তগুলি হচ্ছে নব বিকশিত আম্র-পল্লবের মতো; সেগুলি কোকিলের মতো ভক্তদের কাছে সর্বদা অত্যন্ত প্রিয়। উষ্ট্রের মতো অভক্তেরা এই সমস্ত আলোচনায় প্রবেশ করতে পারে না। তাই আমার হৃদয়ে বিশেষ আনন্দ হচ্ছে।

কাষ্ঠের পুতলী

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২.৮৫

কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
ঈশ্বর-চরিত্র কিছু বুঝন না যায়॥

যাদুকর যেভাবে কাঠের পুতুল নাচায়, তেমনইভাবে ভগবান সকলকে নাচান। পরমেশ্বর ভগবানের চরিত্র বোঝা কার পক্ষে সম্ভব ?

ঈশ্বর-তত্ত্ব কিভাবে জানা যায় ?

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.৮৩

ঈশ্বরের কৃপা-লেশ হয় ত' যাহারে ।
সেই ত' ঈশ্বর-তত্ত্ব জানিবারে পারে ॥

গোপীনাথ আচার্য আরও বললেন—"ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের ফলে যিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন, তিনিই কেবল পরমেশ্বর ভগবানের তত্ত্ব জানতে পারেন ।"

ফলশ্রুতি

হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব শ্রবণের ফল

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.১০১

এই ত কহিলুঁ হরিদাসের বিজয় ।
যাহার শ্রবণে কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয় ।

এইভাবে আমি হরিদাস ঠাকুরের জয়যুক্ত অপ্রকটলীলা বর্ণনা করলাম, যা শ্রবণ করলে শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি লাভ হয় ।

মহাপ্রভুর জন্মলীলা শ্রবণের ফল

চৈঃ চঃ আদি ১৩.১২২

ঐছে প্রভু শচী-ঘরে, কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।
গৌরপ্রভু দয়াময়, তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে শচীদেবীর গৃহে আবির্ভূত হয়েছিলেন । যিনি তাঁর এই জন্মলীলা শ্রবণ করেন, তাঁর প্রতি দয়াময় গৌরপ্রভু অত্যন্ত সদয় হন এবং সেই ব্যক্তি তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় লাভ করেন ।

ত্রিতাপ ও কুতর্কাদি দুঃখ দূর

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৯.১১০

শ্রদ্ধা করি’ শুন ইহা, শুনিতে মহাসুখ ।
খণ্ডিবে অ্যাধ্যাত্মিকাদি কুতর্কাদি-দুঃখ ॥

শ্রদ্ধা সহকারে এই সমস্ত বিষয় শোন, কেননা, তা শুনতে মহাসুখ । তা শোনার ফলে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এবং কুতর্ক আদি সমস্ত দুঃখ দূর হবে ।

‘প্রেমবিবর্ত’ শ্রবণের ফল

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১২.১৫৪

জগদানন্দের ‘প্রেমবিবর্ত’ শুনে যেই জন ।
প্রেমের ‘স্বরূপ’ জানে, পায় প্রেমধন ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে জগদানন্দ পণ্ডিতের প্রেমের বিবর্ত, অথবা জগদানন্দ পণ্ডিত রচিত ‘প্রেমবিবর্ত’ যিনি শ্রবণ করেন, তিনিই প্রেমের স্বরূপ জানতে পারেন এবং কৃষ্ণপ্রেমরূপ মহা সম্পদ লাভ করেন ।

মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য

মহাপ্রসাদ উপেক্ষা করা অনুচিত

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.১৯

সংখ্যা-কীর্তন পূরে নাহি, কেমতে খাইব?
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ, কেমতে উপেক্ষিব?

আমার সংখ্যাপূর্বক নাম সমাপ্ত হয়নি, তাই আমি খাব কি করে ? অথচ তুমি মহাপ্রসাদ নিয়ে এসেছ, তাও বা আমি উপেক্ষা করব কি করে ?

[মহাপ্রভু তাঁর সেবক গোবিন্দকে দিয়ে হরিদাস ঠাকুরের জন্য জগন্নাথের মহাপ্রসাদ প্রেরণ করলে হরিদাস ঠাকুরের উক্তি]

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মহাপ্রসাদে বিশ্বাস

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.২৩১

আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব অভিলাষ।
সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন—“আজ আমার সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হল, কেননা আজ আমি দেখলাম যে, জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের প্রতি সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গভীর বিশ্বাস জন্মেছে।”

একদিন প্রাতকালে মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শন করে সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জন্য মহাপ্রসাদ নিয়ে এলে সার্বভৌম তৎক্ষণাৎ তাঁর প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন ব্যতিরেকেই সেই মহাপ্রসাদ বন্দনা করলেন এবং তা গ্রহণ করলেন। তাঁর এই আচরণে অতীব প্রসন্ন হয়ে মহাপ্রভু নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি বললেন...

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.২৩৩

আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন॥

আজ কৃষ্ণ তোমার দেহাদি-বন্ধন থেকে মুক্ত করলেন, এবং আজ তুমি মায়ার বন্ধন ছিন্ন করলে।

চৈঃ চঃ মধ্য ৬.২৩৪

আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তি-যোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ-ধর্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ॥

আজ তোমার মন শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করল, কেননা বৈদিক বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করে তুমি প্রসাদ ভক্ষণ করেছ।

রাগমার্গ এবং বিধিমার্গ

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.১১১

রাজা কহে,—উপবাস, ক্ষৌর —তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাইব অন্ন-পান॥

রাজা তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তীর্থে এসে উপবাস করা, ক্ষৌরকর্ম করা, ইত্যাদির বিধান শাস্ত্রে রয়েছে। এঁরা তা না করে কেন খাওয়া-দাওয়া করছেন ?"

[বঙ্গদেশ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ পুরীধামে এসে শাস্ত্রনির্দেশানুসারে উপবাস এবং ক্ষৌরকর্ম না করে সরাসরি মহাপ্রভু দত্ত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। এতে দ্বিধান্বিত মহারাজ প্রতাপরুদ্র এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মধ্যে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি আলোচিত হয়েছিল।]

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.১১২

ভট্ট কহে,—তুমি যেই কহ, সেই বিধি-ধর্ম।
এই রাগমার্গে আছে সূক্ষ্মধর্ম-মর্ম॥

ভট্টাচার্য রাজাকে বললেন, "আপনি যা বলছেন সেটি বিধি-ধর্ম, কিন্তু তা ছাড়া আর একটি মার্গ রয়েছে যাকে বলা হয় রাগমার্গ, এবং তাতে ধর্ম অনুশীলনের একটি সূক্ষ্ম মর্ম রয়েছে।"

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.১১৩

ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা — ক্ষৌর, উপোষণ।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা — প্রসাদ-ভোজন॥

শাস্ত্রের যে মস্তক মুণ্ডন এবং উপবাস ইত্যাদি করার নির্দেশ রয়েছে, সেগুলি ভগবানের পরোক্ষ নির্দেশ। কিন্তু ভগবানের প্রসাদ গ্রহণ করা ছিল মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ আদেশ তাই

স্বাভাবিকভাবেই ভক্তরা প্রসাদ গ্রহণ করাকেই তাঁদের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.১১৪

তাহাঁ উপবাস, যাহাঁ নাহি মহাপ্রসাদ ।
প্রভু-আজ্ঞা-প্রসাদ-ত্যাগে হয় অপরাধ ॥

“যেখানে মহাপ্রসাদ নেই সেখানেই উপবাস করতে হয়, কিন্তু ভগবান নিজে যখন প্রসাদ গ্রহণ করতে বলছেন, তখন সেই প্রসাদ যদি ত্যাগ করা হয় তাহলে অপরাধ হয় ।”

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.১১৫

বিশেষে শ্রীহস্তে প্রভু করে পরিবেশন ।
এত লাভ ছাড়ি’ কোন্ করে উপোষণ ॥

বিশেষ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নিজের হাতে সেই প্রসাদ পরিবেশন করছেন, তখন সেই পরম সৌভাগ্য ত্যাগ করে কে উপবাস করবে?

চৈঃ চঃ মধ্য ১১.১১৭

যাঁরে কৃপা করি’ করেন হৃদয়ে প্রেরণ ।
কৃষ্ণাশ্রয় হয়, ছাড়ে বেদ-লোক—ধর্ম ॥

যাকে কৃপা করে তিনি হৃদয়ে প্রেরণা দেন, তিনিই ঐকান্তিভাবে কৃষ্ণের চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সবরকম বৈদিক আচার

এবং লৌকিক আচার পরিত্যাগ করেন ।

বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট গ্রহণ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.৫৮

তাতে 'বৈষ্ণবের ঝুটা' খাও ছাড়ি' ঘৃণা-লাজ ।
যাহা হৈতে পাইবা নিজ বাঞ্ছিত সব কাজ ॥

তাই, সমস্ত ঘৃণা এবং লজ্জা পরিত্যাগ করে, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ কর, তাহলে তোমার সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হবে ।

[সাধকদের প্রতি গ্রন্থকর্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর নির্দেশ । কালিদাসের বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট গ্রহণ আখ্যান]

মহাপ্রভুর মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য বর্ণন

[একদিন জগন্নাথ মন্দিরে মহাপ্রসাদ গ্রহণকালে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলির দ্বারা মহাপ্রভু মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন]

মহাপ্রসাদ এবং মহা-মহাপ্রসাদ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.৫৯

কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম।
'ভক্তশেষ' হৈলে 'মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান' ॥

শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্টকে বলা হয় মহাপ্রসাদ, এবং তা যখন ভক্ত কর্তৃক আস্বাদিত হয় তখন তাকে বলা হয় মহা-মহাপ্রসাদ।

ব্রহ্মাদি-দুর্লভ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.৯৭

প্রভু কহে,—"এই যে দিলা কৃষ্ণাধরামৃত।
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ এই নিন্দয়ে 'অমৃত' ॥"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাদের বললেন, "তোমরা যে আমাকে শ্রীকৃষ্ণের এই অধরামৃত দিলে তা ব্রহ্মার দুর্লভ এবং তা অমৃতকেও পর্যন্ত নিন্দা করে।"

মহাপ্রসাদ সেবনকারী মহাভাগ্যবান

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.৯৮

কৃষ্ণের যে ভুক্ত-শেষ, তার 'ফেলা'—নাম ।
তার এক 'লব' যে পায়, সেই ভাগ্যবান্ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভুক্তাবশিষ্টকে বলা হয় 'ফেলা', এবং তার লব মাত্রও যে পায় সে মহাভাগ্যবান ।

কেবল কৃষ্ণের পূর্ণকৃপা প্রাপ্ত ব্যক্তিই মহাপ্রসাদ প্রাপ্তির যোগ্য

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.৯৯

সামান্য ভাগ্য হৈতে তার প্রাপ্তি নাহি হয় ।
কৃষ্ণের যাঁতে পূর্ণকৃপা, সেই তাহা পায় ॥

অসাধারণ ভাগ্য না থাকলে তা পাওয়া যায় না । যাঁর প্রতি শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণরূপে কৃপা করেন, সেই তা পায় ।

সুকৃতির সংজ্ঞা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.১০০

'সুকৃতি'—শব্দে কহে 'কৃষ্ণকৃপা-হেতু পুণ্য' ।
সেই যাঁর হয়, 'ফেলা' পায় সেই ধন্য ॥

'সুকৃতি' শব্দের অর্থ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা-জনিত পুণ্য । সেই সুকৃতি

লাভ করে যে ধন্য হয়েছে, সেই কৃষ্ণের 'ফেলা' পায়।

মহাপ্রসাদের অলৌকিক গন্ধ এবং আস্বাদন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.১১০

সেই দ্রব্যে এত আস্বাদ, গন্ধ লোকাতীত।
আস্বাদ করিয়া দেখ, — সবার প্রতীত॥

কিন্তু সেই সমস্ত দ্রব্যের এত আস্বাদন, এমন অলৌকিক গন্ধ। তোমরা আস্বাদন করে দেখ, তাহলেই সকলে বুঝতে পারবে।

মহাপ্রসাদের গন্ধেই জড়-বিষয়-বিস্মৃতি

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.১১১

আস্বাদ দূরে রহু, যার গন্ধে মাতে মন।
আপনা বিনা অন্য মাধূর্য করায় বিস্মরণ॥

আস্বাদন করা দূরে থাক, যার গন্ধে মন মাতে এবং তার মাধূর্য ব্যতীত অন্য সব কিছুর কথা ভুলিয়ে দেয়।

কৃষ্ণাধর স্পর্শ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.১১২

তাতে এই দ্রব্যে কৃষ্ণাধর-স্পর্শ হৈল।
অধরের গুণ সব ইহাতে সঞ্চারিল॥

তাই বুঝতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অধরের দ্বারা এই সমস্ত দ্রব্য স্পর্শ করেছেন, এবং তাঁর অধরের সমস্ত গুণ এতে সঞ্চারিত হয়েছে।

ভক্তিবৃক্ষ

ভক্তিবৃক্ষে মহাপ্রভুর পদবী কি?

চৈঃ চঃ আদি ৯.৬

মালাকারঃ স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেমামরতরতরুঃ স্বয়ম্ ।
দাতা ভোক্তা তৎফলানাং যস্তং চৈতন্যমাশ্রয়ে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজেই হচ্ছেন কৃষ্ণপ্রেমরূপ অপ্রাকৃত তরু, তার মালাকার এবং সেই বৃক্ষের ফলসমূহের দাতা ও ভোক্তা, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি আশ্রয় করি ।

বিশ্বম্ভর নামের সার্থকতা

চৈঃ চঃ আদি ৯.৭

প্রভু কহে, আমি ‘বিশ্বম্ভর’ নাম ধরি ।
নাম সার্থক হয়, যদি প্রেমে বিশ্ব ভরি ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভাবলেন, “আমার নাম বিশ্বম্ভর, অর্থাৎ ‘সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা’ । সেই নাম সার্থক হয়, যদি ভগবৎ-প্রেমে আমি সমগ্র বিশ্ব ভরে দিতে পারি ।”

ইচ্ছারূপ বারি সিঞ্চন

চৈঃ চঃ আদি ৯.৯

শ্রীচৈতন্য মালাকার পৃথিবীতে আনি’ ।
ভক্তি-কল্পতরু রোপিলা সিঞ্চি’-ইচ্ছা-পানি ॥

এভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তি-কল্পতরু পৃথিবীতে আনয়ন করে তার মালাকার হলেন । তিনি সেই বীজ রোপণ করে তাতে ইচ্ছারূপ বারি সিঞ্চন করলেন ।

তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাব

চৈঃ চঃ আদি ৯.১২

নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে মালী হঞা স্কন্ধ হয় ।
সকল শাখার সেই স্কন্ধ মূলাশ্রয় ॥

তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ভগবান একাধারে সেই বৃক্ষের মালী ও স্কন্ধ। সেই স্কন্ধ হচ্ছে সমস্ত শাখার মূল আশ্রয় ।

সর্ব অঙ্গে ফল

চৈঃ চঃ আদি ৯.২৫

উড়ুম্বর-বৃক্ষ যেন ফলে সর্ব অঙ্গে ।
এই মত ভক্তিবৃক্ষে সর্বত্র ফল লাগে ॥

একটি বৃহৎ ডুমুর বৃক্ষের সর্ব অঙ্গে যেমন ফল ধরে, তেমনই

ভক্তিবৃক্ষের সর্ব অঙ্গেও ফল ধরে।

বিনামূল্যে ফল বিতরণ

চৈঃ চঃ আদি ৯.২৭

পাকিল যে প্রেমফল অমৃত-মধুর।
বিলায় চৈতন্যমালী, নাহি লয় মূল ॥

ফলগুলি পেকে অমৃতের থেকেও মধুর হল। মালাকার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কোন মূল্য না নিয়ে সেগুলি বিতরণ করলেন।

একটি ফলের মূল্য

চৈঃ চঃ আদি ৯.২৮

ত্রিজগতে যত আছে ধন-রত্নমণি।
একফলের মূল্য করি' তাহা নাহি গণি ॥

ত্রিজগতের সমস্ত ধন-রত্ন, মণি-মাণিক্য একত্রিত করলেও তার মূল্য ভক্তিবৃক্ষের একটি অমৃত ফলের সমতুল্য হতে পারে না।

নির্বিচারে দান

চৈঃ চঃ আদি ৯.২৯

মাগে বা না মাগে কেহ, পাত্র বা অপাত্র।
ইহার বিচার নাহি জানে, দেয় মাত্র ॥

কে তা চাইল আর কে চাইল না, কে তা গ্রহণে সমর্থ বা অসমর্থ, সে সমস্ত বিবেচনা না করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিবৃক্ষের ফল বিতরণ করলেন।

একমাত্র মালাকার

চৈঃ চঃ আদি ৯.৩৪

একলা মালাকার আমি কাহাঁ কাহাঁ যাব।
একলা বা কত ফল পাড়িয়া বিলাব॥

আমি হচ্ছি একমাত্র মালাকার। একা একা আমি কত জায়গায় যেতে পারি? কত ফলই বা পেড়ে বিলাতে পারি?

একা বিতরণের অসুবিধা

চৈঃ চঃ আদি ৯.৩৫

একলা উঠাঞা দিতে হয় পরিশ্রম।
কেহ পায়, কেহ না পায়, রহে মনে ভ্রম॥

একা একা সেই ফলগুলি পেড়ে বিতরণ করা অত্যন্ত শ্রম সাপেক্ষ কাজ। তার ফলে কেউ সেগুলি পায়, কেউ সেগুলি পায় না বলেই আমার মনে হয়।

মালাকারের আজ্ঞা

চৈঃ চঃ আদি ৯.৩৬

অতএব আমি আজ্ঞা দিলুঁ সবাকারে ।
যাহাঁ তাহাঁ প্রেমফল দেহ’ যারে তারে ॥

তাই কৃষ্ণভাবনার অমৃত গ্রহণ করে সর্বত্র তা বিতরণ করার জন্য আমি এই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকে আদেশ দিলাম ।

চৈঃ চঃ আদি ৯.৩৭

একলা মালাকার আমি কত ফল খাব ।
না দিয়া বা এই ফল আর কি করিব ॥

আমি একলা মালাকার । এই ফল যদি আমি বিতরণ না করি, তা হলে আমি সেগুলি নিয়ে কি করব ? আমি একলা কত ফল খাব ?

রূপশিক্ষায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল রূপ গোস্বামীর নিকট ভক্তিলতা-বীজের একটি অনুপম বর্ণনা প্রদান করেন ।

গুরু-কৃষ্ণ কৃপায় ভক্তিলতা বীজ লাভ

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৫১

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

জীব তার কর্ম অনুসারে ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করে। কখনও সে উচ্চতর লোকে উন্নীত হয় এবং কখনও নিম্নতর লোকে অধঃপতিত হয়। এইভাবে ভ্রমণরত অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কোন একটি জীব তার অসীম সৌভাগ্যের ফলে, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, সদ্গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে। এইভাবে, গুরু ও কৃষ্ণ, উভয়ের কৃপার প্রভাবে জীব ভক্তিলতার বীজ প্রাপ্ত হয়।

বীজ আরোপন এবং জল সেচন

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৫২

মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্তন-জলে করয়ে সেচন।।

সেই বীজ লাভ করার পর, মালী হয়ে সেই বীজটিকে হৃদয়ে রোপণ করতে হয়, এবং শ্রবণ, কীর্তন রূপ জল তাতে সিঞ্চন করতে হয়।

এমনকি কল্পবৃক্ষে আরোহণের পরও জল সেচন অব্যাহত থাকে

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৫৩-১৫৫

উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায় ॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ ॥

তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেম-ফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণাদি জল॥

ভক্তিলতার বীজটিতে জল সেচন করার ফলে বীজটি অঙ্কুরিত হয়, এবং ভক্তিলতা ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ ভেদ করে, জড়-জগৎ এবং চিৎ-জগতের মধ্যবর্তী বিরজা নদী অতিক্রম করে, ব্রহ্মলোক বা ব্রহ্মজ্যোতি ভেদ করে পরব্যোম বা চিৎ-জগতে গিয়ে পৌঁছায়। তারপর তা তারও উপরে গোলক বৃন্দাবনে গিয়ে পৌঁছায়, এবং সেখানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ রূপ কল্পবৃক্ষে আরোহণ করে। গোলক বৃন্দাবনে সেই ভক্তিলতা আরও বিস্তারিত হয়ে কৃষ্ণপ্রেমরূপ ফল প্রদান করেন, আর এখানে, মালী সেই লতাটির গোড়ায় নিত্য শ্রবণ-কীর্তন আদি জল সিঞ্চন করেন।

মত্ত হস্তী থেকে সাবধান

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৫৬-১৫৭

যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম।।

ভগবদ্ভক্ত যদি এই জড় জগতে ভক্তিলতার সেবা করার সময় কোন বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ করেন, তাহলে ভক্তিলতার পাতা শুকিয়ে যায়। এই প্রকার বৈষ্ণব-অপরাধকে মত্ত হস্তীর

আচরণের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অপরাধ রূপ হস্তী যাতে প্রবেশ করতে না পারে, তাই মালী যত্ন করে ভক্তিলতার চারিদিকে বেড়া দিয়ে দেন।

উপশাখা

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৫৮-১৫৯

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥

ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ভক্তিলতার অঙ্গে উপশাখার মতো।

উপশাখা বৃদ্ধির পরিণতি

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৬০

সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥

জল পেয়ে উপশাখাগুলি বাড়তে থাকে, এবং তার ফলে ভক্তিলতা বাড়তে পারে না।

উপশাখা ছেদন

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৬১

প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন ।
তবে মূলশাখা বাড়ি’ যায় বৃন্দাবন ॥

বুদ্ধিমান ভক্ত প্রথমেই উপশাখাগুলি ছেদন করেন, তাহলে মূলশাখা বর্ধিত হয়ে বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপ কল্পবৃক্ষের আশ্রয় অবলম্বন করে ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রয়োজন তত্ত্ব

কৃষ্ণপ্রেমই পরম পুরুষার্থ

চৈঃ চঃ আদি ৭.৮৪-৮৭

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥
পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃত সিন্ধু ।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ।।
কৃষ্ণ-নামের ফল—'প্রেমা', সর্ব শাস্ত্রে কয় ।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয় ।।
প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ ॥

ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নতি, কামভোগ ও মুক্তি—এই চারটি হচ্ছে চতুর্বর্গ, কিন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমের তুলনায় এই চতুর্বর্গ পথের পাশে পড়ে থাকা একটি তৃণের মতোই অর্থহীন।

কৃষ্ণপ্রেমের আনন্দ একটি অমৃতের সমুদ্রের মতো, তার তুলনায় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের আনন্দ একবিন্দুর মতোও নয়। সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুপ্ত ভগবৎ-প্রেম পুনর্জাগরিত করা প্রতিটি জীবের কর্তব্য। তোমার চিত্তে সেই প্রেমের উদয় হয়েছে, তাই তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাব হচ্ছে দেহ ও মনে চিন্ময় ক্ষোভের উদ্রেক করে এবং শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দের আশ্রয় লাভের প্রতি অধিক থেকে অধিকতর লোভের সৃষ্টি হয়।

[মহাপ্রভুর প্রতি ঈশ্বর পুরী]

ভগবান ও ভক্তের উপর প্রেমের প্রভাব

চৈঃ চঃ আদি ৭.১৪৫

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥

মহত্তম থেকে মহত্তর যে পরমেশ্বর ভগবান, তিনি ভক্তির প্রভাবে তাঁর অতি নগণ্য ভক্তেরও অধীন হয়ে পড়েন। এটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির অপূর্ব মাধুর্য, যার প্রভাবে অসীম যে পরমেশ্বর তিনি অতি নগণ্য জীবের অধীন হয়ে পড়েন। ভগবানের সঙ্গে প্রেমের বিনিময়ের ফলে, ভক্ত কৃষ্ণের সেবা-সুখরস আস্বাদন করেন।

[প্রকাশানন্দ সরস্বতীর প্রতি মহাপ্রভু]

প্রেমের প্রতিবন্ধকসমূহ

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯.১৭৫

ভুক্তি-মুক্তি আদি-বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয় ॥

মনে যদি ভুক্তি-মুক্তি আদির বাসনা থাকে, তাহলে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা হলেও ভগবৎ-প্রেমের উদয় হয় না। [রূপ শিক্ষা]

ভগবৎ প্রেমের প্রকৃত ফল

চৈঃ চঃ মধ্য ২০.১৪২

দারিদ্র্য-নাশ, ভবক্ষয়,—প্রেমের 'ফল' নয়।
প্রেমসুখ-ভোগ—মুখ্য প্রয়োজন হয় ।।

দারিদ্র্য নাশ বা জড় জগতের দুঃখ নিবৃত্তি এগুলি প্রেমের 'ফল' নয়; তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করা। সেইটিই ভগবদ্ভক্তির মুখ্য প্রয়োজন। [সনাতন শিক্ষা]

প্রেমই ভক্তির ফল

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৪৯

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয় ॥

সাধুসঙ্গের প্রভাবে যদি কৃষ্ণভক্তির প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়, তাহলে

তার ভক্তির ফল স্বরূপ কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়, এবং তার সংসার-বন্ধন ক্ষয় হয়ে যায়। [সনাতন শিক্ষা]

কৃষ্ণপ্রেম কখনো সাধ্য নয়; উদয় করতে হয়

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.১০৭

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥

কৃষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধ বস্তু, তা কখনও (শুদ্ধভক্তি ব্যতীত অন্য কোন অভিধেয়ের) সাধ্য নয়। কেবলমাত্র শ্রবণাদি দ্বারা বিশোধিত চিত্তে তার উদয় সম্ভব। [সনাতন শিক্ষা]

প্রেমভক্তির সুদুর্লভত্ব

চৈঃ চঃ আদি ৮.১৮

কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া।
কভু প্রেমভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া ॥

কোন ভক্ত যদি ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ অথবা মুক্তি চান, শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তা দান করেন। কিন্তু প্রেমভক্তি তিনি লুকিয়ে রাখেন, সহজে দান করেন না।

চৈতন্যাবতারের বাহ্যকারণ

প্রথম কারণঃ প্রেমভক্তি দান

চৈঃ চঃ আদি ৩.১৪

চিরকাল নাহি করি প্রেমভক্তি দান।
ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥

বহুকাল পর্যন্ত আমি জগতের মানুষকে আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি দান করিনি। ভক্তি বিনা জগতের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

চৈঃ চঃ আদি ৩.১৫

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥

পৃথিবীর সর্বত্র শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে মানুষ আমার আরাধনা করে। কিন্তু এই বিধিভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে ব্রজভূমির ভক্তদের প্রেমভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

চৈঃ চঃ আদি ৩.১৬

ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীতি॥

আমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হওয়ার ফলে সমস্ত জগৎ আমাকে

শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দর্শন করে। কিন্তু শ্রদ্ধার প্রভাবে শিথিল যে প্রেম, তা আমাকে আকৃষ্ট করে না।

চৈঃ চঃ আদি ৩.১৭

ঐশ্বর্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্বিধ মুক্তি পাঞা॥

সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা সহকারে বৈধীভক্তির অনুশীলন করে ভক্ত চার প্রকার মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৭

ঐশ্বর্য-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্য-শিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥

শ্রীকৃষ্ণ চিন্তা করলেন—"সমস্ত জগৎ আমার ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অবগত হয়ে আমার প্রতি সম্ভ্রম-পরায়ণ। কিন্তু এই ঐশ্বর্যপ্রসূত সম্ভ্রমের প্রভাবে প্রেম শিথিল হয়ে যায় বলে তা আমাকে আনন্দ দান করে না।"

চৈঃ চঃ আদি ৩.২৬

যুগধর্ম-প্রবর্তন হয় অংশ হৈতে।
আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে॥

আমার অংশ-প্রকাশেরাও প্রত্যেক যুগে অবতীর্ণ হয়ে যুগধর্ম প্রবর্তন করতে পারে। কিন্তু আমি ছাড়া অন্য কেউ ব্রজের প্রেম দান করতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণঃ যুগধর্ম নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন

চৈঃ চঃ আদি ৩.১৯

যুগধর্ম প্রবর্তাইমু নাম-সংকীর্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥

আমি স্বয়ং এই যুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্তন বা সম্মিলিতভাবে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন প্রবর্তন করব। ভগবদ্ভক্তির চার প্রকার রস আস্বাদন করিয়ে আমি সমগ্র জগৎকে প্রেমানন্দে উদ্বেলিত করে নৃত্য করাব।

চৈঃ চঃ আদি ৩.২০

আপনি করিনু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।
আপনি আচরি' ভক্তি শিখাইমু সবারে ॥

আমি ভক্তের ভূমিকা গ্রহণ করব এবং নিজে আচরণ করে সকলকে ভক্তিযোগে ভগবানের সেবা করার শিক্ষা দান করব।

চৈঃ চঃ আদি ৩.২১

আপনে না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।
এই ত'সিদ্ধান্ত গীতা-ভাগবতে গায় ॥

নিজে ধর্ম আচরণ না করলে অন্যকে ধর্ম আচরণের শিক্ষা দান করা যায় না। সেই সিদ্ধান্ত গীতা ও ভাগবতে প্রতিপন্ন হয়েছে।

চৈঃ চঃ আদি ৩.৪০

কলিযুগে যুগধর্ম—নামের প্রচার ।
তথি লাগি' পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার ॥

কলিযুগের যুগধর্ম হচ্ছে ভগবানের নামের মহিমা প্রচার । সেই উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য ভগবান পীতবর্ণ ধারণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন ।

চৈঃ চঃ আদি ১৭.৫৩

পাষণ্ডী সংহারিতে মোর এই অবতার ।
পাষণ্ডী সংহারি' ভক্তি করিমু প্রচার ॥

পাষণ্ডী সংহার করার জন্য আমার এই অবতার এবং পাষণ্ডী সংহার করে আমি ভগবদ্ভক্তি প্রচার করব ।

তৃতীয় কারণ— অদ্বৈত আচার্যের আহ্বান

চৈঃ চঃ আদি ৩.৯২

আচার্য গোসাঞি প্রভুর ভক্ত-অবতার ।
কৃষ্ণ-অবতার-হেতু যাঁহার হুঙ্কার ॥

শ্রীল অদ্বৈত আচার্য হচ্ছেন ভক্তরূপে ভগবানের অবতার । তাঁর উচ্চ হুঙ্কারের ফলে শ্রীকৃষ্ণ অবতরণ করেন।

চৈঃ চঃ আদি ৩.১১০

চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু ।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্মসেতু ॥

অতএব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবতরণের মুখ্য কারণ হচ্ছে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর আকুল প্রার্থনা । এভাবেই ভক্তের বাসনা পূর্ণ করে ধর্মসেতু (যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন) আবির্ভূত হন ।

চৈতন্যাবতারের মুখ্য কারণ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬.১

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কৃষ্ণভাবামৃতং হি যঃ ।
আস্বাদ্যাস্বাদয়ন্ ভক্তান্ প্রেমদীক্ষামশিক্ষয়ৎ ॥

যিনি কৃষ্ণপ্রেমামৃত স্বয়ং আস্বাদন করে এবং ভক্তদের আস্বাদন করিয়ে, প্রেম দীক্ষা বিষয়ক দিব্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বন্দনা করি ।

দুই হেতু

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৫-১৬

প্রেমরস-নির্যাস করিতে আস্বাদন ।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ পরমকরুণ ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥

দুটি কারণে ভগবান এই জগতে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছা করেন—ভগবৎ-প্রেমরসের নির্যাস আস্বাদন করা এবং এই জগতে রাগমার্গ বা স্বতঃস্ফূর্ত অনুরাগের স্তরে ভগবদ্ভক্তি প্রচার করা । তাই তিনি রসিক-শেখর এবং পরম করুণ নামে পরিচিত ।

চৈঃ চঃ আদি ১.৫

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকার-স্বরূপা, সুতরাং শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি । এই জন্যে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন । শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি ।

চৈঃ চঃ আদি ১৭.২৭৬

স্বমাধুর্য রাধা-প্রেমরস আস্বাদিতে ।
রাধাভাব অঙ্গী করিয়াছে ভালমতে ॥

কৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেম এবং তাঁর নিজের মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব অবলম্বন করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন ।

তিনটি মুখ্য কারণ

চৈঃ চঃ আদি ১.৬

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥

শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কি রকম, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে অদ্ভুত মাধুর্য আস্বাদন করেন, সেই মাধুর্যই বা কি রকম এবং আমার মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখই বা কি রকম—এই সমস্ত বিষয়ে লোভ জন্মানোর ফলে শ্রীরাধার ভাবযুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শচীগর্ভসিন্ধুতে আবির্ভূত হয়েছেন ।

প্রথম মুখ্য কারণ— রাধারাণীর প্রেমের মহিমা জানা আমাকে উন্মত্ত করে

চৈঃ চঃ আদি ৪.১২২

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব ।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত ॥

আমি পূর্ণ আনন্দময় এবং চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব । কিন্তু রাধিকার প্রেম আমাকে উন্মত্ত করে ।

সর্বদা বিহ্বল করে

চৈঃ চঃ আদি ৪.১২৩

না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল ।
যে বলে আমারে করে সর্বদা বিহ্বল ।

রাধারাণীর প্রেমে যে কত শক্তি আছে, তা আমি জানি না । সেই প্রেম আমাকে সর্বদা বিহ্বল করে ।

রাধিকার প্রেম আমার গুরু

চৈঃ চঃ আদি ৪.১২৪

রাধিকার প্রেম—গুরু, আমি—শিষ্য নট ।
সদা আমা নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥

রাধিকার প্রেম আমার গুরু, আর আমি তার শিষ্য নট । তার প্রেম আমাকে সর্বদা উদ্ভট নৃত্যে প্রবৃত্ত করে ।

তাঁর আস্বাদ আমার থেকে কোটি গুণ বেশি

চৈঃ চঃ আদি ৪.১২৬

নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ ।
তাহা হ'তে কোটি গুণ রাধা প্রেমাস্বাদ ।।

শ্রীমতি রাধারাণীর প্রতি আমার প্রেম থেকে আমি যে আনন্দ আস্বাদন করি, তা থেকে কোটিগুণ অধিক আনন্দ রাধারাণী

আমার প্রতি তার প্রেম থেকে আস্বাদন করে থাকে।

বিরুদ্ধ-ধর্মময়

চৈঃ চঃ আদি ৪.১২৭

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধধর্মাশ্রয়।
রাধাপ্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধর্মময় ॥

আমি যেমন পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়, রাধার প্রেমও তেমনই সর্বদাই বিরুদ্ধ-ধর্মময়।

বিষয় ও আশ্রয়

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৩২

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা পরম 'আশ্রয়'।
সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'

শ্রীরাধিকা হচ্ছেন সেই প্রেমের পরম 'আশ্রয়' এবং আমি হচ্ছি সেই প্রেমের একমাত্র 'বিষয়'।

দ্বিতীয় মুখ্য কারণ— তাঁর নিজের মধুরিমা আস্বাদন সীমাহীন

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৩৮

অদ্ভুত, অনন্ত, পূর্ণ মোর মধুরিমা।
ত্রিজগতে ইহার কেহ নাহি পায় সীমা ॥

আমার মধুরিমা অদ্ভুত, অনন্ত ও পূর্ণ। ত্রিজগতের কেউই তার সীমানার সন্ধান পায় না।

চিরনবীন

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৪৩

আমার মাধুর্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব-স্ব-প্রেম-অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥

আমার মাধুর্য চিরনবীন। তাদের স্বীয় প্রেম অনুসারে ভক্তরা তা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আস্বাদন করে।

সকলকেই, এমনকি কৃষ্ণকেও চঞ্চল করে

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৪৭

কৃষ্ণমাধুর্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নরনারী করয়ে চঞ্চল ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুরীর একটি স্বাভাবিক ক্ষমতা রয়েছে, যা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে শুরু করে সকলকেই চঞ্চল করে।

অনিবার্য তৃষ্ণা

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৪৯

এ মাধুর্যামৃত পান সদা যেই করে।
তৃষ্ণাশান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে ॥

এই অমৃতোপম মাধুর্য পান করে তৃষ্ণা কখনও নিবারিত হয় না, পক্ষান্তরে সেই তৃষ্ণা নিরন্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।

বিচলিত চিত্ত

চৈঃ চঃ আদি ৪. ১৫৭

অপূর্ব মাধুরী কৃষ্ণের, অপূর্ব তার বল ।
যাহার শ্রবণে মন হয় টলমল ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য অপূর্ব এবং তাঁর বলও অপূর্ব । তাঁর এই সৌন্দর্য কথা শ্রবণ করার ফলে চিত্ত বিচলিত হয় ।

কৃষ্ণের ক্ষোভ

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৫৮

কৃষ্ণের মাধুর্যে কৃষ্ণে উপজয় লোভ ।
সম্যক্ আস্বাদিতে নারে, মনে রহে ক্ষোভ ॥

কৃষ্ণের মাধুর্য কৃষ্ণকে পর্যন্ত আকৃষ্ট করে । কিন্তু যেহেতু তা তিনি পূর্ণরূপে আস্বাদন করতে পারেন না, তাই তাঁর মনে ক্ষোভ থেকে যায় ।

কৃষ্ণ স্বয়ং সতৃষ্ণ

চৈঃ চঃ আদি ৬.১০৭

অন্যের আছুক্ কার্য, আপনে শ্রীকৃষ্ণ ।
আপন-মাধুর্য-পানে হইলা সতৃষ্ণ ॥

অন্যের কি কথা, এমন কি শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাঁর নিজের মাধুর্য পান করার জন্য সতৃষ্ণ হন।

চৈঃ চঃ আদি ৭.১১

কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য রসের এমনই এক স্বভাব রয়েছে যে, সেই রস পূর্ণরূপে আস্বাদন করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভক্তভাব অবলম্বন করেন।

তৃতীয় মুখ্য কারণ— কৃষ্ণ-মাধুর্য আস্বাদন করে শ্রীরাধা যে সুখ অনুভব করেন, সেই সুখ আস্বাদন কৃষ্ণসুখই গোপীর মূল লক্ষ্য

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৭৪

আত্ম-সুখ-দুঃখে গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখহেতু চেষ্টা মনোব্যবহার ॥

ব্রজগোপিকারা তাঁদের নিজেদের সুখ-দুঃখ সম্বন্ধে কখনও কোন বিবেচনা করেননি। তাঁদের সমস্ত কায়িক ও মানসিক চেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের সুখ সম্পাদন।

শুদ্ধ অনুরাগ

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৭৫

কৃষ্ণ লাগি' আর সব করে পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখহেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাঁরা সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করাই হচ্ছে তাঁদের শুদ্ধ অনুরাগের হেতু।

গোপীদের আনন্দ কোটিগুণ অধিক

চৈঃ চঃ আদি ৪.১৮৭

গোপিকা-দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হৈতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥

গোপিদের দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তার থেকে কোটিগুণ আনন্দ গোপীরা আস্বাদন করেন।

নিঃস্বার্থ প্রেমের রীতি

চৈঃ চঃ আদি ৪.২০০-২০১

নিরুপাধি প্রেম যাঁহা, তাঁহা এই রীতি।
প্রীতিবিষয়সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥
নিজ-প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-সেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥

নিঃস্বার্থ প্রেমের এই রীতি। প্রীতি বিষয়ের সুখে প্রীতির আশ্রয়ও সুখ লাভ করে। নিজের প্রেমানন্দ যখন কৃষ্ণসেবার বাধা সৃষ্টি করে, তখন ভক্তের সেই আনন্দের প্রতি মহাক্রোধ হয়।

গোপীদের স্বাভাবিক প্রেমের স্বভাব

চৈঃ চঃ আদি ৪.২০৯

কামগন্ধহীন স্বাভাবিক গোপী-প্রেম।
নির্মল, উজ্জ্বল, শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥

ব্রজগোপিকাদের স্বাভাবিক প্রেমে কামের লেশমাত্রও নেই। তা নির্মল, উজ্জ্বল এবং তপ্তকাঞ্চনের মতো বিশুদ্ধ।

গোপীর প্রেম প্রাকৃত কাম নয়

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২১৫

[মহাপ্রভুর প্রতি রামানন্দ রায়]

সহজ গোপীর প্রেম,—নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রীড়া-সাম্যে তার কহি 'কাম'-নাম॥

গোপীদের কৃষ্ণকে ভালবাসা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। এই প্রেম প্রাকৃত কাম নহে, কিন্তু জড় কামক্রীড়ার সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে বলে, তাকে কখনও কখনও 'কাম' বলে বর্ণনা করা হয়।

রাধারাণীর মহিমা

নায়ক ও নায়িকার শিরোমণি

চৈঃ চঃ মধ্য ২৩.৬৬

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—নায়ক-শিরোমণি ।
নায়িকার শিরোমণি—রাধা-ঠাকুরাণী ॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি । তেমনই শ্রীমতী রাধারাণী নায়িকার শিরোমণি । **[সনাতন শিক্ষা]**

হ্লাদিনী শক্তি

চৈঃ চঃ আদি ৪.৬০

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে আনন্দাস্বাদন ।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥

সেই হ্লাদিনী শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ আস্বাদন করায় এবং তাঁর ভক্তদের পোষণ করে ।

মহাভাব কি?

চৈঃ চঃ আদি ৪.৬৮

হ্লাদিনীর সার ‘প্রেম’, প্রেমসার ‘ভাব’ ।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম—‘মহাভাব’ ॥

হ্লাদিনী শক্তির সার 'ভগবৎ-প্রেম', ভগবৎ-প্রেমের সার 'ভাব' এবং ভাবের পরম প্রকাশ হচ্ছে 'মহাভাব'।

শ্রীরাধা — মহাভাবস্বরূপা

চৈঃ চঃ আদি ৪.৬৯

মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা-ঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি ॥

শ্রীমতী রাধা ঠাকুরাণী হচ্ছেন মহাভাবের মূর্ত প্রকাশ। তিনি হচ্ছেন সমস্ত গুণের আধার এবং কৃষ্ণপ্রেয়সীদের শিরোমণি।

গোবিন্দসর্বস্ব

চৈঃ চঃ আদি ৪.৮২

গোবিন্দানন্দিনী, রাধা গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্বস্ব, সর্বকান্তা-শিরোমণি ॥

শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন শ্রীগোবিন্দের আনন্দদায়িনী এবং তিনি গোবিন্দের মোহিনীও। তিনি শ্রীগোবিন্দের সর্বস্ব এবং সমস্ত কান্তাদের শিরোমণি।

রাধা ও কৃষ্ণের মধ্যে ভেদ নেই

চৈঃ চঃ আদি ৪.৯৬

রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র-পরমাণ ॥

শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন পূর্ণশক্তি এবং শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ শক্তিমান । তাঁদের দুজনের মধ্যে কোন ভেদ নেই, এই কথা শাস্ত্রে প্রমাণিত হয়েছে।

দুই ভিন্ন রূপের কারণ

চৈঃ চঃ আদি ৪.৯৮

রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ ॥

এভাবেই রাধা ও শ্রীকৃষ্ণ সর্বদাই এক, তবুও লীলারস আস্বাদন করার জন্য তাঁরা দুই ভিন্ন রূপ ধারণ করেছেন ।

গোপীগণের মধ্যে রাধারাণীই উত্তমা

চৈঃ চঃ আদি ৪.২১৪

সেই গোপীগণ-মধ্যে উত্তমা রাধিকা ।
রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে, প্রেমে সর্বাধিকা ॥

গোপীগণের মধ্যে শ্রীমতী রাধারাণীই হচ্ছেন সর্বোত্তম । রূপে, গুণে, সৌভাগ্যে ও প্রেমে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠা ।

রাধারাণী ছাড়া অন্য গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করতে পারেন না

চৈঃ চঃ আদি ৪.২১৮

কৃষ্ণের বল্লভা রাধা কৃষ্ণ-প্রাণধন ।
তাঁহা বিনু সুখহেতু নহে গোপীগণ ॥

শ্রীমতী রাধারাণী হচ্ছেন কৃষ্ণবল্লভা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রাণধন । তাঁকে ছাড়া গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দান করতে পারেন না ।

রাধাকুণ্ডের মহিমা

আরিট্গ্রামে দুটি ধানক্ষেতে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের সন্ধান পাবার পর মহাপ্রভু কর্তৃক রাধাকুণ্ডের স্তব...

চৈঃ চঃ মধ্য ১৮.৭

সব গোপী হৈতে রাধা কৃষ্ণের প্রেয়সী ।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয় 'প্রিয়ার সরসী'॥

সমস্ত গোপিকাদের মধ্যে রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। তেমনই রাধাকুণ্ড নামক শ্রীমতী রাধারাণীর সরোবর শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, কেননা তা শ্রীমতী রাধারাণীর প্রিয় ।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৮.৯

যেই কুণ্ডে নিত্য কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে ।
জলে জলকেলি করে, তীরে রাস-রঙ্গে ॥

সেই কুণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন শ্রীমতী রাধারাণীর সঙ্গে জলক্রীড়া করতেন এবং তার তীরে রাসে নৃত্য করতেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৮.১০

সেই কুণ্ডে যেই একবার করে স্নান ।
তাঁরে রাধা-সম 'প্রেম' কৃষ্ণ করে দান ।

সেই কুণ্ডে যিনি একবার স্নান করেন, তাকেই শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধারাণীর মতো প্রেম দান করেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১৮.১১

কুণ্ডের 'মাধুরী'—যেন রাধার 'মধুরিমা'।
কুণ্ডের 'মহিমা'—যেন রাধার 'মহিমা' ॥

রাধাকুণ্ডের মাধুরী শ্রীমতী রাধারাণীর মধুরিমার মতো এবং সেই কুণ্ডের (সরোবরের) মহিমা যেন শ্রীমতী রাধারাণীরই মহিমা।

বৃন্দাবন ধামের মহিমা

চৈঃ চঃ আদি ৫.১৯৫

আরে আরে, কৃষ্ণদাস, না করহ ভয়।
বৃন্দাবনে যাহ,—তাঁহা সর্ব লভ্য হয় ॥

হে কৃষ্ণদাস! কোন ভয় করো না। বৃন্দাবনে যাও, সেখানে তোমার সব কিছু লাভ হবে।

[কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি নিত্যানন্দ প্রভুর স্বপ্নাদেশ]

তৃতীয় অধ্যায়

পদ্যানুবাদ

চন্দ্র-সূর্যরূপী চৈতন্য-নিত্যানন্দ

চৈঃ চঃ আদি ১.২ ও ১.৮৪

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥

গৌড়দেশের পূর্ব দিগন্তে একই সময়ে অতি বিস্ময়করভাবে সূর্য ও চন্দ্রের মতো যাঁরা উদিত হয়েছেন, সেই পরম মঙ্গলপ্রদাতা এবং অজ্ঞান ও অন্ধকারনাশক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি বন্দনা করি ।

চৈঃ চঃ আদি ১.৮৮-৮৯

সূর্যচন্দ্র হরে যৈছে সব অন্ধকার ।
বস্তু প্রকাশিয়া করে ধর্মের প্রচার ॥
এই মত দুই ভাই জীবের অজ্ঞান- ।
তমোনাশ করি' কৈল তত্ত্ববস্তু-দান ॥

সূর্য ও চন্দ্র যেমন অন্ধকার বিদূরিত করে সব কিছুর যথার্থ রূপ প্রকাশ করে, তেমনই এই দুই ভাই জীবের অজ্ঞানতারূপী অন্ধকার দূর করে তাদের পরম তত্ত্বজ্ঞানের আলোক দান করেছেন ।

সর্বোত্তম বিষয় – সর্বোত্তম ফল

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.৪৮

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

'যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এই রাস পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়া বর্ণনা শ্রবণ করেন বা বর্ণন করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরাভক্তি লাভ করে হৃদ্রোগ রূপ জড় কামকে শীঘ্রই দূর করেন ।'

[প্রদ্যুম্ন মিশ্রের প্রতি মহাপ্রভু]

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ৫.৪৫-৪৭

ব্রজবধূ-সঙ্গে কৃষ্ণের রাসাদি-বিলাস ।
যেই জন কহে, শুনে করিয়া বিশ্বাস ॥
হৃদ্‌রোগ-কাম তাঁর তৎকালে হয় ক্ষয় ।
তিনগুণ-ক্ষোভ নহে, 'মহাধীর' হয় ॥
উজ্জ্বল মধুর প্রেমভক্তি সেই পায় ।
আনন্দে কৃষ্ণমাধুর্যে বিহরে সদায় ॥

কেউ যখন সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ব্রজবধূদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা-বিলাস শ্রবণ করেন এবং কীর্তন করেন, তৎক্ষণাৎ তার কামরূপ হৃদ্‌রোগ নিরাময় হয়, এবং প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে তিনি 'মহাধীর' হন । উজ্জ্বল, মধুর প্রেমভক্তি যিনি আস্বাদন করেন, তিনি নিরন্তর পরম আনন্দে কৃষ্ণ মাধুর্যে বিহার করেন ।

ভক্ত-হৃদয়ে ভগবানের বাস

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ আদি ১.৬২

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥

সাধু-মহাত্মারা আমার হৃদয় এবং আমিও তাঁদের হৃদয় । তাঁরা

আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে জানেন না এবং আমিও তাঁদের ছাড়া অন্য কাউকে আমার বলে জানি না। (শ্রীঃভাঃ ৯.৪.৬৮)

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ আদি ১.৬১

ঈশ্বরস্বরূপ ভক্ত তাঁর অধিষ্ঠান।
ভক্তের হৃদয়ে কৃষ্ণের সতত বিশ্রাম॥

যে শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তিনি ভগবানেরই স্বরূপ এবং সেই ভক্তের হৃদয়ে ভগবান সর্বদাই বিরাজ করেন।

পরম সত্যের ত্রিবিধ প্রতীতি

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ আদি ১.৩

যদদ্বৈতং ব্রহ্মোপনিষদি তদপ্যস্য তনুভা
য আত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোঽস্যাংশবিভবঃ।
ষড়ৈশ্বর্যৈঃ পূর্ণো য ইহ ভগবান্ স স্বয়ময়ং
ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্ত্বং পরমিহ॥ ৩॥

উপনিষদে যাঁকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাঁর (এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অঙ্গকান্তি। যোগশাস্ত্রে যোগীরা যে পুরুষকে অন্তর্যামী পরমাত্মা বলেন, তিনিও তাঁরই (এই

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের) অংশ-বৈভব। তত্ত্ববিচারে যাঁকে ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান বলা হয়, তিনিও স্বয়ং এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই অভিন্ন স্বরূপ। এই জগতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য থেকে ভিন্ন পরতত্ত্ব আর কিছু নেই।

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ আদি ২.১২

তাঁহার অঙ্গের শুদ্ধ কিরণ-মণ্ডল।
উপনিষৎ কহে তাঁরে ব্রহ্ম সুনির্মল॥

উপনিষদে যাকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে অভিহিত করা হয়েছে, তা হচ্ছে সেই পরম পুরুষের অঙ্গপ্রভা।

চৈঃ চঃ আদি ২.১৮

আত্মান্তর্যামী যাঁরে যোগশাস্ত্রে কয়।
সেহ গোবিন্দের অংশ বিভূতি যে হয়॥

যোগশাস্ত্রে যাঁকে আত্মান্তর্যামী বা পরমাত্মা বলে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন গোবিন্দের অংশ-বিভূতি।

চৈঃ চঃ আদি ২.২২-২৩

সেইত' গোবিন্দ সাক্ষাচ্চৈতন্য গোসাঞি।
জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥
পরব্যোমেতে বৈসে নারায়ণ নাম।
ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ লক্ষ্মীকান্ত ভগবান্॥

সেই গোবিন্দ স্বয়ং চৈতন্য গোসাঞিরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর মতো এমন দয়ালু আর কেউ নেই। লক্ষ্মীদেবীর পতি শ্রীনারায়ণ পরব্যোম বা চিৎ-জগতে অবস্থান করেন। তিনি ঐশ্বর্য, বল, শ্রী, জ্ঞান, যশ ও বৈরাগ্য-এই ছয়টি ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ।

গোবিন্দের অঙ্গজ্যোতিই নির্বিশেষ ব্রহ্ম

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ আদি ২.১৪

যস্যপ্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

"অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত বসুধাদি বিভূতি থেকে যা পৃথক, সেই অখণ্ড, অনন্ত ও অশেষভূত ব্রহ্মা যাঁর প্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

(ব্রহ্মসংহিতা ৫.৪০)

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ আদি ২.১৫-১৬

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যে ব্রহ্মের বিভূতি।
সেই ব্রহ্ম গোবিন্দের হয় অঙ্গকান্তি॥

সেই গোবিন্দ ভজি আমি, তেহোঁ মোর পতি।
তাঁহার প্রসাদে মোর হয় সৃষ্টিশক্তি॥

(ব্রহ্মা বললেন-) যে নির্বিশেষ ব্রহ্মের বিভূতি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে পরিব্যাপ্ত, সেই ব্রহ্ম হচ্ছেন গোবিন্দের অঙ্গকান্তি। আমি (ব্রহ্মা) গোবিন্দের ভজনা করি। তিনি আমার পতি। তাঁর কৃপাতেই আমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করার শক্তি লাভ করেছি।

বিভিন্ন অবতারে বিভিন্ন বর্ণ

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ আদি ৩.৩৬

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

এই বালকটি (কৃষ্ণ) অন্য তিনটি যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করে। এখন দ্বাপরে সে কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হয়েছে।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০.৮.১৩)

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ আদি ৩.৩৭-৩৮

শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ —এই তিন দ্যুতি।
সত্য-ত্রেতা-কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানীং দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম-পুরাণের মর্ম॥

লক্ষ্মীপতি ভগবান সত্য, ত্রেতা ও কলিযুগে যথাক্রমে শ্বেত, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করেন। এখন, দ্বাপর যুগে, তিনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে অবতীর্ণ হয়েছেন। এটিই হচ্ছে পুরাণ ও অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রসমূহের সারমর্ম।

ভগবান ভক্তের বশীভূত হয়ে পড়েন

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ আদি ৩.১০৪

তুলসীদলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীনীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যো ভক্তবৎসলঃ॥

যে ভক্ত নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের উদ্দেশ্যে একটি তুলসীপত্র এবং এক অঞ্জলি জল নিবেদন করেন, ভক্তবৎসল ভগবান সম্পূর্ণরূপে সেই ভক্তের বশীভূত হয়ে পড়েন। (গৌতমী তন্ত্র)

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ আদি ৩.১০৫-১০৭

এই শ্লোকার্থ আচার্য করেন বিচারণ।
কৃষ্ণকে তুলসীজল দেয় যেই জন॥
তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন।
‘জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন’॥
তবে আত্মা বেচি’ করে ঋণের শোধন।
এত ভাবি’ আচার্য করেন আরাধন॥

অদ্বৈত আচার্য প্রভু এই শ্লোকটির অর্থ বিচার করলেন এভাবে - কৃষ্ণকে যিনি তুলসী ও জল নিবেদন করেন, তাঁর সেই দান পরিশোধ করতে নিরুপায় হয়ে ভগবান চিন্তা করেন, 'জল-তুলসীর সমগোত্রীয় কোন ধন আমার নেই ।' এভাবেই ভগবান ভক্তের কাছে নিজেকে অর্পণ করে সমস্ত ঋণ পরিশোধ করেন ।" সেই কথা বিবেচনা করে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ভগবানের আরাধনা করতে শুরু করেন ।

ভক্তবাঞ্ছাপূর্তিহেতু ভগবানের অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ আদি ৩.১১১

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্‌ ।
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

"হে নাথ! তুমি সর্বদা তোমার ভক্তদের শ্রবণ ও দর্শনপথে বিহার কর । ভক্তিযোগপূত তাঁদের হৃদয়পদ্মে তুমি সর্বদা অবস্থান কর । হে উরুগায়! ভক্তবৃন্দ তাঁদের হৃদয়ে তোমার যে নিত্য স্বরূপ বিভাবন করেন, তাঁদের প্রতি অনুগ্রহ করে তুমি তাঁদের কাছে তোমার সেই নিত্য স্বরূপ প্রকট করে থাক ।"

(শ্রীমদ্ভাগবত ৩.৯.১১)

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ আদি ৩.১১২

এই শ্লোকের অর্থ কহি সংক্ষেপের সার ।
ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব অবতার ॥ ১১২ ॥

এই শ্লোকের সার অর্থ হচ্ছে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছাক্রমে তাঁর অসংখ্য নিত্যরূপে অবতীর্ণ হন ।

রাধা-কৃষ্ণের চিন্ময় স্বরূপ

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ আদি ৪.৫৫

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনীশক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥

"রাধা-কৃষ্ণের প্রণয় ভগবানের হ্লাদিনী শক্তির বিকার । শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা হলেও তাঁরা অনাদিকাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন । এখন সেই দুই চিন্ময় দেহ পুনরায় একত্রে যুক্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে প্রকট হয়েছেন । শ্রীমতী রাধারাণীর এই ভাব ও কান্তিযুক্ত শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে আমি প্রণতি নিবেদন করি ।"

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ আদি ৪.৫৬-৫৭

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলসে রস আস্বাদন করি' ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
রস আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই ॥

শ্রীমতী রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ এক ও অভিন্ন, কিন্তু তাঁরা দুটি পৃথক দেহ ধারণ করেছেন। এভাবেই তাঁরা পরস্পরের প্রেমরস আস্বাদন করেন। রস আস্বাদন করার জন্য এখন তাঁরা দুজন এক দেহ ধারণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

সাধুসঙ্গে জড় অস্তিত্বের নাশ

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৪৬

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥

হে অচ্যুত! সংসারে ভ্রমণ করতে করতে কেউ যদি ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন, তাহলে তিনি ভগবদ্ভক্তদের

সঙ্গলাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। সেই সাধুসঙ্গের প্রভাবে, সমস্ত জগতের ঈশ্বর এবং ভক্তদের পরম গতি, আপনার প্রতি তার ভক্তির উদয় হয়।

(শ্রীঃভাঃ ১০.৫১.৫৩) [সনাতন শিক্ষা]

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৪৫

কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণ রতি উপজয়॥

ভাগ্যক্রমে কেউ যদি সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেন এবং এইভাবে তার ভববন্ধন ক্ষয় উন্মুখ হয়, তা হলে সাধুসঙ্গের প্রভাবে তার কৃষ্ণের প্রতি আসক্তির উদয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.১২

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্॥

চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নির নির্বাপণকারী;

জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবন স্বরূপ, আনন্দ-সমুদ্রের বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণ অমৃত আস্বাদন স্বরূপ এবং সর্ব স্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্তন বিশেষভাবে জয়যুক্ত হউন।

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.১১, ১৩-১৪

নামসঙ্কীর্তন হইতে সর্বানর্থ-নাশ।
সর্ব-শুভোদয়, কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস॥
সঙ্কীর্তন হৈতে পাপ-সংসার-নাশন।
চিত্তশুদ্ধি, সর্বভক্তিসাধন-উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন ।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥

শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে সমস্ত অনর্থ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তার ফলে সর্বপ্রকার মঙ্গলের উদয় হয় এবং কৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গের ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্তন করার ফলে সংসারের সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়, হৃদয় নির্মল হয় এবং সর্বপ্রকার ভক্তির উদয় হয়। সংকীর্তনের ফলে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়, প্রেমামৃতের আস্বাদন হয়, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ লাভ হয় এবং তাঁর সেবারূপ অমৃতের সমুদ্রে নিমজ্জিত হওয়া যায়।

সর্বশক্তি সম্পন্ন কৃষ্ণনাম

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.১৬

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

‘হে পরমেশ্বর ভগবান, তোমার নামই জীবের সর্বমঙ্গল বিধান করে, এইজন্য তোমার ‘কৃষ্ণ’, ‘গোবিন্দ’ আদি বহুবিধ নাম তুমি বিস্তার করেছ। সেই নামে তুমি তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ এবং সেই নাম স্মরণের স্থান-কাল-পাত্র ইত্যাদির কোন রকম বিধি বা বিচার করনি। হে প্রভু, জীবের প্রতি এইভাবে কৃপা করে তুমি তোমার নামকে সুলভ করেছ, তথাপি আমার এমনই দুর্দৈব যে, সেই নাম গ্রহণ করার সময় আমি অপরাধ করি এবং তার ফলে তোমার সুলভ নামেও আমার অনুরাগ জন্মায় না।’

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.১৭

অনেক-লোকের বাঞ্ছা—অনেক-প্রকার ।
কৃপাতে করিল অনেক-নামের প্রচার ॥
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয় ।
কাল-দেশ-নিয়ম নাহি, সর্বসিদ্ধি হয় ॥

“সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ ।
আমার দুর্দৈব, —নামে নাহি অনুরাগ!” ॥

যেহেতু বিভিন্ন মানুষের বাসনা ভিন্ন, তাই তুমি কৃপা করে তোমার অনেক নাম প্রচার করেছ । খাওয়ার সময়, শোয়ার সময়, যেখানে সেখানে ভগবানের নাম গ্রহণ করা যায় । এই নাম গ্রহণে দেশ-কাল-পাত্র ইত্যাদির কোন বিচার নেই; এবং যিনি এই নাম গ্রহণ করেন তাঁর সর্বসিদ্ধি হয় । তুমি তোমার প্রতিটি নামে তোমার সর্বশক্তি অর্পণ করেছ, কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে সেই নামের প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই ।

নাম কীর্তনের অধিকারী কে ?

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.২১

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা ।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

যিনি নিজেকে সকলের পদদলিত তৃণের থেকেও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন, যিনি বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু; যিনি নিজে মান শূন্য এবং অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের অধিকারী ।

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.২২-২৬

উত্তম হঞা আপনাকে মানে তৃণাধম ।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম ॥
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয় ।
শুকাঞা মৈলেহ কারে পানী না মাগয় ॥
যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন-ধন ।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান
জীবে সম্মান দিবে জানি' 'কৃষ্ণ'-অধিষ্ঠান ॥
এইমত হঞা যেই কৃষ্ণনাম লয় ।
শ্রীকৃষ্ণচরণে তাঁর প্রেম উপজয় ॥

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকারীর লক্ষণ হচ্ছে—তিনি উত্তম হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে তৃণের থেকেও দীনতর বলে মনে করেন, এবং তিনি বৃক্ষের মতো দুই প্রকার সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন । বৃক্ষকে কাটলেও সে কোন রকম প্রতিবাদ করে না, এবং শুকিয়ে মরে গেলেও কারোর কাছে জল চাহে না । যেই তার কাছে চায় তাকেই বৃক্ষ তার ফল, ফুল আদি প্রিয়ধন দান করে । সে নিজে প্রখর সূর্য-কিরণ এবং প্রবল বৃষ্টি সহ্য করে অন্যদের তা থেকে রক্ষা করে । অতি উত্তম হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণব নিরভিমান, এবং তিনি সকলের হৃদয়ে কৃষ্ণ বিরাজ করছে জেনে, সমস্ত জীবদের সম্মান করেন । এই রকম হয়ে যিনি কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেন, তিনি

অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে প্রেমভক্তি লাভ করেন।

চৈঃ চঃ আদি ১৭.২৬-২৭

তৃণ হৈতে নীচ হঞা সদা লবে নাম।
আপনি নিরভিমানী, অন্যে দিবে মান॥
তরুসম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন-তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে॥

ভগবানের দিব্যনাম নিরন্তর স্মরণ করতে হলে, পথের পাশে পড়ে থাকা একটি তৃণ থেকেও দীনতর হতে হবে এবং নিরভিমানী হয়ে অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। ভগবানের নাম কীর্তনে রত ভক্তকে তরুর মতো সহিষ্ণু হতে হবে। কেউ যদি তাকে ভর্ৎসনা করে অথবা তিরস্কার করে, তা হলেও তার প্রতিবাদে তার কিছু বলা উচিত নয়।

চৈঃ চঃ আদি ১৭.৩০,৩২-৩৩

সদা নাম লইব, যথা-লাভেতে সন্তোষ।
এইত আচার করে ভক্তিধর্ম-পোষ ॥
ঊর্ধ্ববাহু করি’ কহোঁ, শুন, সর্বলোক।
নাম-সূত্রে গাঁথি’ পর কণ্ঠে এই শ্লোক॥
প্রভু-আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ-চরণ॥

গভীর নিষ্ঠা সহকারে সর্বক্ষণ নাম গ্রহণ করতে হবে এবং যা

পাওয়া যায় তাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। এই ধরনের আচরণ করলে ভগবদ্ভক্তি পোষণ করা যায়। ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আমি ঘোষণা করছি, আপনারা সকলে শুনুন! এই শ্লোকটিকে নামরূপ সূত্রের দ্বারা গেঁথে কণ্ঠে ধারণ করুন, যাতে নিরন্তর তা স্মরণ করতে পারেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞা অনুসারে নিষ্ঠাভরে এই শ্লোকটির আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য। কেউ যদি কেবল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও গোস্বামীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি জীবনের চরম লক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম অবশ্যই লাভ করতে পারবেন।

ভক্তের একমাত্র কামনা

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.২৯

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

'হে জগদীশ! আমি ধন, জন, বা সুন্দরী কবিতা কামনা করি না; আমি কেবল এই কামনা করি যে, জন্ম জন্মান্তরে যেন আমি তোমার প্রতি অহৈতুকী ভক্তি লাভ করতে পারি।'

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.২৭,২৮,৩০

কহিতে কহিতে প্রভুর দৈন্য বাড়িলা ।
'শুদ্ধভক্তি' কৃষ্ণ-ঠাঞি মাগিতে লাগিলা ॥
প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি প্রেম-গন্ধ' ॥
"ধন, জন নাহি মাগোঁ, কবিতা সুন্দরী ।
'শুদ্ধভক্তি' দেহ' মোরে, কৃষ্ণ! কৃপা করি' ॥

এইভাবে বলতে বলতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দৈন্য ভাব বর্ধিত হল, তিনি শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন যাতে তিনি তাঁকে শুদ্ধভক্তি দান করেন । ভগবৎ-প্রেমের স্বভাবই হচ্ছে, যখন ভগবানের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠে তখন ভক্ত নিজেকে ভক্ত বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে, তার সবসময় মনে হয় যে তিনি কৃষ্ণ-প্রেমের এককণাও লাভ করতে পারেননি । হে কৃষ্ণ! আমি তোমার কাছে ধনসম্পদ চাই না, অনুগতজন চাইনা, সুন্দরী স্ত্রী অথবা সকাম কর্মের ফল স্বরূপ ভোগ চাই না । তোমার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা, তুমি কৃপা করে আমাকে শুদ্ধভক্তি দান কর ।

ভক্তের স্থিতি

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.৩২

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদ পঙ্কজস্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

হে নন্দনন্দন, আমি তোমার নিত্য দাস, কিন্তু আমার সকর্ম-বিপাকে আমি এই ভয়ঙ্কর ভব-সমুদ্রে পতিত হয়েছি। তুমি কৃপা করে তোমার পাদপদ্মস্থিত ধূলিকণা সদৃশ আমাকে চিন্তা কর।

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.৩১,৩৩,৩৪

অতিদৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্যভক্তি-দান।
আপনারে করে সংসারী জীব-অভিমান ॥
“তোমার নিত্যদাস মুই, তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি’ কর মোরে পদধূলি-সম।
তোমার সেবক করোঁ তোমার সেবন ॥”

অত্যন্ত দৈন্য সহকারে নিজেকে এই জড় জগতের একজন বদ্ধ জীব বলে মনে করে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুনরায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, তিনি যেন তাঁকে দাস্যভক্তি দান করেন। আমি তোমার নিত্য দাস, কিন্তু তোমাকে ভুলে আমি মায়াবদ্ধ

হয়ে ভব-সমুদ্রে পতিত হয়েছি। কৃপা করে তুমি আমাকে তোমার শ্রীপাদপদ্মের ধূলিকণারূপে স্থান দাও, যাতে আমি তোমার নিত্য সেবক হয়ে তোমার সেবা করতে পারি।

পূর্ণতার বাহ্য লক্ষণ

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.৩৬

নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদগদ-রুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি॥

'হে প্রভু, তোমার নাম-গ্রহণে কবে আমার নয়নযুগল গলদশ্রুধারায় শোভিত হবে ? বাক্য নিঃসরণ সময়ে বদনে গদগদ স্বর বের হবে এবং আমার সমস্ত শরীর পুলকাঞ্চিত হবে ?'

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.৩৭

"প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি' বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥"

"ভগবৎ-প্রেমরূপ ধন বিনা আমার দরিদ্র জীবন ব্যর্থ। তাই তোমার কাছে আমার প্রার্থনা আমাকে তোমার দাস করে বেতন স্বরূপ প্রেমধন দান কর।"

পূর্ণতার আভ্যন্তরীণ লক্ষণ

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.৩৯

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্ ।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥

হে গোবিন্দ, তোমার অদর্শনে আমার এক নিমেষকে এক যুগ বলে মনে হচ্ছে; চক্ষু থেকে বর্ষার ধারার মতো অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে, এবং সমস্ত জগৎ শূন্য বলে মনে হচ্ছে ।'

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.৪০,৪১

উদ্বেগে দিবস না যায়, 'ক্ষণ' হৈল 'যুগ'-সম ।
বর্ষার মেঘপ্রায় অশ্রু বরিষে নয়ন ॥
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন ।
তুষানলে পোড়ে,—যেন না যায় জীবন ॥

উদ্বেগে আমার দিন কাটে না, কেননা এক ক্ষণকে যুগ বলে মনে হয় । আমার চোখ দিয়ে বর্ষার ধারার মতো অশ্রুধারা ঝরে পড়ছে । গোবিন্দ-বিরহে ত্রিভুবন শূন্য হয়েছে । আমার মনে হচ্ছে যেন আমি জীবন্ত অবস্থায় তুষানলে দগ্ধ হচ্ছি ।

পূর্ণতার নিষ্ঠা

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ অন্ত ২০.৪৭

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥

এই পাদরতা দাসীকে কৃষ্ণ আলিঙ্গনপূর্বক পেষণ করুক অথবা দেখা না দিয়ে মর্মাহতই করুক, সে—লম্পট পুরুষ, আমার প্রতি যেমনই আচরণ করুক না কেন, সে অন্য কেউ নয়, আমারই প্রাণনাথ।'

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ অন্ত ২০.৪৮

আমি—কৃষ্ণপদ-দাসী, তেঁহো—রসসুখরাশি,
আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাথ।
কিবা না দেয় দরশন, না জানে মোর তনুমন,
তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥

আমি কৃষ্ণের পাদরতা দাসী। সে রসসুখের মূর্তবিগ্রহ। সে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন করে আত্মসাৎ করতে পারে, অথবা আমাকে দর্শন না দিয়ে আমার দেহ ও মন ব্যথিত করতে পারে। কিন্তু তা হলেও, সে আমার প্রাণনাথ।

চৈঃ চঃ অন্ত ২০.৪৯

সখি হে, শুন মোর মনের নিশ্চয় ।
কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে,
মোর প্রাণেশ্বর কৃষ্ণ—অন্য নয় ॥

হে সখি, আমার মনের কথা শোন । কৃষ্ণ আমার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করুক অথবা দুঃখ দিয়ে আমাকে মেরে ফেলুক, সে আমার প্রাণেশ্বর, অন্য কেউ নয় ।

চৈঃ চঃ অন্ত ২০.৫০

ছাড়ি’ অন্য নারীগণ, মোর বশ তনুমন,
মোর সৌভাগ্য প্রকট করিয়া ।
তা-সবারে দেয় পীড়া, আমা-সনে করে ক্রীড়া,
সেই নারীগণে দেখাঞা ॥

কখনও কখনও কৃষ্ণ অন্য সমস্ত গোপীদের সঙ্গ ত্যাগ করে সর্বতোভাবে আমার বশীভূত হয় । এইভাবে সে আমার সৌভাগ্য প্রকট করে, এবং সেই সমস্ত নারীদের দেখিয়ে আমার সঙ্গে লীলা-খেলা করে তাদের ব্যথা দেয়।

চৈঃ চঃ অন্ত ২০.৫১

কিবা তেঁহা লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট সকপট,
অন্য নারীগণ করি’ সাথ ।
মোর দিতে মনঃপীড়া, মোর আগে করে ক্রীড়া,

তবু তেঁহো—মোর প্রাণনাথ ॥

অথবা, যেহেতু সে লম্পট, শঠ, ধৃষ্ট এবং কপট, তাই সে আমাকে মনঃপীড়া দেবার জন্য, আমার সামনে অন্য নারীদের সঙ্গে ক্রীড়া করে, কিন্তু তা হলেও সে আমার প্রাণনাথ।

চৈঃ চঃ অন্ত ২০.৫২

না গণি আপন-দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখ—আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুঃখ—মোর সুখবর্য ॥

আমি আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবি না। আমি কেবল কৃষ্ণের সুখই কামনা করি, কেননা তাঁর সুখই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। তাই আমাকে দুঃখ দিয়ে যদি সে মহাসুখ পায়, তাহলে সে দুঃখই আমার সবচাইতে বড় সুখ।

শিক্ষাষ্টকের মাহাত্ম্য

চৈঃ চঃ অন্ত ২০.৬৫

প্রভুর 'শিক্ষাষ্টক' -শ্লোক যেই পড়ে, শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে-দিনে ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই শিক্ষাষ্টক শ্লোক যেই পড়ে, বা শুনে, দিনে দিনে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রেমভক্তি বাড়তে থাকে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রই কৃষ্ণভজন করেন

মূল শ্লোক

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৩৬, ২৪.৯০, ২৪.১৯৭

অকাম সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।

যে ব্যক্তির বুদ্ধি উদার, তিনি সবরকম জড় কামনা যুক্তই হোন, অথবা সমস্ত জড়বাসনা থেকে মুক্তই হোন, অথবা জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের প্রয়াসীই হোন, তাঁর কর্তব্য সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করা। (শ্রীঃভাঃ ২.৩.১০)

পদ্যানুবাদ

চৈঃ চঃ মধ্য ২২.৩৫,৩৭,৪১

ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী ‘সুবুদ্ধি’ যদি হয়।
গাঢ়-ভক্তি-যোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয়।
অন্য-কামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন।
না মাগিতেহ কৃষ্ণ তারে দেন স্ব-চরণ।
কাম লাগি’ কৃষ্ণে ভজে, পায় কৃষ্ণ-রসে।
কাম ছাড়ি’ ‘দাস’ হৈতে হয় অভিলাষে।

অসৎ সঙ্গের প্রভাবে, জীব জড়ভোগ, মুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য, অথবা যোগ সিদ্ধি কামনা করে। যদি কোন সৎসঙ্গে তাঁর সুবুদ্ধির উদয় হয়, তবে ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-পিপাসা পরিত্যাগ

করে সে গাঢ় শুদ্ধভক্তি সহকারে কৃষ্ণকে ভজন করে। মুক্তি, ভুক্তি ও সিদ্ধিকামীরা শুদ্ধভক্তিকামী নন, তাঁরা কোন ভাগ্যক্রমে শুদ্ধ কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হলে, সাধন ভক্তির যে ফল প্রেম, তা যদিও তাদের উদ্দেশ্য না থাকে, তথাপি কৃষ্ণ কৃপা করে তা তাদের দেন। জড় কাম চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে কেউ কৃষ্ণভজন করেন, তাহলে তাঁর সেই কাম দূর হয়ে যায় এবং তিনি কৃষ্ণরস প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণভজন এমনই পবিত্র বস্তু যে তা অনুশীলন করার ফলে, অচিরে সমস্ত কাম থেকে মুক্ত হয়ে কৃষ্ণের দাস হওয়ার অভিলাষ হয়।

চৈঃ চঃ মধ্য ২৪.৯১-৯৩

বুদ্ধিমান্-অর্থে—যদি 'বিচারজ্ঞ' হয়।
নিজ-কাম লাগিহ তবে কৃষ্ণেরে ভজয়।।
ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল।।
অজাগলস্তন-ন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন।।

উপাসক যদি 'উদারধীঃ' অর্থাৎ বুদ্ধিমান ও বিচারজ্ঞ হন, তাহলে কামনা বাসনা সত্ত্বেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন। ভক্তিবিনা কোন সাধনাই ফলপ্রসূ হয় না। কিন্তু, ভক্তি এতই প্রবল এবং স্বতন্ত্র যে তা সমস্ত ইপ্সিত ফল প্রদানে সক্ষম। ভক্তি ব্যতীত অন্যান্য সাধনা অজাগল স্তনের মতো। তাই বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, অন্যান্য সমস্ত পন্থা পরিত্যাগ করে, ভগবানের ভজনা করেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ২৪.১৯৬, ১৯৮

উদার মহতী যাঁর সর্বোত্তমা বুদ্ধি।
নানা কামে ভজে, তবু পায় ভক্তি-সিদ্ধি ।।
ভক্তি-প্রভাব,—সেই কাম ছাড়াঞা।
কৃষ্ণপদে ভক্তি করায় গুণে আকর্ষিয়া ।।

কোন ব্যক্তি যদি যথার্থই বুদ্ধিমান এবং উদার হন, তাহলে জড় ভোগ বাসনা চরিতার্থ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করলেও শুদ্ধভক্তি লাভ করেন। ভগবদ্ভক্তির এমনই প্রভাব যে তা ধীরে ধীরে সমস্ত কামনা বাসনা থেকে মুক্ত করে শ্রীকৃষ্ণের গুণের দ্বারা আকৃষ্ট করে জীবকে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধভক্তি প্রদান করে।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

সারবস্তু কি ?

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং রামানন্দ রায় সংবাদ

বিদ্যা—কৃষ্ণভক্তি

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৪৫

প্রভু কহে,—“কোন্ বিদ্যা বিদ্যা-মধ্যে সার?”
রায় কহে,—“কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর ॥”

মহাপ্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সমস্ত বিদ্যার মধ্যে কোন বিদ্যা সার?” রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, “কৃষ্ণভক্তি ছাড়া আর কোন বিদ্যা নেই।”

কীর্তি—কৃষ্ণভক্ত-রূপে খ্যাতি

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৪৬

'কীর্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্তি?'
'কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাঁহার হয় খ্যাতি ॥'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত কীর্তির মধ্যে কোন কীর্তি শ্রেষ্ঠ?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "কৃষ্ণভক্ত বলে যিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন, তিনিই সবচাইতে বড় কীর্তিমান।"

সম্পত্তি— রাধাকৃষ্ণ প্রেম

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৪৭

'সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?'
'রাধাকৃষ্ণ প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী ॥'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "জীবের সম্পত্তির মধ্যে কোন্ সম্পত্তি সর্বশ্রেষ্ঠ?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "রাধাকৃষ্ণে যাঁর প্রেম, তিনিই সবচাইতে ধনী ।"

দুঃখ— কৃষ্ণভক্ত-বিরহ

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৪৮

'দুঃখ-মধ্যে কোন্ দুঃখ হয় গুরুতর?'
'কৃষ্ণভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর ॥'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, “সমস্ত দুঃখের মধ্যে কোন্ দুঃখ সবচাইতে গুরুতর?” শ্রীরামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, “কৃষ্ণভক্ত-বিরহ থেকে অধিক গুরুতর দুঃখ আমি আর দেখি না।”

মুক্ত—কৃষ্ণপ্রেম আছে যাঁর

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৪৯

‘মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি’ মানি?’
‘কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত-শিরোমণি ॥’

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সমস্ত মুক্তদের মধ্যে কোন্ জীব মুক্তশ্রেষ্ঠ?” রামানন্দ রায় তখন উত্তর দিলেন, “যিনি কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন, তিনিই মুক্ত-শিরোমণি।”

গান— রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৫০

‘গান-মধ্যে কোন্ গান—জীবের নিজ ধর্ম?’
‘রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি’—যেই গীতের মর্ম ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তারপর রামানন্দ রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, “সমস্ত গানের মধ্যে কোন্ গান জীবের প্রকৃত ধর্ম?” রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, “যে গান রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলী বর্ণনা করে, সেই গানই সর্বশ্রেষ্ঠ।”

শ্রেয়ঃ— কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৫১

'শ্রেয়ো-মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?'
'কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর ॥'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত মঙ্গলজনক এবং শুভকার্যের মধ্যে কোনটি জীবের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "জীবের একমাত্র শ্রেয় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তের সঙ্গ করা, এছাড়া আর কোন শ্রেয় নেই।"

স্মরণ— কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৫২

'কাঁহার স্মরণ জীবন করিবে অনুক্ষণ?'
'কৃষ্ণ'-নাম-গুণ-লীলা—প্রধান স্মরণ ॥'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "জীব সর্বক্ষণ কার কথা স্মরণ করবে?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলা ইত্যাদি স্মরণ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ।"

ধ্যেয়— রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৫৩

'ধ্যেয়-মধ্যে জীবের কর্তব্য কোন্ ধ্যান?'
'রাধাকৃষ্ণপদাম্বুজ-ধ্যান—প্রধান ॥'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “সব রকমের ধ্যানের মধ্যে কিসের ধ্যান করা জীবের কর্তব্য?” শ্রীল রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, “রাধাকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করাই জীবের প্রধান কর্তব্য ।”

বাসস্থান—ব্রজভূমি

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৫৪

‘সর্ব ত্যজি’ জীবের কর্তব্য কাহাঁ বাস?’
‘ব্রজভূমি বৃন্দাবন যাহাঁ লীলারাস ॥’

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, “সবকিছু ত্যাগ করে কোথায় বাস করা জীবের কর্তব্য?” রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, “ব্রজভূমি বৃন্দাবনে যেখানে ভগবান তাঁর রাসলীলা-বিলাস করেছিলেন ।”

শ্রবণ—রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৫৫

‘শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?’
‘রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণ-রসায়ন ॥’

“সমস্ত শ্রবণীয় বিষয়ের মধ্যে কোন্ বিষয়টি জীবের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ?” রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, “রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি শ্রবণই কর্ণের সবচাইতে আনন্দদায়ক বিষয় ।”

উপাস্য—রাধাকৃষ্ণ

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৫৬

'উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?'
'শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল 'রাধাকৃষ্ণ' নাম ॥'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "সমস্ত উপাস্য বস্তুর মধ্যে কোন উপাস্য বস্তুটি প্রধান?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, " 'রাধাকৃষ্ণ' নাম, 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' শ্রেষ্ঠ উপাস্য ।"

মুক্তিকামী ও ভুক্তিকামীর গতি কি ?

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৫৭

'মুক্তি, ভুক্তি বাঞ্ছে যেই, কাহাঁ দুঁহার গতি?'
'স্থাবরদেহ, দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি ॥'

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, "যারা মুক্তিলাভের বাসনা করে এবং যারা ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ বাসনা করে, তাদের কি গতি হয়?" রামানন্দ রায় উত্তর দিলেন, "যারা ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার সাযুজ্য মুক্তিলাভের চেষ্টা করে, তারা বৃক্ষ আদি স্থাবর দেহ প্রাপ্ত হয়; আর যারা ইন্দ্রিয়-সুখভোগের বাসনা করে তারা দেবদেহ প্রাপ্ত হয় ।"

অরসজ্ঞ জ্ঞানী এবং রসজ্ঞ ভক্তের স্থিতি

চৈঃ চঃ মধ্য ৮.২৫৮-২৫৯

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে॥
অভাগিয়া জ্ঞানী আস্বাদয়ে শুষ্ক জ্ঞান।
কৃষ্ণ-প্রেমামৃত পান করে ভাগ্যবান্॥

রামানন্দ রায় বললেন, "মুক্তিকামী জ্ঞানীরা অরসজ্ঞ, তারা কর্কশ তর্কনিষ্ঠ কাকের মতো; কাক যেমন তিক্ত নিম্বফল খায়, তারাও তেমনই শুষ্ক নীরস জ্ঞানের চর্চা করে। কিন্তু যারা রসজ্ঞ, তারা কোকিলের মতো, তারা কৃষ্ণপ্রেমরূপ আম্র-মুকুলের প্রিয় ও সুমিষ্ট রস আস্বাদন করেন। রামানন্দ রায় বললেন, "দুর্ভাগা জ্ঞানীরা শুষ্ক জ্ঞান আস্বাদন করে, আর কৃষ্ণভক্তরা সর্বক্ষণ কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান করেন। তাই তারা সব চাইতে ভাগ্যবান।"

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামীর মহিমা

চৈঃ চঃ মধ্য ১.৩২

ভক্তি প্রচারিয়া সর্বতীর্থ প্রকাশিল।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল।

বৃন্দাবনে গিয়ে এই দুই ভাই ভগবদ্ভক্তি প্রচার করেছিলেন এবং বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেছিলেন। তাঁরা বিশেষভাবে শ্রীশ্রীমদনমোহন ও শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর সেবা প্রবর্তন করেছিলেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১.৩৩

নানা শাস্ত্র আনি' কৈলা ভক্তিগ্রন্থ সার।
মূঢ় অধমজনেরে তিঁহো করিলা নিস্তার ॥

শ্রীল রূপ গোস্বামী ও সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবনে বহু শাস্ত্র নিয়ে এসেছিলেন এবং সেগুলির সার সংগ্রহ করে ভগবদ্ভক্তি বিষয়ক বহু শাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন। এভাবেই তাঁরা সমস্ত মূর্খ ও অধঃপতিত মানুষদের উদ্ধার করেছিলেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১.৩৪

প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে সমস্ত শাস্ত্র বিচার করে তাঁরা ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি প্রচার করেছিলেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থাকার হিসেবে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর গুণাবলী যা তাঁর অধস্তন বৈষ্ণব লেখকদের কাছে এক উজ্জ্বল শিক্ষণীয় প্রেরণাস্বরূপ।

বাগ্মিতা

চৈঃ চঃ আদি ১.১০৫

বক্তব্য-বাহুল্য, গ্রন্থ-বিস্তারের ডরে।
বিস্তারে না বর্ণি, সারার্থ কহি অল্পাক্ষরে॥

গ্রন্থ-বিস্তারের ভয়ে আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা না করে, যথাসাধ্য সংক্ষেপে তার সারার্থ বর্ণনা করব।

যুক্তি ও বিচারপূর্বক উপস্থাপনা

চৈঃ চঃ আদি ১.১০৮-১০৯

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত-মহত্ত্ব।
তাঁর ভক্ত-ভক্তি-নাম প্রেম-রসতত্ত্ব ॥
ভিন্ন ভিন্ন লিখিয়াছি করিয়া বিচার।
শুনিলে জানিবে সব বস্তুতত্ত্বসার॥

যদি ধৈর্য সহকারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য প্রভুর মহিমা এবং তাঁদের ভক্ত, নাম,

যশ ও তাঁদের প্রেমময়ী সম্পর্কের মাহাত্ম্য শ্রবণ করা হয়, তা হলে সমস্ত তত্ত্ববস্তুর সার বিষয় হৃদয়ঙ্গম করা যায় । তাই, আমি যুক্তি ও বিচারপূর্বক এই সমস্ত বিষয় (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে) বর্ণনা করেছি।

বিনয়

চৈঃ চঃ আদি ৫.২০৫-২০৬

জগাই মাধাই হৈতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ ।
পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয় ।
মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় ॥

আমি জগাই এবং মাধাই-এর থেকেও বড় পাপী এবং পুরীষের কীট থেকেও ঘৃণ্য । যে আমার নাম শোনে তার পুণ্য ক্ষয় হয় । যে আমার নাম উচ্চারণ করে তাঁর পাপ হয় ।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.৭৯-৮১

আকাশ—অনন্ত, তাতে যৈছে পক্ষিগণ ।
যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা—নাহি ওর-পার ।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার?
যাবৎ বুদ্ধির গতি, ততেক বর্ণিলুঁ ।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলুঁ ॥

আকাশ অন্তহীন, এবং তাতে যেমন পাখীরা তাদের শক্তি অনুসারে আরোহণ করে, তেমনই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অন্তহীন । সুতরাং ক্ষুদ্র জীব হয়ে কে তা পূর্ণরূপে বর্ণনা করতে পারে ? আমার যতটুকু বুদ্ধি সেই অনুসারে আমি তা বর্ণনা করলাম । সমুদ্রের মধ্যে যেন আমি এককণা জল স্পর্শ করলাম ।

আত্মশুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১১.১০

এ-সব প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলা-গুণ ।
যৈছে তৈছে লিখি, করি আপন পাবন ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এবং তাঁর পার্ষদদের কৃপায় আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা এবং গুণাবলী বর্ণনা করছি । কিভাবে যে লিখতে হয় তা আমি জানি না । আমি কেবল নিজেকে পবিত্র করার জন্য যেমন-তেমন করে এই বর্ণনা লিখছি ।

চৈঃ চঃ আদি ৯.৫

এসব-প্রসাদে লিখি চৈতন্য-লীলাগুণ ।
জানি বা না জানি, করি আপন-শোধন ॥

সমস্ত বৈষ্ণব ও গুরুবর্গের কৃপার প্রভাবেই কেবল আমি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা ও গুণ বর্ণনা করে এই গ্রন্থ রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছি । আমি জানি বা না জানি, নিজের শোধনের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করছি ।

চৈঃ চঃ আদি ১১.৫৭

অনন্ত নিত্যানন্দগণ—কে করু গণন ।
আত্মপবিত্রতা—হেতু লিখিলাঙ কত জন ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অনন্ত অনুগামী গণনা করে শেষ করা যায় না । আমি কেবল আত্ম-পবিত্রতার জন্য তাঁদের কয়েকজনের কথা বর্ণনা করলাম ।

লেখরঙ্গে

চৈঃ চঃ আদি ৮.১

বন্দে চৈতন্যদেবং তং ভগবন্তং যদিচ্ছয়া ।
প্রসভং নর্ত্যতে চিত্রং লেখরঙ্গে জড়োহপ্যয়ম্ ॥

যে ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের ইচ্ছায় আমি মূর্খ এবং জড়বৎ হওয়া সত্ত্বেও হঠাৎ এই গ্রন্থ রচনারূপ নৃত্যকার্য আরম্ভ করেছি, তাঁকে আমি বন্দনা করি।

চৈঃ চঃ আদি ৮.৫

মূক কবিত্ব করে যাঁ-সবার স্মরণে ।
পঙ্গু গিরি লঙ্ঘে, অন্ধ দেখে তারাগণে ॥

পঞ্চতত্ত্বের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করে মূক কবিতে পরিণত হয়, পঙ্গু পর্বত লঙ্ঘন করে এবং অন্ধ আকাশে তারকারাজি দর্শন করতে পারে ।

পূর্বতন আচার্য এবং তাঁদের লেখনীর মহিমা কীর্তন

চৈঃ চঃ আদি ৮.৩৩

ওরে মূঢ় লোক, শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্য-মহিমা যাতে জানিবে সকল॥

হে মূর্খগণ! চৈতন্যমঙ্গল পাঠ কর, এই গ্রন্থ পাঠ করলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মহিমা জানতে পারবে।

চৈঃ চঃ আদি ৮.৩৪

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্য-লীলার ব্যাস—বৃন্দাবন-দাস॥

ব্যাসদেব যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করেছেন, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ঠিক সেভাবেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করেছেন।

চৈঃ চঃ আদি ৮.৩৫

বৃন্দাবন-দাস কৈল 'চৈতন্যমঙ্গল'।
যাঁহার শ্রবণে নাশে সব অমঙ্গল॥

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল রচনা করেছেন। এই গ্রন্থ শ্রবণ করলে সব রকম অমঙ্গল নষ্ট হয়ে যায়।

চৈঃ চঃ আদি ৮.৩৬

চৈতন্য-নিতাইর যাতে জানিয়ে মহিমা ।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তিসিদ্ধান্তের সীমা ॥

শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল পাঠ করলে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করা যায় এবং কৃষ্ণভক্তির চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ।

চৈঃ চঃ আদি ৮.৩৭

ভাগবতে যত ভক্তিসিদ্ধান্তের সার ।
লিখিয়াছেন ইঁহা জানি' করিয়া উদ্ধার॥

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিক তত্ত্ব উল্লেখ করে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-মঙ্গলে (পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত নামে পরিচিত) ভগবদ্ভক্তির সিদ্ধান্তের সারাংশ বর্ণনা করেছেন ।

চৈঃ চঃ আদি ৮.৩৮

'চৈতন্যমঙ্গল' শুনে যদি পাষণ্ডী, যবন ।
সেই মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥

মহাপাষণ্ডী বা যবনও যদি শ্রীচৈতন্য-মঙ্গল শ্রবণ করেন, তা হলে তিনি এক মহাবৈষ্ণবে পরিণত হন ।

চৈঃ চঃ আদি ৮.৩৯

মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য ।
বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥

এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু এত গভীর যে, কোন মানুষের পক্ষে তা রচনা করা সম্ভব নয়। তাই মনে হয় যেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের মুখ দিয়ে কথাগুলি বলেছেন।

চৈঃ চঃ মধ্য ১.১৩

চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্বণ ॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনাকারী শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর হচ্ছেন শ্রীল ব্যাসদেবের অবতার। তাঁরই আজ্ঞায় আমি কেবল তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্বণ করছি।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.৮৮

চৈতন্য-লীলামৃত-সিন্ধু—দুগ্ধাব্ধি-সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি' তেঁহো কৈলা পান॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট, তৃষ্ণা মোর গেলা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলামৃত-সিন্ধু ক্ষীর সমুদ্রের মতো। তাঁর তৃষ্ণা অনুসারে তাঁর ঝারী ভরে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তা পান করেছেন। সেই ঝারীর অমৃতের কিছু অবশিষ্ট শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর আমাকে দিয়েছেন, তাতেই আমার পেট ভরে গেছে এবং তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়েছে।

সকল কৃতিত্ব ভগবানে অর্পণ

চৈঃ চঃ আদি ৮.৭৮

এই গ্রন্থ লেখার মোরে 'মদনমোহন' ।
আমার লিখন যেন শুকের পঠন ॥

প্রকৃতপক্ষে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আমি লিখিনি, শ্রীমদনমোহন আমাকে দিয়ে তা লিখিয়েছিলেন । আমার লেখা ঠিক শুক পক্ষীর (তোতা পাখির) পুনরাবৃত্তির মতো ।

বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম

চৈঃ চঃ মধ্য ২.৯০

আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয় ।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তবু লিখি'— এ বড় বিস্ময়॥

আমি এখন অতি বৃদ্ধ ও জরাতুর । লিখবার সময় আমার হাত কাঁপে । আমি কিছু স্মরণ রাখতে পারি না, চোখে ভালমতো দেখতে পাই না আর কানেও ভালমতো শুনতে পাই না । তবুও আমি লিখি এবং তা হচ্ছে একটি মস্ত বড় বিস্ময় ।

সকল ভক্তের প্রতি সম্মান

চৈঃ চঃ মধ্য ২.৯৩

ছোট বড় ভক্তগণ, বন্দোঁ সবার শ্রীচরণ,
সবে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ-গোসাঞির মত, রূপ-রঘুনাথ জানে যত,
তাই লিখি' নাহি মোর দোষ ॥

আমি ছোট ও বড় সমস্ত ভক্তদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি। আমি তাঁদের সকলের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ করি, তাঁরা যেন আমার প্রতি প্রসন্ন হন। শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী, শ্রীরূপ গোস্বামী ও রঘুনাথ দাস গোস্বামীর কাছ থেকে আমি যা জেনেছি তারই বর্ণনা আমি এখানে লিপিবদ্ধ করেছি, সুতরাং এই রচনায় কোন দোষ নেই। এখানে আমি কিছু যোগ কিরনি অথবা কিছু বাদও দিইনি।

শ্রোতা বা পাঠকদের চরণ-বন্দন

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.১৫০

সব শ্রোতাগণের করি চরণ-বন্দন।
যাঁ-সবার চরণ-কৃপা—শুভের কারণ॥

আমি সমস্ত শ্রোতাদের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি, কেননা তাঁদের শ্রীপাদপদ্মের কৃপাই সমস্ত শুভের কারণ।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.১৫১

চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁর চরণ ধুঞা করোঁ মুঞি পানে ॥

যেই জন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতামৃত শ্রবণ করেন, তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধুয়ে আমি সেই জল পান করি।

চৈঃ চঃ অন্ত্য ২০.১৫২

শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তক-ভূষণ।
তোমরা এ-অমৃত পিলে সফল হৈল শ্রম ॥

সেই সমস্ত শ্রোতাদের পদরেণু আমার মস্তকের ভূষণ। আপনারা এই অমৃত পান করলেন এবং তার ফলে আমার শ্রম সার্থক হল।

শ্রৌত-পন্থার অনুগামী

চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৭.১

লিখ্যতে শ্রীল-গৌরেন্দোরত্যদ্ভুতমলৌকিকম্ ।
যৈর্দৃষ্টং তন্মুখাচ্ছ্রুত্বা দিব্যোন্মাদ-বিচেষ্টিতম॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অতি অদ্ভুত অলৌকিক দিব্য উন্মাদ চেষ্টা যাঁরা স্বচক্ষে দেখেন, তাঁদের মুখ থেকে শ্রবণ করেই আমি তা লিখছি।

শ্রীচৈতন্য
মহাপ্রভুর
মত কি ?
আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধুবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ ॥
ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং তদ্রূপ বৈভব শ্রীধাম বৃন্দাবনই আরাধ্য বস্তু। ব্রজবধূগণ যে ভাবে কৃষ্ণের উপাসনা করেছিলেন, সেই উপাসনাই সর্বোৎকৃষ্ট। শ্রীমদ্ভাগবত- গ্রন্থই নির্মল শব্দ প্রমাণ এবং প্রেমই পরম পুরুষার্থ এটিই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মত। সেই সিদ্ধান্তেই আমাদের পরম আদর অন্য মতে আদর নেই।
(শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী)
RUPA-RAGHUNĀTHA VĀNĪ
PUBLICATIONS
ISBN 978-81-934568-3-5
9 788193 456835
MRP
www.ruparaghunathavani.com